সংযত জবান সংস্কৃত জীবন

শাইখ আব্দুল মালিক আল কাসিম

আমীমুল ইহসান
অনূদিত

প্রকাশকের কথা...

যে দুটি অঙ্গের কারণে মানুষ অধিক হারে জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তার একটি হলো জবান। জবানের মাধ্যমেই মানুষ সহজে মিথ্যা, গিবত, পরনিন্দা ও হাসি-ঠাট্টার মতো মারাত্মক কবিরা গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। জবানের অসংলগ্ন কথার কারণেই মানুষ দুনিয়াতেও অপরের কাছে অসম্মানিত হয়। তাই কথা বললে জবানকে ভালো কথার মধ্যেই ব্যস্ত রাখা উচিত, অন্যথায় চুপ থাকাই জবানের আমল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের ওপর ইমান আনে, সে যেন উত্তম কথা বলে, অন্যথায় চুপ থাকে।' অপর হাদিসে তিনি বলেন : مَنْ صَمَتَ نَجَا 'যে চুপ থাকল, সে নাজাত পেল।'

প্রিয় পাঠক, আমরা যেন আমাদের জবানকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, উত্তম কথাবার্তা বলা বা চুপ থাকার ওপর আমল করতে পারি—এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই রুহামা পাবলিকেশন প্রকাশ করেছে শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিমের (أَيْنَ نَحْنُ مِنْ هؤُلَاءِ) 'সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা' সিরিজের ষষ্ঠ উপহার—জবানের ব্যাধিবিষয়ক পর্যাপ্ত আলোচনাসমৃদ্ধ রচনা (أَحْصَاهُ اللهُ وَنَسُوهُ)-এর বাংলা অনুবাদ 'সংযত জবান সংহত জীবন'। আশা করি, বইটি সকল পাঠকের জন্যই উপকারী হবে, ইনশাআল্লাহ।

- মুফতি ইউনুস মাহবুব

সূচিপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

শুরুর কথা

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِيْنَ

আল্লাহর অশেষ রহমতে আমরা সুধী পাঠকদের খিদমতে পেশ করতে যাচ্ছি (أَيْنَ نَحْنُ مِنْ هٰؤُلَاءِ) 'সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা' সিরিজের ষষ্ঠ উপহার—জবানের ব্যাধিবিষয়ক পর্যাপ্ত আলোচনাসমৃদ্ধ রচনা (أَحْصَاهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ) বা 'সংযত জবান সংহত জীবন'।

প্রথমে জবানের প্রকৃতি, গুরুত্ব ও তাৎপর্যের ওপর স্বল্প পরিসরে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। তারপর পর্যায়ক্রমে গিবত, চুগলখোরি, মিথ্যা, বিদ্রুপ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

জবানের এই মারাত্মক ব্যাধিগুলো দ্রুত উম্মাহর শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে; বিনষ্ট করে দিচ্ছে নেক আমলসমূহ, দ্রুত বিস্তার ঘটাচ্ছে বদ আমলের আর ধ্বংস করে দিচ্ছে জাতির মহা মূল্যবান সময়। কথায় কথায় সামান্য ভুলের কারণে মৃত্যু ঘটে একটি সুখী পরিবারের, বিনষ্ট হয় আত্মীয়তার সম্পর্ক, ছিঁড়ে যায় বন্ধুত্বের বাঁধন। মুখ ফসকে বেরিয়ে যাওয়া একটি মাত্র শব্দ মানুষকে দীর্ঘ সত্তর বছরের জন্য ছুঁড়ে দিতে পারে জাহান্নামের আঁধারে।

দ্বীনি সচেতনতার অভাব, জীবনোপকরণের সহজলভ্যতা এবং কর্মহীন জীবনের অফুরন্ত অবসরের সুযোগ নিয়ে জবানের ব্যাধিগুলো আজ সমাজে মহামারির রূপ নিয়েছে। বিশেষত মোবাইলের ব্যাপক ব্যবহার সমস্যার ক্ষেত্রটিকে আরও বিস্তৃত করেছে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের জবানকে গুনাহ থেকে পবিত্র রাখুন, কানকেও গর্হিত কথাবার্তার অনিষ্ট থেকে হিফাজত করুন এবং আমাদের ইবাদতে ইখলাস ও নিষ্ঠা দান করুন।

- আব্দুল মালিক বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-কাসিম

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রবেশিকা

জবান আল্লাহ তাআলার এক মহা নিয়ামত এবং তাঁর অনুপম সৃষ্টিনৈপুণ্যের অন্যতম নিদর্শন। এটি আকারে খুবই ছোট, কিন্তু এর কল্যাণ ও অনিষ্ট দুটোই ব্যাপক। কেননা, ইমান ও কুফর জবানের উচ্চারণেই প্রকাশ পায়। ইমান হলো ইবাদতের মূল আর কুফর নাফরমানির।[১]

জবান মানুষের মনের ভাব প্রকাশ করে—ব্যক্ত করে তার অনুভূতি। জবানের মাধ্যমেই সে তার চাহিদার কথা জানায়, অভিযোগের উত্তর দেয় এবং হৃদয়ের গোপন কথাগুলো আপনজনকে শেয়ার করে। মজলিসের আলাপ, বন্ধুত্বের গল্প, সমাবেশের ভাষণ সব জিহ্বার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। বাকনৈপুণ্য মানুষের ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করে। অপরদিকে অসংলগ্ন কথাবার্তা ক্ষুণ্ন করে তার মর্যাদা। তেজোময় বক্তব্য হতাশ মনে সঞ্চার করে সাহসের—মৃত হৃদয়ে জাগিয়ে তোলে অফুরন্ত প্রেরণা।

জবান আলাপচারিতার উন্মুক্ত ময়দান—এর বিস্তৃতির কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। এর কল্যাণের পরিধি যেমন বিস্তৃত, তেমনই অনিষ্টের পরিসরও পরিব্যাপ্ত। যে ব্যক্তি জবানের লাগাম ছেড়ে দেয়, শয়তান তাকে হাঁকিয়ে নিয়ে যায় বাচালতার বিস্তীর্ণ প্রান্তরে—ধীরে ধীরে তাকে ঠেলে দেয় ধ্বংসের অতল গহ্বরে। আখিরাতে দোজখই হয় তার ঠিকানা।

জবানের অসংলগ্ন কথার কারণে মানুষকে অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়। জিহ্বার অনিষ্ট থেকে কেবল সেই নিরাপদ থাকে, যে তাকে শরিয়ার লাগাম পরিয়ে দেয়। তখন দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য কল্যাণকর হয় শুধু এমন কথাই তার মুখ দিয়ে বের হয়।

কোন কথাগুলো কল্যাণকর আর কোনগুলো অনিষ্টকর, তার ইলম খুব কম মানুষই রাখে। ইলমের অনালোচিত অধ্যায়গুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। আবার এই ইলমের দাবি অনুযায়ী আমল করাও বেশ কঠিন ও কষ্টসাধ্য।

---

১. আল-ইহইয়া : ১১৭/৩

মানুষের সবচেয়ে পাপাসক্ত অঙ্গ হলো জবান। কেননা, জিহ্বা চালনার মতো সহজ কাজ আর হয় না। তাই মানুষ জবানের ব্যাধিতেই আক্রান্ত হয় সবচেয়ে বেশি। মানুষকে পাপাচারে লিপ্ত করতে শয়তানের মোক্ষম একটি হাতিয়ার এই জিহ্বা।[২]

জবানের লাগাম যদি ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে সে কথার ময়দানে অবাধে বিচরণ করতে শুরু করে—এর গিবত করে, ওর নিন্দা করে, তাকে গালি দেয়, অমুককে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে। এমন লোক আপনি খুব কমই পাবেন, যারা জবানে লাগাম পরিয়ে রাখে—বিরত থাকে অর্থহীন হাসি-ঠাট্টা ও বেহুদা গল্প-গুজব থেকে।

যে কথা না বললে গুনাহগার হতে হয় না, দুনিয়া-আখিরাতে কোনো ক্ষতিও হয় না, সেটা অপ্রয়োজনীয় কথা বলে ধর্তব্য হবে।

মুসলমানদের উচিত অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা থেকে পরিপূর্ণভাবে বিরত থাকা। একজন সচেতন মুমিনের মুখে কেবল কল্যাণকর কথাই উচ্চারিত হয়। যদি কোনো কথা বলা ও না বলা দুটোই সমান হয়, তবে তা না বলাই সুন্নাত। কেননা, কখনো অপ্রয়োজনীয় হালাল কথাও হারাম ও মাকরুহের দিকে নিয়ে যায়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এর নিদর্শন প্রচুর। কথায় আছে—সতর্কতার বিকল্প নেই।[৩]

জবানের দুটি ভয়াবহ মুসিবত রয়েছে—একটি থেকে কোনোভাবে বেঁচে গেলেও অপরটিতে ফেঁসে যাওয়ার সমূহ আশঙ্কা :
১. কথা বলার মুসিবত।
২. মৌনতা অবলম্বনের মুসিবত।

স্থান-কাল-পাত্রভেদে উভয় মুসিবতই গুনাহের ভয়াবহতায় পরস্পরকে ছাড়িয়ে যায়। যে ব্যক্তি হক কথা না বলে মৌনতা অবলম্বন করে, সে হলো বোবা শয়তান। আল্লাহর নাফরমানি, রিয়াকারী ও মুনাফিকির মতো জঘন্য পাপে লিপ্ত সে। হাঁ, হক কথায় যদি জানের ভয় থাকে তবে ভিন্ন

---

২. আল-ইহইয়া : ১১৭/৩
৩. রিয়াজুস সালিহিন : ৪১৪ পৃষ্ঠা।

কথা। অপরদিকে যে মিথ্যা ও ভ্রান্ত কথা বলে, সে বাচাল শয়তান। তার নাফরমানিও অত্যন্ত মারাত্মক। কথা বলা ও মৌনতা অবলম্বনের ক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষই বিভ্রান্তির শিকার। মধ্যমপন্থীরাই সিরাতে মুস্তাকিমের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তারা ভ্রান্ত কথা থেকে জবানকে হিফাজত করে এবং শুধু আখিরাতের জন্য কল্যাণকর বিষয়েই মুখ খোলে। আপনি তাদের কাউকে অর্থহীন বকবক করতেও দেখবেন না—আখিরাতের ক্ষতি হয় এমন ব্যাপারে মুখ খোলার তো প্রশ্নই ওঠে না। কিয়ামতের দিন অনেক বান্দা সাওয়াবের পাহাড় নিয়ে উপস্থিত হবে; কিন্তু জবানের গুনাহর ক্ষতিপূরণ করতে করতে সবগুলোই নিঃশেষ হয়ে যাবে।

আবার এমন অনেক বান্দাকেও দেখা যাবে, যারা গুনাহর পাহাড় নিয়ে হাজির হয়েছে, কিন্তু অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকির ও জবানের অন্যান্য নেক আমল তার সব পাপকেই নিঃশেষ করে দিয়েছে।[৪]

জবানের গুনাহের ফিরিস্তি অনেক দীর্ঘ। মিথ্যা, গিবত, চুগলখোরি, অপবাদ, কপটতা, অশ্লীলতা, বাকবিতণ্ডা, আড্ডাবাজি, গুজব রটানো, মিথ্যা সাক্ষ্য, কারও মনে কষ্ট দেওয়া, কারও মর্যাদাহানি করা ইত্যাদি জবানের গুনাহের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব পাপে লিপ্ত হতে জিহ্বাকে মোটেও বেগ পেতে হয় না। এমনকি এই গুনাহগুলোতে নিমগ্ন ব্যক্তির অন্তরে বিশেষ ধরনের স্বাদ অনুভূত হয়। প্রবৃত্তির চাহিদা ও শয়তানের কুমন্ত্রণা এই জঘন্য কাজগুলোকে আরও লোভনীয় করে তোলে। জবানের পাপাচারে অভ্যস্ত লোকেরা খুব কমই তাদের জিহ্বাকে সংযত রাখতে পারে।

বাচালতা সব সময় বিপদজনক আর মৌনতা নিরাপদ। জবানের হিফাজত অনেক কঠিন ব্যাপার। এ জন্য প্রয়োজন বিপুল উদ্যম, পরম ধৈর্য ও কঠোর সাধনা। আখিরাতে নাজাতের ফিকির, আল্লাহ তাআলার জিকির ও ইবাদত-বন্দেগিতে মশগুল হওয়া ব্যতীত জবানের লাগাম টেনে ধরার কোনো উপায় নেই। তাই জবানের হিফাজতের ফজিলত ও কল্যাণ অনেক ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী।[৫]

---

৪. আল-জাওয়াবুল কাফি : ১৭৩ পৃষ্ঠা।
৫. আল-ইহইয়া : ১২১/৩

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন :

'আশ্চর্য ব্যাপার হলো, মানুষ সহজেই হারাম উপার্জন, জুলুম, জিনা, চুরি, মদ্যপান, কুদৃষ্টি ইত্যাদির গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু জবানের অসংযত নড়াচড়া বন্ধ করা তার জন্য দুঃসাধ্য ব্যাপার। আপনি এমন অনেক মানুষকে দেখবেন, যারা দ্বীনদার, দুনিয়াবিমুখ ও ইবাদতগুজার হিসেবে সমাজে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে; কিন্তু তাদের অসংলগ্ন কথাবার্তা আল্লাহ তাআলাকে অসন্তুষ্ট করে—অথচ এদিকে তার কোনো খেয়ালই নেই। কখনো তারা এমন কথাও বলে, যা তাদের ছুঁড়ে দেয় গোমরাহির অতল গহ্বরে। আপনি এমন অনেক লোকও দেখবেন, যারা অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে নিরাপদ দূরত্বে বাস করে; কিন্তু তার জবান অবিরামভাবে মানুষের ইজ্জতহানি করে চলেছে—কি জীবিত, কি মৃত কেউ তার জঘন্য আক্রমণ থেকে রেহাই পাচ্ছে না। সে কোনো পরোয়াই করছে না, সে কী বলছে!'[৬]

---

৬. আল-জাওয়াবুল কাফি : ১৭১ পৃষ্ঠা।

জবানের গুনাহ

জবানের গুনাহের তালিকা অনেক দীর্ঘ। এগুলোর ধরনও বেশ বিচিত্র। মানুষের স্বভাব ও প্রবৃত্তি এই সুমিষ্ট পাপগুলোর প্রতি খুবই আসক্ত। তাই ধৈর্যের সঙ্গে মৌনতা অবলম্বন এবং সতর্কভাবে কথা বলায় অভ্যস্ত হতে না পারলে জবানের গুনাহ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। নিম্নে সংক্ষেপে গুনাহগুলোর ওপর আলোকপাত করা হলো :

প্রথম গুনাহ : অর্থহীন কথা

যে ব্যক্তি সময়ের মূল্য বুঝতে পারে, সে কখনো বাজে কথাবার্তায় মশগুল হয় না। কেননা, সময় অমূল্য সম্পদ। কেবল কল্যাণের কাজেই সময় ব্যয় করা যায়। এই উপলব্ধি অনর্থক গল্প-গুজব থেকে বেঁচে থাকতে সহায়তা করে। যে ব্যক্তি আল্লাহর জিকির ছেড়ে বেহুদা কাজে লিপ্ত হয়, প্রকারান্তরে সে অমূল্য হীরকখণ্ডের বদলে খুচরো টাকার থলে গ্রহণ করে। সময়ের অপর নাম জীবন। তাই যে হেলায় সময় নষ্ট করে, সে তার জীবনকেই বরবাদ করে।

দ্বিতীয় গুনাহ : পাপের আলোচনা

মদের আসর, বদমাশদের আড্ডা কিংবা অশ্লীল কোনো কাহিনী নিয়ে কথাবার্তা বলা ইত্যাদি পাপের আলোচনার উদাহরণ। ঝগড়াঝাঁটি ও বাকবিতণ্ডাও এই পর্যায়ে পড়ে। অনেক মানুষ সামান্য একটি বিষয় নিয়ে কোমর বেঁধে তর্কযুদ্ধে নেমে যায়। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে প্রতিপক্ষের দোষগুলো বর্ণনা করে এবং কথার মারপ্যাঁচে তাকে লা-জবাব করে দিতে চায়। এভাবে সে গলাবাজিতে বিজয়ী হওয়ার চেষ্টা করে। অথচ তার উচিত ছিল, প্রতিপক্ষের মিথ্যা দাবিটি প্রত্যাখ্যান করা এবং সত্য কথাটি সুস্পষ্ট ভাষায় শুনিয়ে দেওয়া। সে যদি মেনে নেয় তো ভালো—নইলে তর্কে জড়ানোর কোনো মানে হয় না। আর তাও যদি মতবিরোধটি কোনো দ্বীনি বিষয়ে হয়। দুনিয়াবি ব্যাপার হলে এটি নিয়ে তর্কে লিপ্ত হওয়াই তো বোকামি।

তৃতীয় গুনাহ : লৌকিক বাকচাতুর্য

কিছু লোক আছে, যারা চোয়াল বাঁকিয়ে বিশুদ্ধ উচ্চারণে চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলে। অন্ত্যমিল দিয়ে কথায় একটি কাব্যিক আমেজ আনার চেষ্টা করে।

চতুর্থ গুনাহ : অসংলগ্ন কথা

অশ্লীল আলাপচারিতা, গালাগালি ও নোংরা বাক্যালাপ অসংলগ্ন কথার অন্তর্ভুক্ত।

পঞ্চম গুনাহ : হাস্য-কৌতুক

শরিয়ার সীমা লঙ্ঘন করে ক্রীড়া-কৌতুক করা হারাম। হ্যাঁ, পরিমিত রসিকতা যাতে মিথ্যের মিশেল নেই, তা বৈধ।

ষষ্ঠ গুনাহ : ঠাট্টা-বিদ্রুপ

কাউকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, কারও ইজ্জতহানি করা কিংবা কারও দোষ-ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা এমনভাবে বর্ণনা করা, যা শুনলে হাসি পায়।

সপ্তম গুনাহ : ওয়াদাভঙ্গ ও গোপনীয়তা ফাঁস

কারও রহস্য ফাঁস করে দেওয়া, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, মিথ্যা বলা এবং মিথ্যা কসম খাওয়া সুস্পষ্টভাবে হারাম। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ছাড় আছে। যেমন : স্ত্রীকে খুশি করার জন্য কিংবা যুদ্ধের কৌশল হিসেবে মিথ্যে বলা বৈধ।

মূলনীতি

কোনো বৈধ লক্ষ্য অর্জনের জন্য যদি মিথ্যা বলা ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো উপায় না থাকে, তবে যথাসম্ভব স্বল্প পরিসরে মিথ্যে বলা জায়িজ। এখন লক্ষ্যটি অর্জন করা যদি মুবাহ[৭] হয়, তাহলে মিথ্যা বলাও মুবাহ হবে, আর লক্ষ্যটি যদি ওয়াজিব হয়, তবে মিথ্যা বলাও ওয়াজিব সাব্যস্ত হবে। তবে যথাসম্ভব মিথ্যে এড়ানোর চেষ্টা করা জরুরি।

---

৭. যে কাজ করা ও ছাড়া দুটোই বৈধ।

অষ্টম গুনাহ : গিবত

অনুপস্থিত ভাইয়ের ব্যাপারে এমন কথা বলা, যা সে শুনলে অপছন্দ করবে—এটি তার শারীরিক কোনো ত্রুটি হোক বা বংশগত কোনো বৈশিষ্ট্য কিংবা তার লেবাসের কোনো খুঁত হোক।[৮]

নবম গুনাহ : চুগলখোরি

কারও গোপন বিষয় তার অসম্মতিতে ফাঁস করে দেওয়া।

এ ছাড়াও জবানের আরও অনেক গুনাহ রয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে সবগুলোর ওপর আলোকপাত করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলা জবানের এই ব্যাধিগুলোর ব্যাপারে সতর্ক করে বলেছেন, 'জবানের গুনাহগুলো নিখুঁতভাবে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে এবং কিয়ামতের দিন তার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাবও নেওয়া হবে।'

কুরআন মাজিদে এসেছে :

﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾

> 'মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে।'[৯]

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾

> 'যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তার অনুসরণ কোরো না; কান, চোখ, অন্তর—তাদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।'[১০]

---

৮. মিনহাজুল কাসিদিন : ১৬৫ পৃষ্ঠা। (সংক্ষেপিত)
৯. সুরা কাফ : ১৮
১০. সুরা আল-ইসরা : ৩৬

আবু হুরাইরা ﷺ বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

'যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা ও কিয়ামতের দিনের ওপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন কল্যাণকর কথা বলে অথবা চুপ থাকে।'[১১]

অন্য হাদিসে এসেছে, আবু হুরাইরা ﷺ বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ

'ব্যক্তির ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য হলো, অর্থহীন কথা ও কাজ পরিত্যাগ করা।'[১২]

রাসুলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করা হয়, 'কোন কারণে মানুষ অধিক হারে জাহান্নামে প্রবেশ করবে?' তিনি উত্তর দেন, 'জবান ও যৌনাঙ্গের কারণে।'[১৩] একবার মুআজ বিন জাবাল ﷺ রাসুলুল্লাহ ﷺ কে বলেন, 'আপনি আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন, যেটি আমাকে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে।' রাসুলুল্লাহ ﷺ সকল আমলের মূল ভিত্তি, তার স্তম্ভ ও সর্বোচ্চ শিখর নিয়ে আলোচনা করার পর বলেন, 'হে মুআজ, আমি তোমাকে সবকিছুর মূল শিকড় কী সেটা বলে দেবো না?' মুআজ ﷺ বলেন, 'অবশ্যই বলবেন, হে আল্লাহর নবি।' রাসুলুল্লাহ ﷺ হাত দিয়ে নিজের জিহ্বা টেনে ধরে বলেন, 'এই বস্তুটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখো।' মুআজ ﷺ জানতে চান, 'আমরা জবানে যা উচ্চারণ করি, তার ব্যাপারে কি আমাদের জবাবদিহি করতে হবে?' রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক[১৪] হে মুআজ! জবানের অসংলগ্ন কথাবার্তার কারণেই তো মানুষকে অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।'[১৫]

---

১১. সহিহুল বুখারি : ৬১৩৫, সহিহু মুসলিম : ৪৭

১২. সুনানুত তিরমিজি : ২৩১৭

১৩. সুনানুত তিরমিজি : ২০০৪

১৪. আরবরা এই বাক্যটি বলে কখনো বিস্ময় প্রকাশ করে, কখনো কারও বক্তব্য রদ করে, কখনো-বা ছোটদের স্নেহের স্বরে তিরস্কার করে। এখানে শেষোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (অনুবাদক)

১৫. সুনানুত তিরমিজি : ২৬১৬

হে আমার ভাই!

কথাবার্তায় সতর্ক না হওয়ার ভয়াবহ পরিণতি নিয়ে একটু চিন্তা করো। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، مَا يَتَبَيَّنُ مَا فِيهَا، يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ، أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

'পরিণামফলের কথা না ভেবে বান্দা এমন কথা বলে, যার কারণে সে জাহান্নামের এত গভীরে গিয়ে পতিত হয়, যার দূরত্ব পূর্ব থেকে পশ্চিমের দূরত্বের সমান।'[১৬]

আবু বকর ﷺ জিহ্বাকে টেনে বের করে বলতেন, 'এই বস্তুটি আমাকে হাজারো বিপদের সম্মুখীন করেছে।'[১৭]

তোমার কথা তোমার কয়েদি, যখনই তুমি তা বলে ফেলো, তুমিই হয়ে যাও তার হাতে বন্দী। তোমার জবানের উচ্চারিত প্রতিটি বাক্য আল্লাহ সংরক্ষণ করছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾

'মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে।'[১৮]

একবার হাসান ﷺ কে জিজ্ঞেস করা হয়, 'আপনার দিনকাল কেমন যাচ্ছে, হে আবু-সাইদ।' তিনি বলেন, 'ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে ডুবে যাওয়া জাহাজের যাত্রীর চেয়েও ভয়াবহ আমার অবস্থা।' তার কারণ জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'আমার নাফরমানিগুলোর ব্যাপারে আমি নিশ্চিত; অথচ আমার ইবাদত ও আমলসমূহ কবুল হওয়ার ব্যাপারে আমি শুধু অজ্ঞ যে তা নয়—রীতিমতো শঙ্কিতও। আমি জানি না, তা কবুল করা হয়েছে, না ছুঁড়ে

---

১৬. সহিহু মুসলিম : ২৯৮৮

১৭. সিফাতুস সাফওয়াহ : ২৫৩/১

১৮. আল-জাওয়াবুল কাফি : ১৭৩

মারা হয়েছে আমার মুখে?' লোকেরা আশ্চর্য হয়ে বলে, 'আপনার মতো লোকও এমন কথা বলছে, হে আবু-সাইদ!' তিনি উত্তর দেন, 'আমি কেন এমনটা বলব না? কে আমাকে এই নিশ্চয়তা দেবে যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে গুনাহরত অবস্থায় দেখে অসন্তুষ্ট হয়ে আমার জন্য তাওবার দরজা বন্ধ করে দেননি কিংবা আমার মাগফিরাত ও তাওবার মাঝখানে খাড়া করে দেননি বাধার প্রাচীর? আমার ভয় হয়, আমি তাঁর অপছন্দনীয় আমলে মশগুল হয়ে যাইনি তো?'[১৯]

ইবনে আব্বাস ﵄ বলেন, 'মানুষ মুখে যা-ই উচ্চারণ করে, সব লিখে রাখা হয়—এমনকি রোগ-যন্ত্রণায় তার ক্রন্দনের বিষয়টিও।'

একবার ইমাম আহমাদ ﵀ অসুস্থ হয়ে পড়েন। 'তাকে বলা হয়, তাউস ﵀ রোগ-যন্ত্রণায় ক্রন্দনকে মাকরুহ মনে করতেন।' এ কথা শুনে তিনি ক্রন্দন করা ছেড়ে দিলেন।[২০]

অনেকে কথাবার্তার বিষয়টি খুব হালকাভাবে নেয়—এটিকে আমল হিসেবেও গণ্য করে না। তারা জানে না, তাদের মুখনিঃসৃত প্রতিটি শব্দ সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং শীঘ্রই এগুলোর বিচার হবে।

উমর বিন আব্দুল আজিজ ﵀ বলেন, 'আমলের মধ্যে কথাবার্তাও অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়টি যদি কেউ উপলব্ধি করতে পারে, তবে সে কেবল প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর কথাগুলোই বলবে।'[২১]

ইমাম আওজায়ি ﵀ এর বাণী এই কথাটিকে আরও জোরদার করে। তিনি বলেন :

'যে ব্যক্তি অধিক হারে মৃত্যুকে স্মরণ করে, অল্প সম্পদই তার জীবনধারণের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায় আর যে লোক কথাবার্তাকে আমলের অন্তর্ভুক্ত মনে করে, সে অনেক কম কথা বলে।'[২২]

---

১৯. ইবনুল জাওজি, আল-হাসানুল বাসারি : ১২
২০. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ : ২৭২/৯
২১. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ : ২২৫/৯
২২. আস-সিয়ার : ১১৭/৭

মানুষ যেকোনো জায়গায় যেকোনো সময় অনায়াসে কথা বলতে পারে। আবার কথাবার্তার ব্যাপারে তাদের অসতর্কতার প্রবণতাও প্রবল। তাই জবানের গুনাহের পরিমাণই সর্বাধিক। হাসান বিন সালিহ বলেন, 'আমরা আল্লাহভীতি নিয়ে চিন্তা করে দেখি, জবানেই এর উপস্থিতির মাত্রা সবচেয়ে কম।'[২৩]

অপর মুসলমান ভাইয়ের মনে কষ্ট দেওয়া, তার সম্মানে আঘাত করা, তার নামে অপবাদ দেওয়া এবং তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার মাধ্যমে সংঘটিত হয় জবানের সিংহভাগ গুনাহ।

ফুজাইল বিন ইয়াজ ﷺ এই প্রসঙ্গে বলেন :

'আল্লাহর কসম, যেখানে কোনো কুকুর বা শুকরকে পর্যন্ত কষ্ট দেওয়া বৈধ নয়, সেখানে কোনো মুসলমানকে কীভাবে তুমি কষ্ট দাও!'[২৪]

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন :

'পাঁচটি বস্তু আমার কাছে একপাল ঘোড়ার চেয়েও অধিক প্রিয়—

১. অনর্থক কথা বোলো না। এতে কোনো উপকার নেই। তা ছাড়া বেহুদা কথা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার অন্তরায়। উপকারী কথাও স্থান-কাল-পাত্র বিচার করে বলার চেষ্টা কোরো। এই বিষয়টি খেয়াল না করার কারণে অনেককেই বেকায়দায় পড়তে দেখা যায়।

২. পরম সহিষ্ণু কিংবা আকাট মূর্খদের সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ো না। কেননা, প্রথমজনের ধৈর্য তোমাকে হারিয়ে দেবে আর দ্বিতীয়জনের বোকামিতে তুমি কষ্ট পাবে।

৩. তোমার ভাইয়ের অবর্তমানে তার ব্যাপারে এমন কথা আলোচনা কোরো, যা তুমি তোমার ব্যাপারে আলোচিত হওয়া পছন্দ করো।

৪. যে বিষয়ে তুমি নিজে ক্ষমা পেতে পছন্দ করো, একই ব্যাপারে তুমি অন্য ভাইদের ক্ষমা করে দিয়ো।

---

২৩. সিফাতুস সাফওয়াহ : ১৫৪/৩
২৪. আস-সিয়ার : ৪২৭/৮

৫. যে আচরণ তুমি নিজের জন্য পছন্দ করো, তা তোমার ভাইকে উপহার দিয়ো। বরং তার অসংলগ্ন ব্যবহারের জবাবেও তুমি সৌজন্যমূলক আচরণ কোরো।[২৫]

জনৈক কবি বলেন :

لَعَمْرُكَ مَا لِلْمَرْءِ كَالرَّبِّ حَافِظٌ * وَلَا مِثْلُ عَقْلِ الْمَرْءِ لِلْمَرْءِ وَاعِظٌ

لِسَانَكَ لَا يُلْقِيْكَ فِيْ الْغَيِّ لَفْظُهُ * فَإِنَّكَ مَأْخُوْذٌ بِمَا أَنْتَ لَافِظٌ

'আল্লাহর শপথ! মানুষের সর্বোত্তম হিফাজতকারী আল্লাহ তাআলাই। বিবেকের চেয়ে উত্তম কোনো উপদেশদাতা নেই। জবানকে সংযত রাখো—তার উচ্চারিত কোনো কথা যেন তোমাকে গোমরাহির দিকে ঠেলে না দেয়। কেননা, তোমার মুখনিঃসৃত প্রতিটি শব্দের ব্যাপারে তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে।'[২৬]

আতা বিন রাবাহ ﷺ বলেন :

'তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা কিতাবুল্লাহর তিলাওয়াত, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ এবং জীবিকার ব্যাপারে অপরিহার্য আলোচনা ছাড়া বাকি সব ধরনের কথাবার্তাকে অর্থহীন মনে করতেন। তোমরা কি তোমাদের সর্বক্ষণের সঙ্গী হিসাব-রক্ষক দুই ফেরেশতা কিরামান কাতিবিনের বিষয়টি ভুলে যাও—যারা তোমার ডানে ও বামে অবস্থান করছে? মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে। দিনের শুরুতে নতুন পৃষ্ঠায় তোমার যে আমলনামা লেখা শুরু হয়, তাতে যদি আখিরাতের জন্য তোমার কোনো আমলই না থাকে, তা কি লজ্জাজনক নয়!'[২৭]

এই হলো আমাদের সালাফের অবস্থা। তারা সর্বদা জিকির ও ইবাদতে মশগুল থাকতেন। তাদের মজলিসগুলো মিথ্যা, গিবত, পরনিন্দা ও হাসি-ঠাট্টার কলুষতা থেকে পবিত্র ছিল। ক্রন্দন, বিনয় ও তাকওয়ার বেহেশতি

---

২৫. আল-ইহইয়া : ১২২/৩

২৬. আস-সামত : ৩০৫

২৭. আস-সিয়ার : ৮৬/৫

সৌরভ ছড়াত তাদের প্রতিটি বৈঠক থেকে। সবার মুখে সর্বদা ধ্বনিত হতো একই আওয়াজ—

سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ، سبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ

এই হলো তাদের কল্যাণে ভরপুর মজলিসগুলোর নমুনা। সুন্দর ও পবিত্র চিন্তাই তাঁদের হৃদয়ে সর্বদা আলোড়িত হতো। আব্দুল্লাহ বিন খিয়ার ﷺ বৈঠকে বলতেন :

اَللَّهُمَّ سَلِّمْنَا، وَسَلِّمِ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنَّا

'হে আল্লাহ, আপনি আমাদের হিফাজত করুন এবং আমাদের অনিষ্ট থেকে মুসলমানদের রক্ষা করুন।'[২৮]

উমর বিন খাত্তাব ﷺ বলতেন :

'যে কথা বেশি বলে, তার ভুল বেশি হয়। যার ভুল বেশি হয়, তার গুনাহ বেশি হয়। আর যার গুনাহ বেশি, সে জাহান্নামে যাওয়ার অধিক হকদার।'[২৯]

অতএব, তোমরা প্রতিদান দিবসের কথা চিন্তা করো আর জাহান্নামকে ভয় করো।

ভাই আমার!

তিনটি বিষয়ে সাবধান হওয়ার অঙ্গীকার করো :

১. আমল করার সময় খেয়াল রেখো, তুমি আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিসীমার আওতায় রয়েছ।

২. কথা বলার সময় ভুলে যেয়ো না, আল্লাহ তোমার কথা শুনছেন।

৩. মৌনতা অবলম্বনের সময় মনে রেখো, আল্লাহ তোমার অন্তরের খবর জানেন।[৩০]

---

২৮. তাজকিরাতুল হুফফাজ : ১৩৯/১
২৯. জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম : ১৬১
৩০. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৭৫/৮

সালামা বিন দিনার ﷺ বলেন :

'মানুষ পা ফেলতে যতটা না সতর্ক থাকে, মুখ খুলতে তার চেয়েও অধিক সতর্ক থাকা উচিত।'[৩১]

জবানের হিফাজত অত্যন্ত কঠিন কাজ। প্রতিটি কথা ও আচরণে সংযত হতে হলে অন্তরে সর্বদা আল্লাহর ভয় জাগরূক রাখতে হবে। কথাবার্তায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন উন্নত ব্যক্তিত্বের লক্ষণ।

ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন :

'তোমরা বেহুদা কথা থেকে বেঁচে থাকো। প্রয়োজন পরিমাণ কথাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট।'[৩২]

অতিরিক্ত কথায় যদি ক্ষতি নাও হয়, তবুও কিয়ামতের দিন তা আফসোসের কারণ হবে। কারণ, যে সময়গুলো সে বেহুদা কথায় নষ্ট করেছে, সেগুলো কাজে লাগিয়ে অনেক সাওয়াব হাসিল করা যেত।

জনৈক সালাফ বলেন :

'কিয়ামতের দিন নিজ জীবনের সব সময় পেশ করা হবে মানুষের সামনে। যে মুহূর্তগুলোতে সে আল্লাহর জিকির করেনি, সেগুলোর ব্যাপারে আফসোস করতে করতে তার অন্তর ক্ষতবিক্ষত হবে।'[৩৩]

এখান থেকে বোঝা গেল, অর্থহীন বকবক করার চেয়ে চুপ থাকা উত্তম। অবশ্য প্রয়োজন হলে কথা বলবে।

কবি কত সুন্দরই না বলেছেন :

وَمَا أَدْرِيْ وَإِنْ أَمَّلْتُ عُمْرًا * لَعَلِّيْ حِيْنَ أُصْبِحُ لَسْتُ أُمْسِيْ
أَلَمْ تَرَ أَنَّ كُلَّ صَبَاحِ يَوْمٍ * وَعُمْرُكَ فِيْهِ أَقْصَرُ مِنْ أَمْسِ

---

৩১. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৫৭/২
৩২. জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম : ১৬১
৩৩. জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম : ১৬১

'সর্বদা দীর্ঘ হায়াতের তামান্না করি আমরা। যদিও দিনের শুরুতে জানা থাকে না আজকের সূর্যাস্ত দেখার ভাগ্য আমাদের হবে কি না! প্রতিদিন ভোরে উঠে একবার হলেও ভেবে নিয়ো, সেদিনের সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে তোমার জীবনের একটি দিন চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাবে।'[৩৪]

ইবনে আব্বাস ؓ বলেন :

'কল্যাণকর কথা বলো, লাভবান হবে। মন্দ কথা না বলে চুপ থাকো, নিরাপদ থাকবে।'[৩৫]

বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত ইমানদার হতে পারে না, যতক্ষণ না সে ইমানের চূড়ায় আরোহণ করে। আর ইমানের চূড়ায় ওঠা কেবল তখনই সম্ভব হয়, যখন সে হারাম কামাই করে ধনী হওয়ার চেয়ে হালাল উপার্জন করে গরিব থাকাকে প্রাধান্য দেয়, পাপকাজে লিপ্ত হয়ে সম্মানিত হওয়ার চেয়ে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হয়ে অসম্মানের জীবন বরণ করে নেয় এবং হকের পথে চলতে গিয়ে মানুষের প্রশংসা ও নিন্দা তার সামনে সমান হয়ে যায়। মানুষ ঘর থেকে বের হয় দ্বীন নিয়ে, আর ফিরে আসে দ্বীনের সবটুকু খুইয়ে। তারা এমন সব বিষয়ে অনর্থক কসম করে, যাতে তার কোনো উপকার নেই। আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিয়ে এরা ঘরে ফেরে।[৩৬]

দুর্বল ইমানদার জবানকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তাই সে আল্লাহ তাআলার ক্রোধের শিকার হয়। এটা এক ধরনের অবস্থা।

অনেক লোক আছে, যারা পা ছড়িয়ে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মজলিস মাতিয়ে রাখে। কেউ তার জবানের হামলা থেকে রক্ষা পায় না—এর গিবত করে, ওর নিন্দা করে, তার নামে অশ্লীল অপবাদ দেয়, অমুকের গোপন কথা ফাঁস করে। এমন লোক খুব জঘন্য প্রকৃতির হয়ে থাকে। যে দোষই সে দেখে, বলে বেড়ায়। যে কথাই শুনে, আরেকজনকে শোনানোর জন্য অস্থির হয়ে ওঠে।[৩৭]

---

৩৪. জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম : ৪৬৬

৩৫. কিতাবুস সামত : ৬৬

৩৬. আল-ফাওয়ায়িদ : ১৯৩

৩৭. আল-ফাওয়ায়িদ : ১৯৩

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ বলেন :

'কেউ গুনাহে লিপ্ত হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে যা-ই শুনে তা-ই বলে বেড়ায়।'[৩৮]

প্রিয় ভাই!

মুমিনরা তোমার কাছ থেকে যেন এই তিনটি আচরণ অবশ্যই পায় :

১. কারও কল্যাণ সাধন করতে না পারলে, অন্তত তার অনিষ্টের কারণ হোয়ো না।

২. খুশি করতে যদি না-ই পারো, দুঃখ দিয়ো না।

৩. প্রশংসা করতে না পারলে, অন্তত নিন্দা কোরো না।[৩৯]

যে ব্যক্তি মানুষের দোষচর্চা বেশি করে, সে অন্যদের তুলনায় অধিক পাপী হয়।[৪০] মুহাম্মাদ বিন সিরিন ﷺ বলেন :

فَإِنْ عِبْتَ قَوْمًا بِالَّذِيْ فِيْكَ مِثْلُهُ

فَكَيْفَ يَعِيبُ العُوْرَ مَنْ هُوَ أَعْوَرُ؟

وَإِنْ عِبْتَ قَوْمًا بِالَّذِيْ لَيْسَ فِيْهِمْ

فَذَلِكَ عِنْدَ اللهِ وَالنَّاسِ أَكْبَرُ

'তুমি যদি কারও এমন দোষের নিন্দা করো, যা তোমারও আছে, সেটা তো বড় আশ্চর্যের কথা—এক কানা কীভাবে অপর কানার চোখের নিন্দা করে? যদি তুমি কারও এমন দোষের নিন্দা করো, যা তার মধ্যে নেই; তবে সেটা যে কেবল আল্লাহর কাছে বড় অপরাধ তা নয়—মানুষের কাছেও নিন্দনীয়।'[৪১]

---

৩৮. তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ : ৩

৩৯. তামবিহুল গাফিলিন : ১৭৮/১

৪০. কিতাবুস সামত : ১০৪

৪১. মিনহাজুল কাসিদিন : ১৮৭

প্রবৃত্তির অনুসরণ ও দীর্ঘ প্রত্যাশা সকল অনিষ্টের মূল। কেননা, প্রবৃত্তির অনুসরণ মানুষকে হিদায়াতের পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে আর দীর্ঘ প্রত্যাশা আখিরাত ভুলিয়ে দেয়। ফলে পরকালের প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ তার হয়ে ওঠে না।[৪২]

যার প্রত্যাশা যত দীর্ঘ হয়, তার আমল তত কম হয় আর যে ব্যক্তি আখিরাতের কথা ভুলে যায়, সে নিজের আমলের হিসেব নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে না।

একটু ভেবে দেখুন তো, আমাদের দীর্ঘ বৈঠকগুলোতে আমরা কী নিয়ে আলোচনা করি। কোন বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় আমাদের কথাবার্তা। কোন ধরনের কথা শুনে আমরা অন্তরে পুলক অনুভব করি।

ইমাম জুহরি ﵀ বলেন :

'মজলিস দীর্ঘ হলে, শয়তানও সুযোগ বুঝে সেখানে অংশগ্রহণ করে।'[৪৩]

মজলিসে যদি কল্যাণকর বিষয়ের আলোচনা ও আল্লাহ তাআলার জিকির করা না হয়, তবে শয়তান এসে কথাবার্তার গতি পাপ ও অশ্লীলতার দিকে ঘুরিয়ে দেয়। কখনো উসকে দেয় পেটের চাহিদা, কখনো জাগিয়ে তোলে যৌন-পিপাসা।

আহনাফ বিন কাইস ﵀ বলেন :

'খাবার আর নারীর আলোচনা থেকে আমাদের মজলিসগুলোকে পবিত্র রাখো। যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে পেটের ক্ষুধা ও যৌন চাহিদা প্রসঙ্গে কথা বলে তাকে আমি ঘৃণা করি।'[৪৪]

একটু ভেবে দেখুন, একটি বৈঠকে আপনি যে পরিমাণ কথা বলেন, তা যদি আপনি লেখার চেষ্টা করেন, তাহলে শত শত পৃষ্ঠা কালো হয়ে যাবে। আর

৪২. আল-ফাওয়ায়িদ : ১৩০
৪৩. আল-ইহইয়া : ৩৬৬/৩
৪৪. আস-সিয়ার : ৯৪/৪

আপনি যদি কথাগুলো একটু যাচাই করে দেখেন, তবে সেখানে আপনি হাজারো ভুল-ত্রুটি ও পাপের উপকরণ খুঁজে পাবেন।

রাবি বিন খুসাইম ﷺ বলেন :

‘কল্যাণ কেবল আট প্রকার কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এ ছাড়া যত কথা আছে সব অনিষ্টকর। প্রকারগুলো হলো : ১. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা। ২. আল্লাহু আকবার বলা। ৩. সুবহানাল্লাহ বলা। ৪. আলহামদুলিল্লাহ বলা। ৫. কল্যাণকর বিষয়ে প্রশ্ন করা। ৬. অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা। ৭. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বারণ করা। ও ৮. কুরআন তিলাওয়াত করা।’

প্রিয় ভাই!

আমরা কি এই আটটি বিষয়ে আমাদের কথাকে সীমাবদ্ধ রাখতে পেরেছি? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার কি আমাদের সর্বক্ষণের সংগীতে পরিণত হয়েছে? ভোরের স্নিগ্ধ আবহে কুরআনের সুধাময় উচ্চারণ-মাধুর্যে আমাদের হৃদয় প্রশান্ত হয়েছে কি? অর্থহীন দুনিয়াবি আলোচনায় আমরা জবানকে কলুষিত করছি না তো! আমাদের মুখে জিকির ও তিলাওয়াতের চেয়ে অন্য কথার পরিমাণ বেশি হয়ে যাচ্ছে না তো! আমরা কিন্তু পায়ে পায়ে আখিরাতের দিকেই এগিয়ে চলেছি...।

কবি কত চমৎকারই না বলেছেন :

تَصِلُ الذُّنُوْبَ إِلَى الذُّنُوْبِ وَتَرْتَجِيْ * دَرَجَ الْجِنَانِ بِهَا وَفَوْزَ الْعَابِدِ

وَنَسِيْتَ أَنَّ اللهَ أَخْرَجَ آدَمًا * مِنْهَا إِلَى الدُّنْيَا بِذَنْبٍ وَاحِدٍ

‘একের পর এক গুনাহ করেই চলেছ—আবার জান্নাতে প্রবেশের স্বপ্নও দেখছ, সাফল্যের প্রত্যাশাও করছ ইবাদতগুজার বান্দাদের মতো! তুমি কি ভুলে গেছ, আল্লাহ তাআলা আদম ﷺ কে একটি মাত্র গুনাহের কারণে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছিলেন?’[৪৫]

---

৪৫. উকুদুল লুলু : ৩৬

সুফইয়ান ﷺ বলেন, 'দীর্ঘ মৌনতা ইবাদতের চাবিকাঠি।'[৪৬]

কেননা, দীর্ঘ সময় ধরে নীরব থাকলে ফিকির করার সুযোগ হয়, বেহুদা কথা থেকে বাঁচা যায়, সময়ের সদ্ব্যবহার সম্ভব হয় এবং নিজের ভুলত্রুটিগুলোর হিসাব নেওয়া যায়।

ফুজাইল বিন ইয়াজ বলেন :

'জবানের হিফাজত হজ, সীমান্ত প্রহরা ও জিহাদের চেয়েও কঠিন। জিহ্বাকে যদি সুযোগ দাও, সে তোমাকে ভীষণ পেরেশানিতে নিমজ্জিত করবে।'[৪৭]

আমাদের উচিত জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করার সাধনা করা এবং চিন্তা করে কথা বলায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠা। বেহুদা কোনো বাক্য যেন আমরা উচ্চারণ না করি। কেবল কল্যাণের প্রত্যাশায় যেন মুখ খুলি। কথা বলার আগেই ভেবে নিই—এতে কোনো ফায়দা হবে কি না। কোনো ফায়দা না হলে কথাটি না বলি। এখানে আরও একটি ভাবার বিষয় আছে। আমি যে কথাটি বলতে চাচ্ছি, তার চেয়েও অধিক উপকারী কথা আছে কি না, সেটাও ভাবতে হবে। যদি থাকে তাহলে তা বলাই উত্তম হবে। আমার মনোভাবের পক্ষে যুৎসই কোনো যুক্তি থাকলে, সেটাও আমরা তুলে ধরতে পারি।

ইয়াহইয়া বিন মুআজ ﷺ বলেন :

'মানুষের অন্তর উনুনে চড়ানো রান্নার হাঁড়ির মতো—ভেতরে টগবগ করে কত কথা, কত অনুভূতি। আর জিহ্বা হলো চামচের ন্যায়। কথা বলার সময় খেয়াল করো, জিহ্বা নামক চামচটি অন্তরের হাঁড়ি থেকে তোমাকে কী বেড়ে খাওয়াচ্ছে—মিষ্টি না টক, সুস্বাদু না লবণাক্ত, না অন্য কিছু। অন্তরের অবস্থা জবানের উচ্চারণ থেকেই তুমি জানতে পারবে। হাঁড়ির খাবারের স্বাদ যেমন তুমি চেখে দেখে বুঝতে পারো, তেমনই অন্তরের অবস্থাও তুমি কথা শুনে বুঝতে পারবে।'[৪৮]

---

৪৬. কিতাবুস সামত : ২২২
৪৭. জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম : ১৬২
৪৮. আল-জাওয়াবুল কাফি : ১৭০

কল্যাণের কথা বলো, মানুষকে সত্যের দিকে আহ্বান করো, কুরআন তিলাওয়াত করো এবং আল্লাহর জিকির করো—জবানের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে হলে, সর্বোপরি দ্বীনের সরল পথে অটল থাকতে হলে এসব আমলের বিকল্প নেই। কিয়ামতের দিন নিজের আমলনামার দিকে তাকিয়ে এই আমলগুলো দেখে তুমি আনন্দিত হবে। ডান হাতে আমলনামা গ্রহণ করার সুযোগ তুমি পাবে।

ইয়াস বিন মুআবিয়া ﵀ কে বলা হলো, 'আপনি তো অনেক বেশি কথা বলেন!' তিনি বললেন, 'আমি হক কথা বলি, না ভুল বলি?' তারা উত্তর দিল, 'হক বলেন।' তিনি বললেন, 'হক কথা বেশি বলা উত্তম।'[৪৯]

হে আমার ভাই!

ভাষা মানুষের অন্তরের মুখপাত্র। কেননা, এর মাধ্যমেই মনের ভাব প্রকাশ পায়। হৃদয়ের যত অনুভব, অনুভূতি ও উপলব্ধি এটি ব্যবহার করেই ব্যক্ত করা হয়। এর মাধ্যমে প্রকাশ করা কোনো অভিব্যক্তি পুনরায় ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। কোনো কথা একবার বলে ফেললে সেটা মুছে ফেলার কোনো সুযোগ থাকে না। তাই জ্ঞানীদের উচিত কথার ভুল-ভ্রান্তি থেকে সর্বদা নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করা—আর তা হতে পারে মৌনতা অবলম্বন করে কিংবা কথা কম বলার মাধ্যমে।[৫০]

জবান মানুষের ব্যক্তিত্ব ও স্বরূপ প্রকাশ করে দেয়। ইমাম আবু ইউসুফ ﵀ এর ইলমি মজলিসে জনৈক ব্যক্তি বসত। কিন্তু সে সর্বদা নীরব থাকত—কোনো প্রশ্নই করত না। একবার আবু ইউসুফ ﵀ তাকে বললেন, 'আপনি কোনো প্রশ্ন করবেন না?' সে বলল, 'অবশ্যই। আমাকে বলুন, রোজাদার কখন ইফতার করবে?' তিনি উত্তর দিলেন, 'যখন সূর্য অস্ত যাবে।' সে পুনরায় প্রশ্ন করল, 'যদি কোনো দিন অর্ধরাত্রি পর্যন্ত সূর্য না ডোবে? এহেন আশ্চর্য প্রশ্ন শুনে তিনি মুচকি হেসে আবৃত্তি করলেন :

---

৪৯. কিতাবুস সামত : ৩০৩

৫০. আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ দ্বীন : ২৬৫

عَجِبْتُ لِإِزْرَاءِ الْعَيِيِّ بِنَفْسِهِ * وَصَمْتِ الَّذِيْ قَدْ كَانَ بِالْقَوْلِ أَعْلَمَا
وَفِيْ الصَّمْتِ سَتْرٌ لِلْعَيِيِّ وَإِنَّمَا * صَحِيْفَةُ لُبِّ الْمَرْءِ أَنْ يَتَكَلَّمَا

'মূর্খ লোকের আত্মলাঞ্ছনা ও জ্ঞানী লোকের নীরবতা দেখে আমি আশ্চর্য হই। মৌনতাই মূর্খের ঢাল, যা তাকে রক্ষা করে অপমান থেকে। পক্ষান্তরে কল্যাণকর আলোচনা জ্ঞানীর নিদর্শন, যা তার প্রজ্ঞার প্রকাশ ঘটায়।'[৫১]

মানসুর বিন মুতাজ ﵀ টানা চল্লিশ বছর ইশারের পর কোনো কথা বলেননি। রাবি বিন খুসাইম ﵀ এর ব্যাপারে প্রসিদ্ধি আছে, তিনি লাগাতার বিশ বছর কোনো দুনিয়াবি কথা বলেননি। সকাল থেকেই তিনি কালির দোয়াত, খাতা ও কলম প্রস্তুত করে রাখতেন। সারা দিন যা-ই বলতেন, লিখে ফেলতেন। তারপর সন্ধ্যার সময় নিজের কথাগুলোর হিসেব নিতেন।[৫২]

প্রিয় ভাই, সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা!

একবার লুকমান হাকিম ﵀ কে জিজ্ঞেস করা হলো, 'আপনার হিকমত ও প্রজ্ঞার রহস্য কী?' তিনি উত্তর দিলেন, 'প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো কিছু আমি চাই না আর বেহুদা কথা ও অর্থহীন কাজ থেকে আমি দূরে থাকি।'[৫৩]

এক লোককে বেশি কথা বলতে দেখে জনৈক জ্ঞানী বলেন, 'আল্লাহ তাআলা তোমাকে কান দিয়েছেন দুটি আর মুখ দিয়েছেন একটি, যাতে তুমি যা বলো তার দ্বিগুণ শোনো।'[৫৪]

অধিকাংশ মানুষ যা শোনে, তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি বলে। যা জানে তা তো বলেই, যা জানা নেই তাও বলে। যে বিষয়েই আপনি কথা পাড়ুন না কেন, সেখানেও তার কিছু না কিছু বলার থাকে। তার সামনে যার নামই উচ্চারিত হোক, সে তার নিন্দা না করে, তাকে কটাক্ষ করে কথা না বলে ক্ষান্ত হয় না।

---

৫১. আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ দ্বীন : ২৬৬
৫২. আল-ইহইয়া : ১২১/৩
৫৩. আল-ইহইয়া : ১২১/৩
৫৪. আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ দ্বীন : ২৬৮

জুনাইদ ﷺ সতর্ক করে বলেন :

'অতিরিক্ত কথা বলার সর্বনিম্ন ক্ষতি হলো, এতে অন্তর থেকে আল্লাহ তাআলার ভয় চলে যায়। আর যে অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকে না, সেখানে ইমানও থাকে না।'[৫৫]

কেউ যদি চায় তার কথায় ভুল-ভ্রান্তি না হোক, তার বক্তব্যে অসংলগ্ন কিছু না থাকুক; তবে সে যেন নিচের চারটি শর্ত পূর্ণ করার চেষ্টা করে :

১. কথা কোনো কল্যাণ অর্জন বা কোনো অনিষ্ট দূরীকরণের জন্য হতে হবে।

২. স্থান-কাল-পাত্রভেদে কথা বলতে হবে এবং শ্রোতার সুবিধা-অসুবিধার দিকে নজর রাখতে হবে।

৩. কথা প্রয়োজনমাফিক হতে হবে। অতিরিক্ত কথা বলা যাবে না।

৪. শ্রোতার মানসিকতার উপযোগী শব্দ নির্বাচন করতে হবে।[৫৬]

যদি এই শর্তগুলো তুমি পূরণ করতে পারো, তবে কথা বলো। অন্যথায় চুপ থাকাই তোমার জন্য কল্যাণকর। নীরব থাকলে দুটি উপকার পাওয়া যায় : ক. দ্বীনের ব্যাপারে নিরাপদ থাকা যায়। ও খ. দ্বীনদার থেকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করা যায়।[৫৭]

আজকাল চুপ থাকতে পারে, এমন মানুষ দেখাই যায় না। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, কারও শোনার কান নেই—কেবল বলার মুখই আছে। মজলিসে বসেই সবাই উঁচু আওয়াজে চেঁচাতে থাকে, আজগুবি সব কথাবার্তা বলে। কেউ জানে না—কে কার সঙ্গে কথা বলছে আর কার কথা কে শুনছে।

তুমি দেখবে, দুজন লোক উচ্চস্বরে কথা বলছে। অথচ তাদের মধ্যে কেউ একে অপরের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছে না। দুজনেই কথা বলছে, কিন্তু শ্রোতা কই?

---

৫৫. আস-সিয়ার : ৬৮/১৪

৫৬. আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ দ্বীন : ২৬৬

৫৭. কিতাবুস সামত : ৬৯

আব্দুল্লাহ বিন আবু জাকারিয়া ﵀ বলেন, 'আমি দীর্ঘ বাইশ বছর নিশ্চুপ থাকার অনুশীলন করেছি। কিন্তু সন্তোষজনক কোনো অবস্থানে আমি পৌঁছুতে পারিনি।'[৫৮]

মুআররিক আল-ইজলি ﵀ বলেন, 'একটি বস্তু আমি দশ বছর ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছি। আজও তা খুঁজে পাইনি। তবে আমি হাল ছেড়ে দিইনি—অনুসন্ধান অব্যাহত রেখেছি।' লোকেরা বলল, 'বস্তুটি কী, হে আবুল মুতামির?' তিনি বললেন, 'মৌনতা—অনর্থক কথা পরিহার করার অভ্যাস।'[৫৯]

ভাই আমার, সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা?

আমাদের মহান পূর্বসূরিগণ কত সাধনা করেছেন, বছরের পর বছর অনুশীলন করেছেন! আমরা কি একটুও ভাবব না? একটু চেষ্টাও কি করব না?—তা কয়েকটি দিন হোক বা কয়েকটি ঘণ্টা!

আসলে বিষয়টি খুব একটা সহজ নয়। মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি ﵀ মালিক বিন দিনার ﵀ কে বলেন, 'হে আবু ইয়াহইয়া! ধন-দৌলত সংরক্ষণের চেয়ে জবানের হিফাজত অনেক কঠিন।'[৬০]

আমরা যদি একটু গভীরভাবে আমাদের চারপাশের লোকজনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করি, তবে দেখতে পাব, যাদের জবানের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা যত ভালো, তাদের সার্বিক আচরণ তত ভালো।[৬১]

ইমাম আওজায়ি ﵀ এর কথাটি একটু খেয়াল করুন :

'যে ব্যক্তি অধিক হারে মৃত্যুকে স্মরণ করে, অল্প সম্পদই তার জীবনধারণের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায় আর যে লোক কথাবার্তাকে আমলের অন্তর্ভুক্ত মনে করে, সে অনেক কম কথা বলে।'[৬২]

---

৫৮. কিতাবুস সামত : ৩০৩
৫৯. জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম : ১৩৮
৬০. আল-ইহইয়া : ১২০/৩
৬১. আল-ইহইয়া : ১২০/৩
৬২. আস-সিয়ার : ১১৭/৭

যার কথায় কল্যাণের ভাগ কম থাকে, তার কথায় অনিষ্টের অংশ বেশি হয়। মুহাম্মাদ বিন আজলান ﷺ কল্যাণকর কথাকে চারটি প্রকারে সীমাবদ্ধ করেন : ১. আল্লাহ তাআলার জিকির। ২. কুরআন তিলাওয়াত। ৩. কোনো ইলমি প্রশ্নের উত্তর। ৪. দুনিয়াবি কোনো প্রয়োজনীয় বিষয়ে আলাপ।[৬৩]

বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত সময়ের মূল্যায়ন করা, জবানের হিফাজত করা এবং নিজের ব্যক্তিত্বের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা।[৬৪]

হাসান ﷺ বলেন, 'যে জবানের হিফাজত করে না, তার দ্বীনবোধ অপরিপূর্ণ।'[৬৫]

কেননা, জবানের হিফাজত মানুষের দ্বীন হিফাজত প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এক ব্যক্তি হামিদ আল-লাফ্‌ফাফ ﷺ কে বলে, 'আমাকে নসিহত করুন।' তিনি বলেন, 'তোমার দ্বীনকে একটি গিলাফে আবৃত করে রাখো, যাতে ধুলোবালি থেকে সংরক্ষিত থাকে—যেমনিভাবে তুমি কুরআনকে গিলাফে জড়িয়ে রাখো।' সে জানতে চায়, 'দ্বীনের গিলাফ কী?' তিনি উত্তর দেন, 'দুনিয়া তালাশ না করা—হ্যাঁ, প্রয়োজন পরিমাণ হলে দোষ নেই; অতিরিক্ত কথাবার্তা পরিহার করা, তবে প্রয়োজনীয় কথা বলতে পারবে; মানুষের সংসর্গ পরিত্যাগ করা, তবে প্রয়োজনমাফিক সম্পর্ক রাখা দোষণীয় নয়।'[৬৬]

উমর বিন আব্দুল আজিজ ﷺ তাঁর এক পত্রে বলেন :

'যে ব্যক্তি অধিক হারে মৃত্যুকে স্মরণ করে, সে দুনিয়াতে অল্প সম্পদেই সন্তুষ্ট থাকে আর যে লোক কথাবার্তাকে আমলের অন্তর্ভুক্ত মনে করে, সে অনেক কম কথা বলে।'[৬৭]

---

৬৩. জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম : ১৬২
৬৪. আল-ইহইয়া : ১২০/৩
৬৫. আল-ইহইয়া : ১২০/৩
৬৬. আল-ইহইয়া : ৫৮/৪
৬৭. আল-ইহইয়া : ১২০/৩

প্রিয় ভাই!

চলো, আমাদের কথাগুলোকে সুন্দর করে তুলি এবং ভ্রান্তিগুলোকে চিরদিনের জন্য বিদায় করে দিই। চলো, আমরা আমাদের মহান সালাফের দরসে বসি, তাদের অমূল্য বাণীগুলো শুনি এবং তাদের অনুসৃত পথে চলার অঙ্গীকার করি।

ফুজাইল ﵀ বলেন, 'আমি এমন এক ব্যক্তিকে চিনি, যে এক জুমা থেকে অপর জুমা পর্যন্ত যেসব কথা সে বলেছে তার হিসেব নেয়।'[৬৮]

অনেক সময় আমরা এক মজলিসে বলা কথাগুলোর হিসেব নেওয়ার চেষ্টা করেও পারি না। এখন কয়েক মাস বা কয়েক বছরের কথার হিসেব কীভাবে আমরা নেব!

জনৈক সালাফ বলেন, 'আমি রাবি বিন খুসাইম ﵀ এর সাহচর্যে বিশ বছর কাটাই। এই দীর্ঘ সময়ে তাঁর মুখ দিয়ে দোষণীয় কোনো কথা উচ্চারিত হয়নি।'[৬৯]

> أُسْتُرِ الْعِيَّ مَا اسْتَطَعْتَ بِصَمْتٍ * إِنَّ فِيْ الصَّمْتِ رَاحَةً لِلصَّمُوْتِ
>
> وَاجْعَلِ الصَّمْتَ إِنْ عَيِيْتَ جَوَابًا * رُبَّ قَوْلٍ جَوَابُهُ فِيْ السُّكُوْتِ
>
> 'ত্রুটিগুলো ঢেকে দাও মৌনতার চাদরে। নীরবতার মাঝেই তুমি খুঁজে পাবে অযুত স্বস্তি। কখনো উত্তর দিতে যদি অপারগ হয়ে যাও, তবে অবলম্বন করো মৌনতা। কেননা, নীরবতাই অনেক কথার যথার্থ জবাব।'[৭০]

কখনো নীরব থাকার কারণে তুমি নিন্দিত হবে, কখনো ভর্ৎসনার শিকার হবে। তাই তোমাকে শুনিয়ে দিচ্ছি আবু দারদা ﵁ এর মূল্যবান বাণীটি : 'প্রথমে আমি মানুষকে পেয়েছি কাঁটাহীন ফুলরূপে। তারপর তারা কেবল কাঁটাই হয়ে গেল—ফুলের কোনো চিহ্নও আর রইল না। যদি তুমি তাদের

---

৬৮. সাইদুল খাতির : ৬১৯

৬৯. আস-সিয়ার : ২৫৯/৪

৭০. কিতাবুস সামত : ৩০০

সমালোচনা করো, তারাও তোমাকে ছেড়ে কথা বলবে না। আর যদি তুমি তাদের এড়িয়ে চলো, তবুও তারা তোমার পিছু ছাড়বে না।' তাঁর এ কথা শুনে উপস্থিত শ্রোতারা বলল, 'তাহলে আমরা কী করব, হে আবু দারদা?' তিনি বললেন, 'তোমার অভাবের দিনগুলোর জন্য কিছু সম্মান কাউকে ধার দিয়ে রাখো।'[৭১]

হে আমার ভাই!

তোমার কিছু সম্মান কর্জ হিসেবে দিয়ে দাও। চুপ থাকার কারণে তোমার ইজ্জতের যে ক্ষতি হবে, তা তুমি সাওয়াবরূপে দেখতে পাবে হাশরের ময়দানে। প্রতিদান দিবসের কঠিন মুহূর্তগুলোতে চোখের সামনে নেকির সুউচ্চ পাহাড় দেখে সেদিন তোমার আনন্দের কোনো সীমা থাকবে না।

রাবাহুল কাইস ﷺ বলেন, 'একবার উতবাহ (গোলাম) আমাকে বলে, 'হে রাবাহ, প্রবৃত্তি যখনই আমাকে কথা বলতে প্ররোচিত করে, তখনই যদি আমি কথা বলতাম, তবে আমি প্রবৃত্তির নিকৃষ্ট তত্ত্বাবধায়ক হতাম। আমার কথা বলার একটি নীতি আছে, যা আপনাকে সন্তুষ্ট করবে—আমি দীর্ঘ সময় মৌনতা অবলম্বন করি এবং বেহুদা কথাবার্তা থেকে বেঁচে থাকি।'[৭২]

হাশরের ময়দানের কঠিন মুহূর্তগুলোতে আমার এই নীতিটি অনেক কাজে আসবে। সেদিন সবকিছুর হিসেব নেওয়া হবে। মানুষ বিভক্ত হয়ে যাবে দুটি ভাগে : কেউ যাবে জান্নাতে, আর কেউ জাহান্নামে।

এই নীতি সম্পর্কে আবু হাজিম ﷺ বলেন :

'আখিরাতে যেসব বস্তু পাশে পেলে তুমি খুশি হবে, সেগুলো আজই পাঠিয়ে দাও। আর যেসব বস্তু তোমার সাথে থাকাকে তুমি ঘৃণা করো, তা আজই পরিত্যাগ করো।'[৭৩]

---

৭১. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৬৩৮/১

৭২. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩৭২/৩

৭৩. শারহুস সুদুর : ২১

ভাই!

মজলিসকে বেশি দীর্ঘায়িত না করলে তো কোনো সমস্যা হয় না। সুতরাং অনর্থক সময় নষ্ট করো না। প্রয়োজন শেষ হলেই মজলিস ভেঙে দাও। বৈঠক দীর্ঘ হলে কল্যাণকর কথাবার্তার পর্ব দ্রুত ফুরিয়ে আসে। মনের অজান্তেই শুরু হয়ে যায় অহেতুক আড্ডা। অতএব, জবানকে নিয়ন্ত্রণ করো, নিজের আমলের হিসেব নাও।

لِقَاءُ النَّاسِ لَيْسَ يُفِيْدُ شَيْئًا •• سِوَى الْهَذَيَانِ مِنْ قِيْلٍ وَقَالٍ
فَأَقْلِلْ مِنْ لِقَاءِ النَّاسِ إِلَّا •• لِأَخْذِ الْعِلْمِ أَوْ إِصْلَاحِ حَالٍ

'মানুষের সংসর্গে কোনো উপকার নেই—কিছু বাজে বাক্যালাপ ছাড়া কী আছে এতে? মানুষের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ কমিয়ে আনো। হ্যাঁ, ইলম অর্জন কিংবা আত্মশুদ্ধির জন্য কারও সাহচর্যে থাকতে পারো।'[৭৪]

ইবনুল হাসান বিন বাশশার বলেন, 'বিগত ত্রিশ বছরে আমি এমন কোনো কথা উচ্চারণ করিনি, যার কারণে আমাকে কৈফিয়ত দিতে হয়।'

তাঁরা বাকনৈপুণ্যের অধিকারী ছিলেন, মজলিস জমাতেও ছিলেন বেশ পারঙ্গম। তবুও তারা অহেতুক কথাবার্তা থেকে বিরত থাকতেন। আল্লাহ তাআলার সামনে জবাবদিহিতার ভয়ে জবানের হিফাজত করতেন।

উমর বিন আব্দুল আজিজ ﷀ বলেন, 'অহংকার প্রকাশ পাওয়ার ভয় আমাকে বেশি কথা বলা থেকে বিরত রাখে।'[৭৫]

জ্ঞান ও মেধা এবং স্বভাব ও চরিত্রের বিচারে প্রতিটি মানুষই ভিন্ন ভিন্ন। এই বিষয়টির দিকে লক্ষ করে ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ ﷀ বলেন, 'মানুষের সঙ্গে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হোয়ো না। কেননা, তর্কে লিপ্ত হওয়ার কোনো যুক্তি নেই। তুমি যার সঙ্গে বিতর্ক করবে, সে যদি তোমার চেয়ে জ্ঞানী হয়, তবে তার সঙ্গে তর্কে জড়ানোর কোনো অর্থই হয় না। আর যদি তুমি তার চেয়ে

---

৭৪. ওয়াফিয়াতুল আইয়ান : ২৮৩/৪
৭৫. কিতাবুস সামত : ৮৮

জ্ঞানী হও, তবে তুমি কেমন জ্ঞানী হলে, তোমার চেয়ে কম জানা লোকেরা তোমার কথা শুনে না!?'[৭৬]

মানুষ যদি নিজের দ্বীনকে হিফাজত করতে চায় এবং নিজের মর্যাদা রক্ষা করতে চায়, তার উচিত মৌনতা অবলম্বন করা কিংবা উত্তম কথা বলা।

সাইদ বিন আব্দুল আজিজ ﷺ বলেন, 'দুই ব্যক্তি ছাড়া কারও জীবনে কল্যাণ নেই : ক. নীরবে জ্ঞান অর্জনকারী। ও খ. জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান আলোচক।'[৭৭]

الصَّمْتُ أَزْيَنُ بِالْفَتَى ** مِنْ مَنْطِقٍ فِيْ غَيْرِ حِيْنِهِ

وَالصِّدْقُ أَجْمَلُ بِالْفَتَى ** فِيْ الْقَوْلِ عِنْدِيْ مِنْ يَمِيْنِهِ

وَعَلَى الْفَتَى بِوَقَارِهِ ** سِمَةٌ تَلُوْحُ عَلَى جَبِيْنِهِ

'অসময়ে কথা না বলে মৌনতা অবলম্বন করা যুবকের ভূষণ। আর কথায় সত্য বলা আমার কাছে তার শপথের চেয়েও অধিক সুন্দর। তরুণের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়, তার কপোলের উজ্জ্বলতায়।'

আল্লাহ তাআলা আমাদের কল্যাণকর কথা বলার তাওফিক দিন, যা আমাদের আমলনামায় সাওয়াব বৃদ্ধির কারণ হবে। আর যেখানে মৌনতা অবলম্বন করা উচিত, সেখানে নীরব থাকার শক্তি দিন।

বিশর বিন মানসুর ﷺ বলেন, 'একবার আমরা আইয়ুব সাখতিয়ানি ﷺ এর দরবারে যাই। সেখানে আমরা অহেতুক কথাবার্তা বলতে শুরু করি। তিনি বলে ওঠেন, থামো, থামো। আমি চাইলে তোমরা এ পর্যন্ত যা বলেছ, সব বলতে পারতাম—সব আমার জানা ছিল।'[৭৮]

---

৭৬. আস-সিয়ার : ৫৪৯/৪
৭৭. আস-সিয়ার : ৩৬/৮
৭৮. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৮/৩

সালাফের মুখনিঃসৃত প্রতিটি বাণী ছিল কল্যাণে ভরপুর। তারা হিসেব করে মেপে মেপে কথা বলতেন। অর্থহীন কোনো বাক্য তাদের মুখ দিয়ে বের হতো না।

আবু হাইয়ান আত-তাইমি ﷺ তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'রাবি বিন খুসাইম ﷺ এর ছোট মেয়ে তাঁর কাছে এসে বলল, "আব্বু, আমি খেলতে যাব।" তিনি বললেন, "যাও আম্মু। শুধু ভালো ভালো কথা বলবে।"'[৭৯]

তিনি আদরের ছোট্ট মেয়েটিকেও সতর্ক করলেন, যাতে খারাপ কোনো কথা তার মুখ দিয়ে বের না হয়। অথচ মেয়েটি এখনো খেলার বয়সটাও পার করেনি। কেননা তিনি জানেন, মেয়েটিকে খেলাধুলার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি।

আল্লাহর কসম, জবানের হিফাজত অনেক কঠিন ব্যাপার। সাধনা ও অনুশীলন ছাড়া জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে আনা অসম্ভব। মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি ﷺ মালিক বিন দিনার ﷺ কে বলেন, 'হে আবু ইয়াহইয়া, ধন-দৌলত সংরক্ষণের চেয়ে জবানের হিফাজত অনেক কঠিন।'[৮০]

প্রিয় ভাই!

চারপাশের লোকগুলোর দিকে একটু তাকাও। তাদের বেচাকেনা, লেনদেন ও আচার-ব্যবহারগুলো পর্যবেক্ষণ করো। তুমি দেখবে, সামান্য একটি পয়সার জন্য তারা কতক্ষণ ধরে ঝগড়া করছে—চেঁচামেচি করছে গলা ছেড়ে। এতে সময় নষ্ট আর চিল্লাচিল্লি ছাড়া কোন মহান কাজটি হচ্ছে, বলো তো! কথাবার্তা শুনেই আন্দাজ করা যায় মানুষের স্বভাব, চরিত্র, উদারতা আর শিষ্টাচার।

এক সফরে শাদ্দাদ বিন আওস ﷺ ভ্রাতুষ্পুত্রকে বললেন, 'দস্তরখান বিছাও (খেতে খেতে) কিছুক্ষণ ক্রীড়া-কৌতুক করা যাক। (সাথে সাথে যেন তাঁর হুঁশ ফিরল) তিনি বললেন, 'হে আমার ভাইপো, রাসুলুল্লাহ ﷺ এর

---

৭৯. কিতাবুস সামত : ২১৮
৮০. আল-ইহইয়া : ১২০/৩

হাতে বাইআত হওয়ার পর থেকে আমি কোনোদিন লাগামহীন উড়ো কথা বলিনি। আজ হঠাৎ অসতর্কতায় মুখ থেকে এই বাক্যটি বেরিয়ে গেল।'[৮১]

আজকাল অধিকাংশ মানুষের কথা শুনলে মনে হয়, তাদের মুখে লাগাম নেই। এই লোকগুলোর সংখ্যা যদি আরও বেড়ে যায়, তাহলে রাস্তাঘাটে চলা, গাড়ি-ঘোড়ায় চড়া কিংবা কোথাও একটু স্বস্তিতে আরাম করাও কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

ইবরাহিম বিন আদহাম ﷺ এক ব্যক্তিকে দুনিয়াবি কথাবার্তায় নিমগ্ন অবস্থায় দেখলেন। তিনি তার কাছে গিয়ে বললেন, 'এই কথাগুলো থেকে কি তুমি কোনো কল্যাণের আশা করো?' সে বলল, 'না।' তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'এই কথাগুলোর অনিষ্ট থেকে কি তুমি নিজেকে নিরাপদ মনে করো?' সে উত্তর দিল, 'না।' তিনি বললেন, 'তুমি এমন কথা কেন বলছ, যাতে কোনো কল্যাণ নেই এবং যার অনিষ্ট থেকে তুমি নিরাপদ নও!'[৮২]

تَعَاهَدْ لِسَانَكَ إِنَّ اللِّسَانَ * سَرِيْعٌ إِلَى الْمَرْءِ فِيْ قَتْلِهِ

وَهَذَا اللِّسَانُ بَرِيْدُ الْفُؤَادِ * يَدُلُّ الرِّجَالَ عَلَى عَقْلِهِ

'নিয়ন্ত্রণে রাখো তোমার জবানকে। কেননা, জবান মানুষকে খুব দ্রুতই ধ্বংস করে দেয়। জিহ্বা হলো অন্তরের দূত। কথা শুনেই মানুষ বুঝে নেয় কার জ্ঞানের দৌড় কতদূর।'

আবু দারদা ﷺ বলেন, 'যে পরিমাণ কথা তুমি বলো, তার দ্বিগুণ শোনো। কেননা, মানুষকে কান দেওয়া হয়েছে দুটি আর মুখ দেওয়া হয়েছে একটি—যাতে বলার চেয়ে শোনা বেশি হয়।'

মৌনতাকে আপন করে নাও—হাজারো মানুষের ভালোবাসা তুমি পাবে আর নিরাপদ থাকবে পরনিন্দা থেকে। নীরবতা তোমাকে এনে দেবে অনুপম ব্যক্তিত্ব আর সুদৃঢ় গাম্ভীর্য। কোথাও কাউকে কৈফিয়ত দেওয়ার প্রয়োজন কোনো কালেই তোমার হবে না।[৮৩]

---

৮১. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৩৬৫/১
৮২. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ১৬/৮
৮৩. আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ দ্বীন : ২৬৫

বনি তাইম গোত্রের জনৈক লোক বলেন, 'আমি রাবি বিন খুসাইম ﷺ এর সান্নিধ্যে দশ বছর কাটাই। এই দীর্ঘ সময়ে মাত্র দুবার ছাড়া তাকে দুনিয়াবি কোনো প্রশ্ন করতে শুনিনি। একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তোমার মা জীবিত আছেন?" আরেকবার বলেছিলেন, "তোমাদের (গ্রামে) কয়টি মসজিদ আছে?"'[৮৪]

এক ব্যক্তি সালমান ফারসি ﷺ কে বলে, 'আমাকে নসিহত করুন।' তিনি বলেন, 'তুমি কথা বোলো না।' লোকটি আশ্চর্য হয়ে জানতে চায়, 'মানুষের সমাজে কথা না বলে থাকা কীভাবে সম্ভব?' তিনি উত্তর দেন, 'যদি বলো তো হক কথা বোলো, অন্যথায় চুপ থেকো।' [৮৫]

কালজয়ী এই নসিহত সব সময়ের সব মানুষের জন্য প্রযোজ্য—বিশেষত আমাদের এই যুগের জন্য। এই অমূল্য নসিহতটি বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে হবে। আমাদের মজলিস যেন এই নসিহতের আলোকে উদ্ভাসিত হয়। বিশেষ করে আমাদের ফোনালাপে এর যথার্থ প্রয়োগ খুব জরুরি।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ বলেন, 'সে সত্তার কসম, যিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, পৃথিবীর বুকে জবানের চেয়ে বন্দী থাকার অধিক উপযোগী বস্তু আর নেই।'[৮৬]

জবানকে যদি নিয়ন্ত্রণ করা না হয় আর তার লাগাম যদি খুলে দেওয়া হয়, তবে তা-ই ঘটবে যেমনটি তাওস ﷺ বলেছেন, 'আমার জবান হিংস্র প্রাণীর মতো—খাঁচা থেকে ছেড়ে দিলে আমাকেই খেয়ে ফেলবে।'[৮৭]

জবান বিনষ্ট করে মানুষের নেক আমল, খুলে দেয় গুনাহের হাজারো দরোজা। জিহ্বার দ্বারা অর্জিত পাপের পাহাড় দেখে হাশরের ময়দানে মানুষ স্তম্ভিত হবে। তুমি যার বদনাম করেছ, সে তোমার পথ রোধ করে দাঁড়াবে; যার গিবত করেছ, সে তোমাকে জাপটে ধরবে আর যাকে নিয়ে

---

৮৪. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ১২০/২
৮৫. জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম : ১৬২
৮৬. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৪৫০/১
৮৭. আল-ইহইয়া : ১২০/৩

ঠাট্টা করেছ, সে তোমার ঘাড় ধরে আল্লাহর সামনে নিয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ ﴾

'তারা যা করত, আল্লাহ তাআলা তার হিসাব রেখেছেন; যদিও তারা তা ভুলে গেছে।'[৮৮]

কথা বলেই তো তুমি ভুলে গেছ, বৈঠক শেষ হতেই তোমার মন থেকে নিঃশেষে মুছে গেছে যা বলেছিলে তার রেশটুকুও। কিন্তু আল্লাহ তাআলা সবকিছু সংরক্ষণ করে রেখেছেন। হাশরের ময়দানে সবকিছু তোমার সামনে পেশ করা হবে। যাদের গিবত করেছ, নিন্দা করে বেড়িয়েছ, যাদের নামে অপবাদ রটিয়েছ, তারা তোমার নেকিগুলো নিয়ে যাবে। তোমার আমলনামায় নেকি না থাকলে, তাদের গুনাহগুলো চাপানো হবে তোমার ঘাড়ে। অথচ সেই দিনটি এমন ভয়াবহ হবে যে, একটি মাত্র নেকির জন্য মানুষ হাহাকার করবে ময়দানজুড়ে।

সালাফের কর্মপদ্ধতির প্রতি আমাদের গভীরভাবে মনোনিবেশ করা উচিত—তারা কীভাবে জবানের হিফাজত করতেন, কীভাবে নিজেদের আমলনামাকে সাওয়াবে ভরে তুলতেন।

একবার মুআফা বিন ইমরান ﷺ কে বলা হলো, 'যে ব্যক্তি কবিতা লেখে এবং আবৃত্তি করে তার ব্যাপারে আপনার মতামত কী?' তিনি বললেন, 'জীবন তো তোমার—যেখানে ইচ্ছা তুমি বরবাদ করো।'

মাসরুক ﷺ কে কবিতার একটি পঙ্‌ক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি তা অপছন্দ করেন। সাথিরা প্রশ্ন করে, 'কবিতা সম্পর্কে আপনি কী বলেন?' তিনি উত্তর দেন, 'আমার আমলনামায় কবিতা থাকুক তা আমি চাই না।'[৮৯]

কবিতা বিশেষ ধরনের কথা। এর বিষয়বস্তু কল্যাণকর হলে এটি উত্তম আর অনিষ্টকর হলে এটি খারাপ। জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান লোকেরা কেবল আল্লাহর

---

৮৮. সুরা আল-মুজাদালাহ : ৬
৮৯. কিতাবুস সামত : ২৮২

জিকিরকেই কল্যাণকর মনে করেন। তাই তারা আমলনামায় কেবল তা-ই অন্তর্ভুক্ত হওয়া পছন্দ করেন, যা তার মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হবে কিংবা পাপরাশি মোচন করবে।

এক ব্যক্তি রাবি বিন খুসাইম ﷺ কে প্রশ্ন করে, 'আপনি কবিতা দিয়ে কোনো বিষয়ে উপমা দেন না কেন—আপনার সঙ্গীরা তো এমনটি করত? তিনি উত্তর দেন, 'মানুষ যা-ই বলে, ফেরেশতারা সব লিখে ফেলে। তারপর কিয়ামতের দিন তা পেশ করা হবে। আমার আমলনামায় কোনো কবিতা থাকুক, তা আমি চাই না।'[৯০]

হে আমার ভাই!

জবান তোমার আর আমলনামাও তোমার। তুমি যা ইচ্ছা লেখো, যা মন চায় বলো।

একবার কাস বিন সাইদা ﷺ এর সঙ্গে আকসাম বিন সাইফি ﷺ এর সাক্ষাৎ হয়। তাদের একজন অপরজনকে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি মানুষের মধ্যে কত দোষ দেখেন?' অপরজন উত্তর দেন, 'তা তো গুনে শেষ করা যাবে না। তবে আমি আট হাজার পর্যন্ত হিসেব করেছি। আর আমি এমন একটি আমল পেয়েছি, যা আদায় করলে সব দোষ ঢাকা পড়ে যাবে।' প্রথমজন জানতে চান, 'আমলটি কী?' দ্বিতীয়জন বলেন, 'জবানের হিফাজত।'[৯১]

প্রিয় ভাই!

জবানের গুনাহ অনেক রয়েছে। আমি এখানে মাত্র চারটি গুনাহ নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব :

১. গিবত।

২. চুগলখোরি।

৩. মিথ্যা।

৪. ঠাট্টা-বিদ্রুপ।

---

৯০. কিতাবুস সামত : ৩০৮

৯১. আল-আজকারুন নাবাবিয়াহ : ২৮৭

প্রথম গুনাহ : গিবত

গিবত হলো কোনো ভাইয়ের অবর্তমানে তার সম্বন্ধে এমন কিছু বলা, যা শুনলে সে অপছন্দ করবে। সেটা হতে পারে শারীরিক কোনো ত্রুটি বা বংশগত কোনো হীনতা কিংবা চারিত্রিক কোনো সমস্যা। এ ছাড়াও তার কথায়, কাজে ও দ্বীনে এমনকি তার পোশাক, বাড়ি ও গাড়ি সম্পর্কেও যদি তার অপছন্দনীয় কিছু বলা হয়, তা গিবতের অন্তর্ভুক্ত হবে।

উদাহরণস্বরূপ তুমি কারও শরীর সম্পর্কে মন্তব্য করলে, সে কানা, ক্ষীণদৃষ্টি, চোখটেরা, টাকমাথা, খাটো, লম্বা, কালো, হলদেটে ইত্যাদি। এককথায়, তার দেহ নিয়ে এমন কোনো মন্তব্য, যা সে অপছন্দ করে।

কারও বংশ সম্বন্ধে তুমি বললে, তার পূর্বপুরুষ কিবতি বা হিন্দুস্তানি অথবা মন্তব্য করলে তার বাপদাদারা পাপাচারি, ইতর, মুচি, মেথর ইত্যাদি।

কারও চরিত্র সম্পর্কে তুমি বললে, সে লম্পট, কৃপণ, অহংকারী, ঝগড়াটে, বদমেজাজি, ভীরু, কাপুরুষ, দুর্বল, বোকা ইত্যাদি।

কারও দ্বীনি কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তুমি বললে, সে চোর, মিথ্যুক, মদ্যপ, খিয়ানতকারী, জালিম, সালাত ও জাকাতে অলসতাকারী; কিংবা বললে, সে ভালোভাবে রুকু-সিজদা আদায় করে না, নাপাকি থেকে পবিত্র হয় না, মা-বাবার অবাধ্যতা করে, মানুষের সম্মানহানি করে, ভালোভাবে সাওম আদায় করে না ইত্যাদি।

কারও দুনিয়াবি কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে তুমি বললে, সে বাচাল, বেয়াদব, ঘুমকাতুরে, আড্ডাবাজ, মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, কারও হক আদায় করে না ইত্যাদি।

কারও পোশাকের ব্যাপারে তুমি মন্তব্য করলে, তার পোশাক ময়লা, সস্তা, বেশি আঁটসাঁট, অতিরিক্ত ঢিলেঢালা, হাতা বেশি লম্বা ইত্যাদি।[৯২]

---

৯২. আল-ইহইয়া : ১৫২/৩

এখানে নমুনাস্বরূপ গিবতের কতিপয় উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। আমাদের দৈনন্দিন কথাবার্তা ও আড্ডার মজলিসে অসংখ্য গিবত করা হয়ে থাকে।

গিবতের হুকুম

উলামায়ে কিরামের ঐকমত্যে গিবত হারাম। অবশ্য কতিপয় ক্ষেত্রে স্বল্প পরিসরে গিবত করার অবকাশ রয়েছে। যেমন : জারহ ও তাদিল এবং নসিহত ইত্যাদি ক্ষেত্রে।[৯৩]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾

'তোমরা একে অপরের গিবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? বস্তুত তোমরা তো এটাকে ঘৃণ্যই মনে করো।'[৯৪]

সালাব ﵀ এই আয়াতের তাফসিরে বলেন, 'তোমরা কারও অবর্তমানে তার দোষ বর্ণনা করবে না।'

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, মানুষের সম্মান তার গোশতের মতো। কারও গোশত খাওয়া যেমন হারাম, তেমনই তার ইজ্জতে হস্তক্ষেপ করাও হালাল নয়। এই উপমা পেশ করে মানুষের মনে গিবতের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করা হয়েছে এবং এই অপকর্মে লিপ্ত লোকদের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। শরয়ি দৃষ্টিকোণ ছাড়া মনুষ্য স্বভাব ও প্রকৃতিও মানুষের গোশত খাওয়াকে ঘৃণা করে।[৯৫]

হাদিসে গিবতের বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে। আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'তোমরা জানো গিবত কী?' সাহাবিগণ

---

৯৩. ইবনু কাসির : ২২২/৪
৯৪. সুরা আল-হুজুরাত : ১২
৯৫. ফাতহুল কাদির : ৬৫/৫

উত্তর দেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো জানেন।' তিনি বলেন, 'তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে এমন কথা বলা, যা সে অপছন্দ করে।' জনৈক সাহাবি জিজ্ঞেস করেন, 'আমি যা বলেছি, তা যদি তার মধ্যে থাকে, তবুও কি গিবত হবে? তিনি উত্তর দেন, 'তুমি যা বলেছ, তা যদি তার মধ্যে থাকে, তবে তুমি গিবত করেছ আর যদি না থাকে, তুমি তার নামে 'বুহতান' বা মিথ্যে অপবাদ দিয়েছ।'[৯৬]

এই হাদিস থেকে 'বুহতান' ও গিবতের মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়। যদি কারও সম্পর্কে মিথ্যা দোষ বর্ণনা করা হয়, তা বুহতান। আর সত্য দোষ বর্ণনা করা হলে গিবত। কারও ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া সম্পূর্ণরূপে হারাম—সে মুসলমান হোক বা কাফির, নেককার হোক বা বদকার। তবে কোনো মুমিনের নামে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া জঘন্যতম অপরাধ। সব ধরনের মিথ্যা হারাম।[৯৭]

গিবত মুসলিম ভাইয়ের ইজ্জতের জন্য বড় হুমকি। বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، وَأَبْشَارَكُمْ، عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ

'নিশ্চয় তোমাদের রক্ত, সম্পদ, সম্মান ও চামড়া তোমাদের জন্য পবিত্র, যেমনটি পবিত্র তোমাদের এই শহরের এই মাসের আজকের এই দিন। আমি কি তোমাদের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি?....'[৯৮]

অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ

---

৯৬. সহিহ মুসলিম : ২৫৮৯
৯৭. আল-ফাতাওয়া : ২২৩/২৮
৯৮. সহিহ বুখারি : ৭০৭৮

> ‘এক মুসলমানের জান, মাল ও ইজ্জতে হস্তক্ষেপ করা অপর মুসলমানের ওপর হারাম।’[৯৯]

গিবত মানুষের ইজ্জত বিনষ্ট করে। আল্লাহ তাআলা ইজ্জতকে জান ও মালের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন।[১০০]

আনাস ﵁ বর্ণনা করেছেন, একবার রাসুলুল্লাহ ﷺ খুতবায় সুদের ভয়াবহতা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন :

> إِنَّ الرَّجُلَ يُصِيبُ مِنَ الرِّبَا أَعْظَمَ عِنْدَ اللهِ فِي الْخَطِيئَةِ مِنْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً يَزْنِيهَا الرَّجُلُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ

> ‘নিশ্চয় আল্লাহর নিকট কোনো ব্যক্তির সুদের গুনাহ ছত্রিশ জন বেশ্যা মহিলার সাথে তার ব্যভিচারের গুনাহর চেয়েও মারাত্মক। আর সবেচেয়ে বড় সুদ হলো কোনো মুসলিমের মর্যাদা হানি করা।[১০১]’

আবু হুরাইরা ﵁ বর্ণনা করেন, একবার আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ এর দরবারে বসা ছিলাম। এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ ﷺ কে বলল, ‘হে আল্লাহর রাসুল, অমুক ব্যক্তি কতই না দুর্বল!’ রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন :

> أَكَلْتُمْ لَحْمَ أَخِيكُمْ، وَاغْتَبْتُمُوهُ

> ‘তোমরা তোমাদের ভাইয়ের গোশত খেয়েছ—তোমরা তার গিবত করেছ।’[১০২]

ইমাম কুরতুবি ﵀ বলেন, ‘ফকিহগণের ঐকমত্যে গিবত কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। তাওবা ব্যতীত এর গুনাহ মাফ হবে না।’

---

৯৯. সহিহ মুসলিম : ২৫৬৪
১০০. আল-ইহইয়া : ১৫২/৩
১০১. শুআবুল ইমান : ৫১৩৫
১০২. কিতাবুস সামত : ১৩৬

গিবতের প্রকৃতি ও নেপথ্য কারণ

মানুষ গিবতে লিপ্ত হওয়ার অনেক কারণ আছে। নিম্নে কতিপয় কারণ নিয়ে আলোচনা করা হলো :

১. কিছু লোক মজলিসের অন্যান্য সহচরের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে গিবতের গুনাহে জড়িয়ে পড়ে। তার কোনো সাথি বা আত্মীয় যখন কারও ব্যাপারে গল্প শুরু করে, তখন সেও অনিচ্ছায় তাতে যোগ দিয়ে দেয়; যদিও সে জানে, কথাগুলো মিথ্যে অথবা আংশিক সত্যি। এখন সে যদি তাদের মন্তব্যগুলো প্রত্যাখ্যান করে, তবে মজলিস ভেঙে যাবে, সাথিরা ব্যাপারটা বেশ বাজেভাবে নেবে কিংবা তাকে ঘৃণা করতে শুরু করবে।

২. অনেকে গিবতের শুরুটা করে বেশ বৈচিত্র্যময় ভঙ্গিতে—কখনো সাধু মানুষ সেজে বলে, আসলে কারও বদনাম করার অভ্যাস আমার একেবারে নেই। মিথ্যা আর গিবত আমার দুচোখের বিষ। আমি শুধু তার প্রকৃত অবস্থাটা তুলে ধরছি। কখনো বলে, অমুকের আর্থিক অবস্থা দুর্বল হলেও, মানুষ হিসেবে খুব একটা খারাপ না। তবে তার মধ্যে এই এই দোষ আছে। কখনো বলে, আল্লাহ তাআলা তার অমুক অপরাধ ক্ষমা করুন। আহা, কত বড় গুনাহ করে ফেলল সে! এভাবে তারা বিভিন্ন আঙ্গিকে মানুষের দোষ প্রচার করে বেড়ায়।

৩. কখনো মানুষ হিংসার বশবর্তী হয়ে অন্যের গিবত করে বেড়ায়। তখন সে একই সঙ্গে দুটি মারাত্মক অপরাধ করে বসে—গিবত ও হিংসা।

৪. কিছু লোক গিবত করে হাসি-ঠাট্টার ছলে। অন্যের দোষক্রুটি রসিয়ে রসিয়ে বর্ণনা করে মানুষকে হাসায়। এভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সম্মানহানি করে।

৫. অনেকে গিবত করে বিস্ময় প্রকাশ করার আদলে। চোখে-মুখে বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়ে বলে, কী আশ্চর্য! এই জঘন্য কাজ সে কেমনে করতে পারল? কিংবা বলে, এটি কীভাবে সম্ভব! এই কাজটি না করে সে বেঁচে আছে কীভাবে!

৬. কিছু লোক গিবত করে সমবেদনা জানানোর ভঙ্গিতে। চেহারায় দুঃখের ভাব ফুটিয়ে বলে, আহারে বেচারা! তার বিষয়টি আমাকে খুব ব্যথিত করেছে। এই পাপকর্মের কারণে তাকে কী কষ্টই না ভোগ করতে হচ্ছে! শ্রোতারা ধারণা করে, সে মনে বেশ চোট পেয়েছে। অথচ অন্তরে সে বেশ স্বাদ অনুভব করছে। পারলে দুঃখী লোকটির কষ্ট সে আরও বাড়িয়ে তুলত। এই ধরনের গিবত সাধারণত সংশ্লিষ্ট লোকটির দুশমনদের সামনে করা হয়ে থাকে, যাতে তারা খুশি হয়।

৭. অনেকে গিবত করে ক্ষোভ প্রকাশ করার ছলে। অথচ তার মনোবাঞ্ছা হলো লোকটির দোষ বর্ণনা করা।[১০৩]

হে আমার ভাই!

এভাবে নানান ছলে প্রবৃত্তির খায়েশ মেটানো দুর্বল ইমান ও অসুস্থ অন্তরের নিদর্শন। কেননা, প্রকৃত মুমিন প্রবৃত্তির লাগাম টেনে ধরে। আল্লাহ তাআলার বেঁধে দেওয়া সীমা সে কখনো লঙ্ঘন করে না।

ইবরাহিম বিন আদহাম ﵀ একবার কিছু লোকের মেজবান হন। খেতে বসে খাবার সামনে নিয়ে তারা অনুপস্থিত এক লোকের গিবত শুরু করে। এই অবস্থা দেখে তিনি বলেন, 'আমাদের পূর্বের লোকেরা আগে রুটি খেতেন, পরে গোশত। তোমরা দেখছি, রুটি মুখে না দিয়েই গোশত খেতে শুরু করেছ!'[১০৪]

গিবতকে তিনি মুসলমান ভাইয়ের গোশত খাওয়া বলে আখ্যায়িত করেছেন। মানুষের দ্বীনি জীবনে গিবতের কুপ্রভাব লক্ষণীয়।

হাসান ﵀ বলেন, 'ত্বকের দুষ্টক্ষত মানুষের শরীরের জন্য যতটা না ক্ষতিকর, গিবত দ্বীনের জন্য তার চেয়েও অধিক ক্ষতিকর।'[১০৫]

---

১০৩. আল-ফাতাওয়া : ২৩৭/২৮
১০৪. তামবিহুল গাফিলিন : ১৭৭
১০৫. কিতাবুস সামত : ১২৯

সুফইয়ান বিন উয়াইনা ﵀ বলেন, 'গিবত ঋণের চেয়েও মারাত্মক। কেননা, কর্জ আদায় করা যায়, কিন্তু গিবতের ক্ষতিপূরণ দুঃসাধ্য ব্যাপার।'[১০৬]

এমন কোনো ঋণের জালে আবদ্ধ হোয়ো না, যা থেকে তুমি বেরোতে পারবে না। তোমার ঘাড়ে যেন এমন কর্জের বোঝা না থাকে, যা কিয়ামতের দিন তোমাকে শোধ করতে হবে। মুমিনরা তোমার কাছ থেকে যেন এই তিনটি আচরণ অবশ্যই পায় :

১. কারও কল্যাণ সাধন করতে না পারলে, অন্তত তার অনিষ্টের কারণ হোয়ো না।

২. খুশি করতে যদি না-ই পারো, দুঃখ দিয়ো না।

৩. প্রশংসা করতে না পারলে, অন্তত নিন্দা কোরো না।[১০৭]

সুফইয়ান বিন হুসাইন ﵀ বলেন, 'একবার আমি ইয়াস বিন মুআবিয়া ﵀ এর সামনে বসা ছিলাম। এমন সময় আমাদের পাশ দিয়ে এক লোক হেঁটে গেল। আমি তার ব্যাপারে একটি নেতিবাচক মন্তব্য করে বসলাম। তিনি বললেন, "চুপ করো। তুমি কি রোমের খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে লড়েছিলে?" আমি বললাম, "না।" তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, "তুর্কিদের বিরুদ্ধে?" আমি বললাম, "না।" এবার তিনি বললেন, "তোমার অনিষ্টের হাত থেকে রোমের খ্রিষ্টানরা বেঁচে গেল, তুর্কিরাও নিরাপদ রইল; অথচ তোমার মুসলিম ভাই বাঁচতে পারল না!" এর পর থেকে আমি আর কোনো দিন গিবতের পথ মাড়াইনি।'[১০৮]

আমাদের অনিষ্ট থেকে মুসলমানরা যেন নিরাপদ থাকে, আমরাও যেন তাদের অকল্যাণ থেকে দূরে থাকি। কেবল আপন দোষগুলোর দিকে তাকালেই তো হয়ে যায়—অন্যের দোষ দেখার সময় আমাদের কোথায়?! জ্ঞানীরা নিজের দোষ ঢাকতে এতটা ব্যস্ত থাকেন যে, অপরের দোষ তাদের চোখে পড়ে না।

---

১০৬. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ২৭৫/৭

১০৭. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৯১/৪

১০৮. তামবিহুল গাফিলিন : ১৭৮/১

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন, 'আপনি কিছু লোক এমনও দেখবেন, যারা কেবল মানুষের দোষ খুঁজে বেড়ায়, কোনো গুণ এদের নজরে আসে না। তাদের স্বভাব অনেকটা মাছির মতো। মাছি যেমন বসার জন্য সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন স্থান ছেড়ে পচা ও ক্ষতস্থান খুঁজে নেয়, তারাও তেমনই মানুষের দোষত্রুটির খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায়। এটা মূলত নীচু স্বভাব ও বিকৃত রুচির পরিচায়ক।

প্রিয় ভাই!

তুমি কি মাছির মতো অমন হীন স্বভাবের হতে চাও? তুমি কি এমন কথা শুনতে চাও, যা আল্লাহ হারাম ঘোষণা করেছেন? তুমি তো জানোই, একজন মনোযোগী শ্রোতা না পেলে কেউ গিবত করতে পারে না। তুমি গিবত শুনে মূলত তাকে পরনিন্দায় উৎসাহিত করছ, পাপকর্মে সাহায্য করছ। সুতরাং গুনাহ থেকে বাঁচতে চাইলে গিবত শোনাও পরিত্যাগ করতে হবে।

ইমাম শাফিয়ি ﷺ বলেন, 'গিবত শোনা গিবত করার চেয়েও মারাত্মক। কেননা, গিবত করা মানে অপরের দোষ বর্ণনা করা আর তা শোনার অর্থ হলো গিবত অনুমোদন করা। শ্রবণকারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া গিবত করা সম্ভবই নয়।'[১০৯]

ভাই আমার, মুসলমান ভাইয়ের গোশত খাওয়ার মজলিসে তুমি কখনো বসবে না। এতে অকল্যাণ বৈ কিছু নেই।

হাতিম জাহিদ ﷺ বলেন, 'তিনটি বস্তুর উপস্থিতির কারণে কোনো মজলিস আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয় :

১. অহেতুক দুনিয়াবি আলোচনা।

২. হাসি-ঠাট্টা।

৩. গিবত-শিকায়ত।[১১০]

---

১০৯. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ১২৩/৯
১১০. তামবিহুল গাফিলিন : ১৭৮/১

বকর বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, 'কিছু লোক আছে, যারা অপরের ছিদ্রান্বেষণের কাজে এতটা ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে, নিজের দোষের দিকে তাকানোর ফুরসতই পায় না। এরূপ লোকগুলোকে আত্মপ্রবঞ্চিত মনে করো।'[১১১]

হে ভাই!

তুমি জবানের গুনাহ থেকে দূরে থাকো। অনিষ্টকর কথাবার্তা বলার অভ্যাস ত্যাগ করো। মুসলমান ভাইয়েরা যেন তোমার আচরণে কষ্ট না পায়। এমন কথাও উচ্চারণ করো না, যা না বললেও তোমার দিব্যি চলে যায়। কেননা, এতে তোমার মূল্যবান সময় নষ্ট হবে। মনে রেখো, তোমার মুখে উচ্চারিত প্রতিটি শব্দের হিসেব তোমাকে দিতে হবে। বাজে গল্প-গুজব ছেড়ে কল্যাণকর কথাবার্তায় অভ্যস্ত হও। সুযোগ পেলেই 'লা ইলাহা ইল্লাহ', 'সুবহানাল্লাহ', 'আলহামদুলিল্লাহ' ইত্যাদির মতো পুণ্যময় জিকিরে মশগুল হয়ে যাও। অনেক তাসবিহ আছে, যেগুলো পড়লে জান্নাতে প্রাসাদ নির্মিত হয়। হাত বাড়ালেই যে ব্যক্তি ধনভাণ্ডারের নাগাল পায়, সে যদি মাটির ঢেলা সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়ে—এর চেয়ে নিকৃষ্ট ক্ষতি আর কি হতে পারে! এটা সেই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত, যে আল্লাহর জিকির ছেড়ে বৈধ কথাবার্তায় সময় ব্যয় করে। যদিও এতে তার গুনাহ হয় না, কিন্তু বিশাল কল্যাণ থেকে সে চিরতরে বঞ্চিত হয়ে যায়। কেননা, মুমিনের মৌনতা হলো কল্যাণ-ভাবনার অবসর, তার দৃষ্টিপাত শিক্ষাগ্রহণের অন্যতম উপায় আর উচ্চারণ আল্লাহর জিকির। মানবজীবনের পুঁজি হলো তার সময়। যে ব্যক্তি সময় থেকে উপকৃত হয় না, সংগ্রহ করে না আখিরাতের পাথেয়, সে জীবনের পুঁজিকেই বিনষ্ট করে।[১১২]

আওন বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আমি মনে করি, যে ব্যক্তি নিজের দোষত্রুটির ব্যাপারে গাফিল হয়, সে-ই কেবল অপরের ছিদ্রান্বেষণের অবসর পেতে পারে।'[১১৩]

---

১১১. সিফাতুস সাফওয়াহ : ২৪৯/৩
১১২. আল-ইহইয়া : ১২১/৩
১১৩. সিফাতুস সাফওয়াহ : ১০১/৩

তার চেয়ে বড় আহাম্মক আর কে হতে পারে, যে নেকির বদলে গুনাহ সংগ্রহ করে! গিবতে অভ্যস্ত লোক যখন মুখ খোলে, তার হামলা থেকে কি জীবিত কি মৃত কেউ রেহাই পায় না।

ইয়াহইয়া বিন মাইন ﵀ বলেন, 'আমরা এমন অনেক জাতিরও গিবত করি, যারা দুই শতাব্দী পূর্বে জান্নাতে পাড়ি জমিয়েছেন।'[১১৪]

دَعْ عَنْكَ ذِكْرَ فُلَانَةٍ وَفُلَانٍ * وَاجْنُبْ لِمَا يُلْهِيْ عَنِ الرَّحْمٰنِ
وَاعْلَمْ بِأَنَّ الْمَوْتَ يَأْتِيْ بَغْتَةً * وَجَمِيْعُ مَا فَوْقَ الْبَسِيْطَةِ فَانٍ
فَإِلَى مَتَى تَلْهُوْ وَقَلْبُكَ غَافِلٌ * عَنْ ذِكْرِ يَوْمِ الْحَشْرِ وَالْمِيْزَانِ

'পরনিন্দার বদ-অভ্যাস ছেড়ে দাও। পরম করুণাময় প্রভুকে ভুলিয়ে দেয় যেসব বস্তু—ছুঁড়ে ফেলো সব। মনে রেখো, সহসা মৃত্যু এসে পাকড়াও করবে একদিন। ভূপৃষ্ঠের সবকিছু ধ্বংস হবে চিরতরে। আর কতকাল মত্ত রবে খেল-তামাশায়—হাশর আর মিজানের কথা কি পড়ে না মনে?'[১১৫]

ইবরাহিম বিন আদহাম ﵀ কে একবার ভোজের নিমন্ত্রণ করা হলো। যথাসময়ে সবাই খেতে বসল। খানা হাজির হতেই একজন বলল, 'অমুক তো আসেনি।' আরেকজন বলল, 'তার যে বিশাল ভুঁড়ি!' (এত তাড়াতাড়ি আসবে কেমনে?) ইবরাহিম বিন আদহাম বললেন, 'খাবার খেতে এসে আমার এই পেটের কারণেই এটা ঘটল—আমাকে এক মুসলমান ভাইয়ের গিবত শুনতে হলো।' এই বলে তিনি উঠে গেলেন। এরপর টানা তিনদিন তিনি খাবার মুখে দেননি।[১১৬]

প্রিয় ভাই, সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা?

মালিক বিন দিনার ﵀ বলেন, 'মানুষকে যদি তার আমলনামার বোঝা বহন করার দায়িত্ব দেওয়া হতো, তারা কথা অনেক কমিয়ে ফেলত।'[১১৭]

---

১১৪. আস-সিয়ার : ৯৪/১১
১১৫. শাজারাতুজ জাহাব : ২৮১/৫
১১৬. তামবিহুল গাফিলিন : ১৭৯/১
১১৭. কিতাবুস সামত : ৪৮৪

নিশ্চয় তাদের আমলনামার বোঝা বহন করার জন্য অনেক কুলির দরকার পড়ত। আমার এখনো মনে আছে, আমার এক নিকটাত্মীয়া জনৈক বধির মহিলার সঙ্গে দেখা করতে যায়—যে কানে কিছুই শোনে না। লিখে লিখেই সে অন্যদের সঙ্গে কথা বলে, ভাববিনিময় করে। কারণ ইশারায় কথা বলতে সে অতটা পটু নয়। আমার আত্মীয়া যাওয়ার সময় সাথে একটি কলম ও কিছু কাগজ নিয়ে যায়। সাক্ষাৎ শেষে ফিরে এসে মহিলাটির লেখা কাগজগুলো নিয়ে বসে সে। ইয়া আল্লাহ! এ এক আশ্চর্য কারবার! এই লেখাগুলো থেকে যদি শুধু গিবতগুলো আলাদা করা হয়, তাও বিশাল এক সংকলন হবে। অথচ এটি অল্প সময়ের স্বল্পদৈর্ঘ্য একটি সাক্ষাৎ। কথা যা হয়েছে বেশির ভাগই অপ্রয়োজনীয়।

একটু ভেবে দেখো, কলমের লেখা যদি এত বেশি হয়, মুখের কথার কী অবস্থা হবে? কলমের চেয়ে জিহ্বা অনেক দ্রুত গতির। তা ছাড়া লিখে কথা বললে উত্তরের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়।

এখন ব্যাপারটি যদি এমন হয়—একজন শুধু বলেই যাচ্ছে, আরেকজন কেবল শুনছে। তখন কত বেশি কথা হবে চিন্তা করো। মানুষ নিজের বলা কয়টি কথা পরে যাচাই করে দেখে? তার তো কোনো খবরই থাকে না—কত কথাই যে মুহূর্তে সে বলে ফেলে।

আবু বকর বিন আব্দুর রহমান ﷺ বলেন, 'আশেপাশের লোকগুলোর পাল্লায় পড়ে নিজের ব্যাপারে গাফিল হয়ে যেয়ো না—দিনশেষে দায়ভার কিন্তু তোমাকেই নিতে হবে। এর কথা ওর কথা বলে পুরো দিনটাকে বরবাদ করো না। তুমি কি বলছ, সব কিন্তু লেখা হয়ে যাচ্ছে।'[১১৮]

একদিন তোমাকে সব কথার হিসেব দিতে হবে। সেদিন তুমি একটি নেকির জন্য ছটছট করবে—কেঁদে মরবে একেকটি গুনাহ মুছে ফেলার জন্য।

একবার হাসান ﷺ জনৈক যুবকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে গোল করে বসে সে হাসি-ঠাট্টায় আসর বসিয়েছিল। হাসান ﷺ তাকে বললেন, 'হে যুবক, তুমি কি পুলসিরাত পার হয়ে গেছ?' সে বলল,

---

১১৮. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ : ১৩০/৯

'না।' 'তুমি জান্নাতে যাবে না জাহান্নামে যাবে, তা কি তুমি জানো?' সে বলল, 'না।' 'তো এভাবে হাসছ কেন?' এরপর থেকে যুবকটিকে কোনো দিন কেউ আর হাসতে দেখেনি।[১১৯]

রাবি বিন খুসাইমকে কেউ যদি প্রশ্ন করত, 'কেমন আছেন?' তিনি বলতেন, 'দুর্বল গুনাহগার বান্দা আমি—আল্লাহর দেওয়া রিজিক খেয়ে প্রাণ ধারণ করি আর নীরবে মৃত্যুর প্রহর গুনি।'[১২০]

ভাই আমার!

এই হলো আমাদের অবস্থা! সময়ের চাকা ঘুরছে, ক্রমশ স্পষ্টতর হয়ে উঠছে গন্তব্য আর অনবরত কথা বলেই চলেছে আমাদের জবান—এদিকে ফেরেশতারা তা লিপিবদ্ধ করেই যাচ্ছেন। জিহ্বার পাপরাশি আমাদের নেকিগুলোকে নীরবে সাবাড় করে দিচ্ছে। ওপারের আসমানে ঘনীভূত হচ্ছে অনুতাপ ও আফসোসের ঘন কালো মেঘ।

ইবনে ওয়াহাব ﷺ বলেন, 'একবার আমি মান্নত করলাম, যখনই আমি কারও গিবত করব, একটি সাওম পালন করব। দেখা গেল, আমি গিবতও করছি, একের পর এক সাওমও পালন করে যাচ্ছি। তারপর পুনরায় মান্নত করলাম, এখন থেকে যদি আমি কারও গিবত করি, এক দিরহাম করে সাদাকা করব। এটি বেশ কার্যকর প্রমাণিত হলো—দিরহাম হারানোর ভয়ে গিবতের বদ-অভ্যাস আমার ছুটে গেল।'[১২১]

প্রিয় ভাই!

তুমি যদি জবানকে আল্লাহ তাআলার জিকিরে মশগুল রাখতে পারো, তবে এটি তোমার জন্য সমূহ কল্যাণ বয়ে আনবে। যখনই অবসর পাও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', 'সুবহানাল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার'—ইত্যাদির মতো পুণ্যভরা শব্দগুলো পড়তে থাকো। এমন অনেক পবিত্র বাক্য আছে, যেগুলো পড়লে জান্নাতে সুদৃশ্য মহল নির্মিত হয়। হাত বাড়ালেই যে

---

১১৯. আল-ইহইয়া : ১৯৪/৪
১২০. আস-সিয়ার : ২৫৯/৪
১২১. আস-সিয়ার : ২৮/৯

ব্যক্তি ধনভান্ডারের নাগাল পায়, সে যদি মাটির ঢেলা সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়ে—এর চেয়ে নিকৃষ্টতর ক্ষতি আর কি হতে পারে! এটি সেই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত, যে আল্লাহর জিকির ছেড়ে বৈধ কথাবার্তায় সময় ব্যয় করে। যদিও এতে তার গুনাহ হয় না, কিন্তু বিশাল কল্যাণ থেকে সে চিরতরে বঞ্চিত হয়ে যায়। কেননা, মুমিনের মৌনতা হলো, কল্যাণ-ভাবনার অবসর, তার দৃষ্টিপাত শিক্ষাগ্রহণের অন্যতম মাধ্যম আর উচ্চারণ আল্লাহর জিকির। মানবজীবনের পুঁজি হলো তার সময়। যে ব্যক্তি সময় থেকে উপকৃত হয় না, সংগ্রহ করে না আখিরাতের পাথেয়, সে জীবনের পুঁজিকেই বিনষ্ট করে।[১২২]

আহনাফ ﵁ বলেন, 'একবার উমর ﵁ আমাকে নসিহত করেন, 'হে আহনাফ, যার কথা বেশি হয়, তার ভুল বেশি হয়। যার ভুল বেশি হয়, তার লজ্জা কমে যায়। যার লজ্জা কমে যায়, তার অন্তরে আল্লাহর ভয়ও হ্রাস পায়। আর যার অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকে না, তার অন্তর মরে যায়।'[১২৩]

পাঠক!

একটু ভেবে দেখো, কীভাবে ধাপে ধাপে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায় আমাদের অন্তর। মানুষের মানসিক মৃত্যুর নেপথ্যে জবানের ভূমিকা অন্য যেকোনো অঙ্গের চেয়ে বেশি।

এক ব্যক্তি মারুফ কারখি ﵀ এর সামনে গিবত করে। তিনি নসিহত করে বলেন, 'সেই দিনটির কথা স্মরণ করো, যখন তোমার চোখে তুলা দেওয়া হবে।'[১২৪]

যে ব্যক্তি মৃত্যুর সেই হিমশীতল ব্যথাতুর মুহূর্তগুলোর কথা ভাবে, সংকীর্ণ কবরের অন্ধকার প্রহরগুলোর কথা স্মরণ করে, সে অবশ্যই গিবত থেকে ফিরে আসবে। মুখ খোলার আগেই সে টেনে ধরবে জবানের লাগাম।

---

১২২. আল-ইহইয়া : ১২১/৩
১২৩. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৮৭/১
১২৪. মানুষ মারা গেলে চোখে তুলা দেওয়া হয়। এ কথা বলে তিনি মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন।

আব্দুল্লাহ বিন আবু জাকারিয়া ﵀ বলেন, 'আমি বারো বছর গভীর মনোযোগে জবানের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করেছি।'[১২৫]

হে আত্মপ্রবঞ্চনাকারী, মনে রেখো, মৃত্যুর দূত একদিন কড়া নাড়বে তোমার দরোজায়। কঠিন যন্ত্রণায় অস্থির তুমি নিষ্ফল হাত-পা ছুঁড়বে শূন্যে। ক্রন্দনের রোল উঠবে তোমায় ঘিরে। আসন্ন বিরহের দুঃসহ বেদনায় ভারী হয়ে উঠবে পরিবেশ। কেউ বলবে, অমুক অসিয়ত করেছে, তার সম্পদগুলো হিসেব করা হচ্ছে। কেউ বলবে, অমুকের জবান বন্ধ হয়ে গেছে। কাউকেই চিনতে পারছে না—আপনজনদেরও না। তুমি হয়তো তখন সবাইকে দেখবে, কথাও শুনবে; কিন্তু ছোট্ট ঠোঁটদুটি নাড়িয়ে উত্তর দেওয়ার শক্তিও তোমার থাকবে না। তোমার আদুরে মেয়েটির কান্নার করুণ আওয়াজ সচকিত করে তুলবে তোমার অন্তরাত্মা। এক অনিরুদ্ধ আবেগে তিরতির কাঁপুনি ধরবে তোমার নিশ্চল ঠোঁটে। তোমার ছোট্ট ছেলেটি ছটফট করবে খাঁচাবন্দী পাখির মতো। ব্যথাতুর কণ্ঠে বলবে, আব্বু! তোমার অবর্তমানে এই এতিমের কী হবে? আমাকে কে দেখবে? আল্লাহর শপথ, সেদিন তুমি তাদের সব কথা শুনবে। কিন্তু উত্তর দেওয়ার কোনো সুযোগ পাবে না।

وَأَقْبَلَتِ الصُّغْرَى تَمْرَغُ خَدَّهَا * عَلَى وَجْنَتِيْ حِيْنًا وَحِيْنًا عَلَى صَدْرِيْ

وَتُمْسِكُ خَدَّيْهَا وَتَبْكِيْ بِحُرْقَةٍ * تُنَادِيْ: أَبِيْ إِنِّيْ غَلَبْتُ عَلَى الصَّبْرِ

حَبِيْبِيْ أَبِيْ مَنْ لِلْيَتَامَى تَرَكْتَهُمْ * كَأَفْرَاخِ زَغْبٍ فِيْ بَعِيْدٍ مِنَ الْوَكْرِ

'আদরের ছোট্ট মেয়েটি তার কচি বাহুতে জড়িয়ে ধরে আমায়। গভীর এক আবেগে তার গাল ঘষতে থাকে আমার গালে, কখনো বুকে মুখ লুকিয়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে। কান্নার গমকে গমকে যেন শোনা যায় তার করুণ আকুতি—আব্বু, ভেঙে যাচ্ছে আমার ধৈর্যের বাঁধ। আমার প্রাণের আব্বু, কোথায় যাও আমাদের একা করে? বাপহারা সন্তানদের কে দেখবে তোমার পরে? নীড়হারা কচি পক্ষী ছানার ন্যায় শিশুদের জন্য কি তোমার মায়া হয় না?'[১২৬]

---

১২৫. আজ-জুহদ, আবু আসিম : ৩৯
১২৬. আত-তাজকিরাহ : ২৪

প্রতিদিন কত মানুষ পৃথিবীকে চিরদিনের মতো বিদায় জানিয়ে পাড়ি জমায় না ফেরার দেশে। তার আমলগুলোই হয় তার একমাত্র সফর-সঙ্গী। যারা জবানের হিফাজত করে, অনিষ্টের বদলে কল্যাণকে আপন করে নেয়—আল্লাহ তাদের ওপর রহম করুন। হাশরের ময়দানে নিজের আমলনামা দেখে তাদের খুশির কোনো সীমা থাকবে না সেদিন।

সুফইয়ান সাওরি ﷺ বলেন, 'মানুষের সঙ্গে কম পরিচিত হও, তোমার গিবত কম হবে।'[১২৭]

لِقَاءُ النَّاسِ لَيْسَ يُفِيْدُ شَيْئًا * سِوَى الْهَذَيَانِ مِنْ قِيْلٍ وَقَالٍ

فَأَقْلِلْ مِنْ لِقَاءِ النَّاسِ إِلَّا * لِأَخْذِ الْعِلْمِ أَوْ إِصْلَاحِ حَالٍ

'মানুষের সংসর্গে কোনো উপকার নেই—কিছু বাজে বাক্যালাপ ছাড়া কী আছে এতে? মানুষের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ কমিয়ে আনো। হাঁ, ইলম অর্জন কিংবা আত্মশুদ্ধির জন্য কারও সাহচর্যে থাকতে পারো।'[১২৮]

এক ব্যক্তি ফুজাইল বিন ইয়াজ ﷺ কে বলল, 'অমুক ব্যক্তি আমার গিবত করে।' তিনি বললেন, 'সে তোমার জন্য প্রভূত কল্যাণের কারণ।'[১২৯]

এক ব্যক্তি আশহাব বিন আব্দুল আজিজ ﷺ এর গিবত করত। তিনি তাকে একটি চিঠি পাঠালেন। তাতে লিখলেন, 'হামদ ও সালাতের পর, তোমার পাপকর্মে সাহায্য করে গুনাহগার হওয়ার ভয় যদি আমার না থাকত, তবে যে কাজে তুমি লেগে আছ, তাতেই তোমাকে আমি ছেড়ে দিতাম। কেননা, আমি জানি, এই কাজের কারণে প্রতিনিয়ত তোমার সাওয়াবের একটি অংশ আমি পেয়ে যাচ্ছি—ছাগল যেমন সবুজ উপত্যকায় অনায়াসে প্রচুর ঘাস পেয়ে থাকে। ওয়াস-সালাম।'[১৩০]

---

১২৭. আস-সিয়ার : ২৭৬/৭
১২৮. ওয়াফিয়াতুল আইয়ান : ২৮৩/৪
১২৯. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ১০৮/৮
১৩০. তারতিবুল মাদারিক : ৪৫০/১

আব্দুর রহমান বিন মাহদি ﵀ বলেন, 'যদি গুনাহগার হওয়ার ভয় আমার না থাকত, তবে আমি এই তামান্না করতাম যে, পৃথিবীর সকল মানুষ যেন আমার গিবত করে। কিয়ামতের দিন মানুষ তার আমলনামায় এমন অনেক নেক আমল দেখে খুশি হবে, যা সে কখনো করেনি, এমনকি সে এ ব্যাপারে জানেও না।'[১৩১]

অনেকে মনে করে, গিবত কেবল সাধারণ লোকদের করা হয় কিংবা নির্দিষ্ট কোনো সমাজের মানুষের করা হয়। তাদের এই ধারণা ঠিক নয়, গিবত যে কারও ব্যাপারে হতে পারে। এমনকি উলামায়ে কিরামেরও গিবত করা হয়। ধনী-গরিব, রাজা-প্রজা সবার ক্ষেত্রেই গিবতের প্রকোপ দেখা যায়।

সুফইয়ান ﵀ বলেন, 'তোমাদের পাশে বাদশাহর দূত থাকা অবস্থায় কি তোমরা বাদশাহর গিবত করবে?' লোকেরা উত্তর দেয়, 'না।' তিনি বলেন, 'নিশ্চয় তোমাদের সঙ্গে এমন ফেরেশতা আছে, যারা তোমাদের কথাগুলো আল্লাহর কাছে পৌছে দেয়।'

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾

> 'মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে।'[১৩২]

প্রিয় ভাই!

তুমি যার গিবত করো, নিশ্চয় তাকে তুমি অপছন্দ করো—ঘৃণা বোধ করো তার প্রতি। কিন্তু খেয়াল করে দেখো, তোমার সঙ্গে তার লেনদেনটা কেমন হচ্ছে? তুমি তার কাছ থেকে যা নাও, সে তার চেয়ে অনেক বেশি কল্যাণ তোমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে। সেটা কোথায় জানো? হাশরের ময়দানে—এমন একটি সময় যখন একেকটি সাওয়াবের জন্য তুমি হাহাকার করবে।

---

১৩১. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৫/৪
১৩২. সুরা কাফ : ১৮

يُشَارِكُكَ الْمُغْتَابُ فِيْ حَسَنَاتِهِ * وَيُعْطِيْكَ أَجْرَي صَوْمِهِ وَصَلَاتِهِ
وَيَحْمِلُ وِزْرًا عَنْكَ ظَنَّ بِحَمْلِهِ * عَنِ النُّجْبِ مِنْ أَبْنَائِهِ وَبَنَاتِهِ
فَلَا تَعْجَبُوْا مِنْ جَاهِلٍ ضَرَّ نَفْسَهُ * بِإِمْعَانِهِ فَيَنْفَعُ بَعْضَ عُدَاتِهِ
وَيَحْمِلُ مِنْ أَوْزَارِهِ وَذُنُوْبِهِ * وَيَهْلِكُ فِيْ تَخْلِيْصِهِ وَنَجَاتِهِ

'গিবতকারী তোমাকে তার কষ্টার্জিত সাওয়াবে অংশীদার করে—উদার হস্তে দান করে দেয় সালাত ও সাওমের অমূল্য নেকি। আপন কাঁধে তুলে নেয় তোমার পাপরাশি—কে জানে? হয়তো সে মনে করে, অন্যের পাপ বহনে লুকিয়ে আছে তার বংশীয় গৌরব। অবাক হয়ো না সেই মূর্খের কাণ্ড দেখে, যে নিজের পায়ে কুড়োল চালায় গভীর অভিনিবেশে। শত্রুর কল্যাণে বিলিয়ে দেয় নিজের সকল স্বার্থ। দুশমনের যত পাপ, যত অপরাধ সন্তুষ্ট চিত্তে বহন করে আপন ঘাড়ে। তার নাজাত ও মুক্তির জন্য তিলে তিলে নিঃশেষ করে দেয় নিজেকে।'[১৩৩]

ভেবে দেখেছ? তুমি যে কুৎসা রটিয়ে শত্রুকে লাঞ্ছিত করতে চাচ্ছ, এতে যদি তুমি সফলও হও, তা হবে ক্ষণিকের জন্য। অথচ তোমাকে এর মাশুল গুনতে হবে অনন্তকাল ধরে। সুতরাং নিজের কল্যাণের প্রতি একটু নজর রেখো।

ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, 'বেহুদা কথাবার্তা থেকে আমি তোমাদের সতর্ক করছি। যতটুকু কথায় তোমাদের প্রয়োজন মিটে যায়, তার অতিরিক্ত বোলো না।'[১৩৪]

হাসান ﷺ বলেন, 'হে আদম-সন্তান, তোমার আমলের খাতা খুলে দেওয়া হয়েছে। দুজন সম্মানিত ফেরেশতা তোমার আমল লিপিবদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত আছেন। এখন তোমার ইচ্ছা—তুমি কী লেখাবে, কতটুকু লেখাবে।'[১৩৫]

---

১৩৩. ইরশাদুল ইবাদ : ২৬
১৩৪. আল-ইহইয়া : ১২৪/৩
১৩৫. আল-ইহইয়া : ১২৪/৩

আবু দুজানা ﷺ এর রোগশয্যায় একব্যক্তি তার সঙ্গে দেখা করতে এল। তিনি অনবরত 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' জিকির করে যাচ্ছিলেন। উপস্থিত এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কী হলো, এভাবে টানা জিকির করছেন কেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি কেবল দুটি আমলের ব্যাপারেই আশাবাদী :

১. অহেতুক কথাবার্তা পরিহার।

২. অন্তরে মুমিনদের ব্যাপারে সুধারণা পোষণ।'[১৩৬]

ইবরাহিম আত-তাইমি ﷺ বলেন, 'মুমিন কথা বলার আগে চিন্তা করে, এই কথাটি তার কোনো উপকার বয়ে আনবে কি না। অন্যথায় চুপ থাকে। আর বদকার ব্যক্তির জবানের কোনো লাগাম নেই।'[১৩৭]

বর্তমান জমানায়ও এমন অনেক লোক আছে, যারা মজলিসে অহেতুক কথাবার্তা বলার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করে। এখন প্রশ্ন হলো, এই সতর্কতার নিয়ামক কী?

'আল্লাহর ভয়ই কথাবার্তায় সাবধানতার একমাত্র নিয়ামক। প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কোনো লোক উপস্থিত থাকলে যেমন মজলিসে কেবল উত্তম আলোচনাই হয়—তেমনই যার অন্তরে আল্লাহর মহত্ত্বের কল্পনা জাগরূক থাকবে, সে মজলিসে কখনো বাজে কথা বলতে পারে না। কেননা, মানুষের ভয়ে যেখানে সতর্ক হয়ে কথা বলতে হয়, সেখানে সর্বশক্তিমান আল্লাহর ব্যাপারে তোমার কী ধারণা—যিনি অন্তরের গোপন রহস্যগুলো সম্পর্কেও সম্যক অবগত!

হাতিম আল-আসাম ﷺ বলেন, 'একজন মর্যাদাবান লোক মজলিসে বসলে তোমরা কথাবার্তায় সাবধান হও—তোমাদের কথাগুলো যে আল্লাহর সামনে পেশ করা হবে, এ ব্যাপারে তোমরা কি সতর্ক হবে না?'[১৩৮]

---

১৩৬. অন্তরে সুধারণা পোষণ করলে আর গিবত করার সুযোগ থাকে না।

১৩৭. আল-ইহইয়া : ১২৪/৩

১৩৮. আস-সিয়ার : ৪৮৭/১১

প্রিয় ভাই!

তুমি সর্বক্ষণ আল্লাহর পর্যবেক্ষণের আওতায় রয়েছ। গিবত থেকে দূরে থাকো। আলি বিন হুসাইন ﷺ বলেন, 'গিবত হলো মানুষরূপী কুকুরের খাদ্য।'[১৩৯]

وَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْجُوْ مِنَ النَّاسِ سَالِمًا * وَلِلنَّاسِ قَالٌ بِالظُّنُوْنِ وَقِيْلُ

'মানুষের হাত থেকে বেঁচে থাকে সাধ্য কার?—তার ধারণাপ্রসূত আজগুবি কথাবার্তার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার কোনো উপায় নেই।'[১৪০]

জুবাইর বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, 'একবার আমি ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ ﷺ এর দরবারে যাই। এক ব্যক্তি এসে তাকে বলে, "অমুক আপনার গিবত করে।" তিনি বলেন, "শয়তান কি লাঞ্ছিত করার জন্য তোমাকে ছাড়া আর কাউকে পায়নি?" তারপর তিনি দ্রুত গিবতকারী লোকটির নিকট গিয়ে তাকে সংবাদদাতার ব্যাপারটা অবহিত করেন এবং তাকে অনেক সম্মান করেন।'[১৪১]

এক ব্যক্তি ফুজাইল বিন বাজওয়ান ﷺ কে খবর দেয়, 'অমুক আপনার গিবত করে।' তিনি বলেন, 'তাকে যে ব্যক্তি গিবত করার আদেশ দিয়েছে, তার প্রতি আমি অতিশয় ক্রুদ্ধ। আল্লাহ আমাকেও ক্ষমা করুন, গিবতকারী ভাইটির অপরাধও মাফ করুন।' লোকেরা জিজ্ঞেস করে, 'তাকে আদেশ কে দিয়েছে?' তিনি উত্তর দেন, 'শয়তান।'[১৪২]

এক ব্যক্তি বকর বিন মুহাম্মাদ ﷺ কে বলে, 'শুনেছি আপনি নাকি আমার সমালোচনা করেন?' তিনি উত্তর দেন, 'এরূপ হলে তো তুমি আমার কাছে আপন সত্তার চেয়েও বেশি সম্মানিত।'

---

১৩৯. মিনহাজুল কাসিদিন : ১৮৫
১৪০. দিওয়ানু আবিল আতাহিয়াহ : ১২১
১৪১. আল-ওয়ার, আব্দুল্লাহ বিন হাম্বল : ১৮৬
১৪২. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৭৩/৩

এই কথা বলে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি যদি গিবত করতেন তাহলে তার নেকিগুলো ওই ব্যক্তির আমলনামায় যুক্ত হতো। যা কল্যাণ অর্জনের ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তিকে নিজের ওপর প্রাধান্য দেওয়া এবং তাকে নিজের চেয়ে অধিক সম্মান প্রদান করারই নামান্তর।

রাবি বিন সুবাইহ ﷺ বর্ণনা করেন, একদা জনৈক ব্যক্তি হাসান ﷺ কে বলে, 'হে আবু সাইদ, একটি বিষয় দেখে আমার খুবই খারাপ লাগে।' তিনি বলেন, 'বলো ভাইপো, বিষয়টা কী?' সে বলে, 'কিছু লোক আপনার মজলিসে বসে আপনার কথার দোষত্রুটি বের করে। পরে সেগুলো মানুষকে বলে বেড়ায় আপনার সমালোচনা করে। তিনি বলেন, 'ভাইপো, এটাকে তুমি বড় মনে করছ? আমি তোমাকে এর চেয়েও আশ্চর্য কিছু শোনাব।' সে বলে, 'সেটি কী আমাকে বলুন চাচা?' তিনি বলেন, 'আমি সারাক্ষণ পরম করুণাময়ের সান্নিধ্যে কাটাই, যিনি জান্নাত দান করেন, জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। নবি-রাসুলগণের আলোচনায় তৃপ্ত হয় আমার হৃদয়। তাই মানুষের বাজে কথা শোনার সুযোগ আমার নেই। মানুষের সমালোচনা থেকে যদি কেউ বাঁচতে পারত, তবে আল্লাহ তাআলা-ই তো এর সর্বাধিক উপযুক্ত ছিলেন। কিন্তু দেখো, মানুষ আপন স্রষ্টার সমালোচনা পর্যন্ত ছাড়ে না। সেখানে মাখলুক সমালোচিত না হয়ে কীভাবে থাকবে?'[১৪৩]

আমাদের সালাফ তাদের পুরো বছরের কথার হিসেব নিতেন—গ্রীষ্মকালে কী বলেছেন, শীতকালে কী বলেছেন। এক ব্যক্তি জনৈক সালাফকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করে, 'শাইখ, আপনার কী অবস্থা? তিনি উত্তর দেন, 'একটি মাত্র বাক্যের কারণে আমি আটকে আছি—দুনিয়ায় থাকতে আমি বলেছিলাম, ইস, এখন মানুষের বৃষ্টির কী যে দরকার! আমাকে বলা হলো, 'বৃষ্টির দরকার তা তুমি কী করে বুঝলে? বান্দার কীসে কল্যাণ তা আমার চেয়ে ভালো কে বোঝে?'[১৪৪]

---

১৪৩. আমরাজুন নুফুস : ৫৯
১৪৪. আল-জাওয়াবুল কাফি : ১৭৩

মুহাম্মাদ বিন সিরিন ﷺ এর সামনে এক ব্যক্তি বলল, 'আমি কালো লোকটিকে দেখিনি।' তিনি বলে উঠলেন, আসতাগফিরুল্লাহ! তুমি তো লোকটির গিবত করে ফেললে!'[১৪৫]

বিশ্ববিশ্রুত মুহাদ্দিস, সহিহুল বুখারির সংকলক ইমাম বুখারি ﷺ বলেন, 'আমি আশা করি যে, আল্লাহ তাআলার সঙ্গে যখন আমার দেখা হবে, কারও গিবত করার অপরাধে আমাকে অভিযুক্ত হতে হবে না।'[১৪৬]

আবু আব্দুল্লাহ আল-হাফিজ ﷺ বলেন, 'ইমাম বুখারি ﷺ এর এই কথার বাস্তবতা কিছুটা উপলব্ধি করা যায় রাবিদের 'জারহ ওয়া তা'দিল' এর ক্ষেত্রে তাঁর ব্যবহৃত শব্দ দেখে। 'মাতরুক' ও 'সাকিত' রাবিদের জারহ করতে গিয়ে তিনি সর্বোচ্চ যেসব শব্দবন্ধ প্রয়োগ করেছেন সেগুলো হলো : (فيه نظر) 'তার ব্যাপারে কথা আছে' এবং (سكتوا عنه) 'তার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ নীরব' ইত্যাদি। তিনি কখনো বলেননি, (فلان كذاب) 'অমুক মিথ্যাবাদী', (وفلان يضع الحديث) 'অমুক হাদিস জালকারী'।[১৪৭] বস্তুত এটি তাঁর উঁচু স্তরের তাকওয়ার পরিচয়।'[১৪৮]

প্রিয় ভাই, সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা?

উমর বিন উতবাহ ﷺ তার গোলামকে এক ব্যক্তির সঙ্গে গল্প করতে দেখলেন। তিনি শুনতে পেলেন, লোকটি অন্যের গিবত করছে আর গোলাম শুনছে। তিনি গোলামকে বললেন, 'সাবধান! তোমার কানকে বাজে কথা থেকে পবিত্র রাখো, যেমনিভাবে জবানকে পবিত্র রাখো অসংলগ্ন বাক্যালাপ থেকে। গিবতের শ্রোতা বক্তার পাপের অংশীদার। যে গিবত করে, সে যেন

---

১৪৫. সিফাতুস সাফওয়াহ : ২৪২/৩

১৪৬. তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ : ২২৩/২

১৪৭. তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ : ২২৪/২

১৪৮. এর মানে এই না যে, যারা এই কঠিন শব্দগুলো প্রয়োগ করেছেন, তাদের তাকওয়া কম ছিল। রাবিদের জারহ করতে গিয়ে যে গিবত করতে হয়, তা করা ওয়াজিব। জারহ করা না হলে হাদিসের বিশাল ভান্ডারের মধ্য থেকে সহিহ, জইফ, জাল ইত্যাদি শনাক্ত করতে সাধারণ মানুষ ব্যর্থ হতো। মুহাদ্দিসগণ এই ধরনের জারহ না করলে ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়ার অপরাধে গুনাহগার হতেন। তাই এই ধরনের গিবত করা ওয়াজিব। অনেক মুহাদ্দিস তো এই ওয়াজিব পালন করতে গিয়ে আপন ভাইয়ের ব্যাপারেও জারহ করে বলেছেন, 'অমুক মাতরুকুল হাদিস।' এখানে শুধু ইমাম বুখারি ﷺ-এর শব্দ প্রয়োগে সতর্কতার কথা বোঝানো হয়েছে। (অনুবাদক)

অন্যের দোষগুলো তোমার অন্তরে ঢেলে দেয়। গিবত শুনতে অস্বীকারকারী ভাগ্যবান, যেমনিভাবে গিবতকারী দুর্ভাগা।'[১৪৯]

দুনিয়া থেকে আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহ করে নাও। হাশরের ময়দানে তোমার উচ্চারিত প্রতিটি কথার হিসেব তোমাকে দিতে হবে।

মনে রেখো, আখিরাতের পাথেয়ই হলো প্রকৃত পাথেয়। আফসোস, আমরা দুনিয়াতে কীসের নেশায় ঘুরে মরছি—কী সংগ্রহে ব্যস্ত সময় পার করছি!

আবু জার ﷺ বলেন, 'আমার সঙ্গে মানুষের কী সম্পর্ক! তাদের ভালোমন্দ সবকিছু আমি তাদের ওপর ছেড়ে দিয়েছি।'[১৫০]

তিনি মানুষের কোনো ব্যাপারেই মাথা ঘামান না—সমালোচনা করে হস্তক্ষেপ করেন না তাদের মর্যাদায়, চোখ তুলে তাকান না তাদের অর্থসম্পদের দিকে। সুতরাং মানুষের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক? তিনি তো চির বিচ্ছেদের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছেন—এমন সুশীতল ছায়ার দিকে ছুটছেন, যা কোনো দিন বিলীন হবে না, এমন উদ্যানের দিকে রওনা হয়েছেন, যার ব্যাপ্তি আসমান ও জমিনের দূরত্বের সমান।

আবু আসিম আন-নাবিল ﷺ বলেন, 'যেদিন থেকে আমি জানলাম, আল্লাহ তাআলা গিবত হারাম করেছেন, আমি আর কোনো মুসলিমের গিবত করিনি।'[১৫১]

أَدَّبْتُ نَفْسِيْ فَمَا وَجَدْتُ لَهَا * مِنْ بَعْدِ تَقْوَى الْإِلَهِ مِنْ أَدَبِ

فِيْ كُلِّ حَالَاتِهَا وَإِنْ قَصُرَتْ * أَفْضَلَ مِنْ صَمْتِهَا عَنِ الْكَذِبِ

وَغِيْبَةِ النَّاسِ إِنَّ غِيْبَتَهُمْ * حَرَّمَهَا ذُوْ الْجَلَالِ فِيْ الْكُتُبِ

إِنْ كَانَ مِنْ فِضَّةٍ كَلَامُكِ يَا * نَفْسُ فَإِنَّ السُّكُوْتَ مِنْ ذَهَبِ

১৪৯. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ : ১৭৯/১০
১৫০. আজ-জুহদ, আবু আসিম : ৪২
১৫১. কিতাবুস সামত : ৩০০

‘আমি অন্তর পরিশুদ্ধ করার দিকে মনোযোগী হলাম। দেখলাম, তাকওয়ার পর যে বস্তুটি আত্মিক পরিশুদ্ধির জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী, তা হলো মৌনতা। মিথ্যা ও গিবতের কলুষতা থেকে অন্তরকে পবিত্র রাখতে এর বিকল্প নেই; যদিও কুপ্রবৃত্তি এটিকে ভীষণ অপছন্দ করে। আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র কিতাবে গিবতকে হারাম করেছেন। হে আমার অন্তর, তোমার কথা যদি রৌপ্যের মতো দামিও হয়, তবুও মনে রেখো—মৌনতা হলো স্বর্ণতুল্য।’[১৫২]

কিতাবুল্লাহ গিবতকে হারাম ঘোষণা করেছে। হাদিসে রাসুলের বক্তব্যও এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট। তোমার কী হয়ে গেল? এরপরও আল্লাহর বেঁধে দেওয়া সীমারেখা লঙ্ঘন করার দুঃসাহস দেখাচ্ছ কেন? তুমি কি হারামের সীমানায় গিয়ে থমকে দাঁড়াবে না? রবের হুকুম মাথা পেতে মেনে নেবে না?

আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন জিয়াদ ﵀ বলেন, ‘একবার আমি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ﵀ এর দরবারে ছিলাম। এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, “হে আবু আব্দুল্লাহ, আমি আপনার গিবত করেছি। আমাকে মাফ করে দিন।” “তোমাকে এই শর্তে ক্ষমা করলাম যে, তুমি পুনরায় গিবত করবে না।” আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, “আপনি তাকে মাফ করে দিলেন? সে তো আপনার গিবত করেছে!” তিনি উত্তর দিলেন, “দেখোনি, ক্ষমায় শর্ত জুড়ে দিয়েছি।”’[১৫৩]

ইবনে সিরিন ﵀ এর কাছে কিছু লোক এসে বলল, ‘আমরা আপনার গিবত করেছি, আপনি তা আমাদের জন্য হালাল করে দিন।’[১৫৪] তিনি বললেন, ‘যে জিনিস আল্লাহ হারাম করেছেন, তা আমি তোমাদের জন্য হালাল[১৫৫] করতে পারি না।’[১৫৬]

---

১৫২. কিতাবুস সামত : ৩১২

১৫৩. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ১৭৪/৯

১৫৪. হালাল করে দেওয়ার অর্থ হলো, তারা যা করে ফেলেছে, তা যেন তিনি মাফ করে দেন।

১৫৫. এই কথা বলে তিনি তাওবা করার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ আমার কাছে তো মাফ চেয়েছ, এবার আল্লাহর কাছ থেকেও ক্ষমা চেয়ে নাও। কেননা, এতে আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘিত হয়েছে।

১৫৬. আস-সিয়ার : ৬২০/৪

إِذَا شِئْتَ أَنْ تَحْيَا وَدِيْنُكَ سَالِمٌ * وَحَظُّكَ مَوْفُوْرٌ وَعِرْضُكَ صَيِّنٌ
لِسَانُكَ لَا تَذْكُرْ بِهِ عَوْرَةَ امْرِئٍ * فَكُلُّكَ عَوْرَاتٌ وَلِلنَّاسِ أَلْسُنٌ
وَعَيْنُكَ إِنْ أَبْدَتْ إِلَيْكَ مُعَايِبًا * لِقَوْمٍ فَقُلْ يَا عَيْنُ لِلنَّاسِ أَعْيُنٌ

'তুমি যদি চাও—নিরাপদ থাকুক তোমার দ্বীন, তুমি বুঝে পাও তোমার প্রাপ্য অংশ আর সংরক্ষিত থাকুক তোমার মর্যাদা; তবে মানুষের সমালোচনায় জবানকে কলুষিত কোরো না। মনে রেখো, তুমিও দোষে ভরা মানুষ আর মুখ ওদেরও আছে—ওরাও জানে কথা বলতে। তোমার চোখ যদি কখনো মানুষের দোষের দিকে যায়, তবে চোখকে বোলো, হে আমার চোখ, ওরা অন্ধ নয়—ওরাও দেখতে পায় তোমার ত্রুটিগুলো।'[১৫৭]

তাওক বিন ওয়াহাব ﷺ বলেন, 'একবার আমি মুহাম্মাদ বিন সিরিন ﷺ এর দরবারে যাই। আমাকে দেখেই তিনি বলে ওঠেন, "কী ব্যাপার? তোমাকে তো অসুস্থ মনে হচ্ছে?" আমি বলি, "জি, আমি খানিকটা অসুস্থ।" তিনি বলেন, "যাও, অমুক ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলো।" একটু পর আবার বলেন, "নাহ, বরং তুমি অমুক ডাক্তারের কাছে যাও। তার চিকিৎসা ওর (প্রথমজন) চেয়ে ভালো।" এ কথা বলেই চকিতে তিনি চমকে ওঠেন এবং অনুতাপের স্বরে বলেন, "আসতাগফিরুল্লাহ! মনে হয় আমি প্রথমজনের গিবত করে ফেলেছি।"'[১৫৮]

ভাই, একটু ভেবে দেখো, সামান্য অসতর্ক উচ্চারণের কারণে দুনিয়াতে কী পরিণতি হয়।

ইবনে সিরিন ﷺ বলেন, 'একবার আমি এক ব্যক্তিকে লজ্জা দিয়ে বলেছিলাম, "হে নিঃস্ব ফকির!" এই অপরাধের প্রতিদান দুনিয়াতেই আমি পেয়েছি। এই ঘটনার চল্লিশ বছর পর আমি নিজেও নিঃস্ব হয়ে যাই।'[১৫৯]

---

১৫৭. শাজারাতুজ জাহাব : ৩৫০/৩
১৫৮. সিফাতুস সাফওয়াহ : ২৪২/৩
১৫৯. সাইদুল খাতির : ৪৪

يَمْنَعُنِيْ مِنْ عَيْبِ غَيْرِيْ الَّذِيْ ** أَعْرِفُهُ عِنْدِيْ مِنَ الْعَيْبِ

عَيْبِيْ لَهُمْ بِالظَّنِّ مِنِّيْ لَهُمْ *** وَلَسْتُ مِنْ عَيْبِيْ فِيْ رَيْبِ

إِنْ كَانَ عَيْبِيْ غَابَ عَنْهُمْ فَقَدْ ** أَحْصَى عُيُوْبِيْ عَالِمُ الْغَيْبِ

'নিজের দোষ-ত্রুটি আড়াল করতে আমি এতটাই ব্যস্ত যে, অপরের দোষ দেখার সুযোগ আমার হয়ে ওঠে না। আমার দোষগুলো সম্পর্কে তো মানুষ সন্দেহে ভোগে, কিন্তু আমার ত্রুটি নিয়ে তো আমার সংশয় থাকার কোনো উপায় নেই। যদিও আমার অনেক পাপের কথা মানুষ জানে না, কিন্তু অদৃষ্টের জ্ঞান রাখেন যে রব, তাঁর কাছে তো কিছুই অজানা থাকে না।'[১৬০]

জনৈক সালাফ বলেন, 'আমাদের মহান পূর্বসূরিদের দেখেছি—তাঁরা সালাত, সাওম, হজ ইত্যাদিকে শুধু ইবাদত মনে করত না; বরং অন্যের সম্মানহানি থেকে বিরত থাকাকে মনে করতেন প্রকৃত ইবাদত।'[১৬১]

প্রিয় ভাই!

তোমার সামনে উমর আল-ফারুক ﷺ এর এই অমূল্য নসিহতটি পেশ করছি, 'তোমরা আল্লাহর জিকিরকে আঁকড়ে ধরো; কেননা, এতে রয়েছে শিফা ও সুস্থতা। আর মানুষের জিকির ও আলোচনা থেকে বেঁচে থাকো; কেননা, এটি রোগ-ব্যাধির উৎস।'[১৬২]

মানুষের সমালোচনা যেহেতু একটি ব্যাধি, সুতরাং এর ওষুধ ও প্রতিষেধকও নিশ্চয় থাকবে। চলো, আমরা আত্মার পরিচর্যার নিয়ম এবং জবানের ব্যাধি সারানোর উপায় নিয়ে আলোচনা করি।

---

১৬০. তাবাকাতুল হানাবিলাহ : ১৯০/১
১৬১. আল-ইহইয়া : ১৫২/৩
১৬২. আল-ইহইয়া : ১৫২/৩

গিবত থেকে বাঁচার উপায়

১. এই চিন্তা করা যে, গিবত করলে আল্লাহ তাআলা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন এবং আখিরাতে শাস্তি দেবেন।

২. গিবত নেক আমল ধ্বংসের কারণ হবে—এই ভাবনাও মানুষকে গিবত থেকে বাঁচাতে পারে।

৩. সব সময় নিজের দোষ-ত্রুটি ও অপূর্ণতার দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা। কথায় আছে, 'চোখের সামনে ধরা আপন বদ্ধমুষ্টি দূরের হিমালয়কেও ঢেকে দেয়।'

৪. নিজের মধ্যে নেই, এমন দোষ অন্য কারও মধ্যে দেখলে আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা।

৫. এই চিন্তা করা যে, যাকে অপমান করার জন্য আমি গিবত করছি, সে তো কিয়ামতের দিন আমার নেকিগুলো নিয়ে সম্মানিত হবে আর তার পাপগুলো আমার কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে আমাকে লাঞ্ছিত করবে।

৬. গিবত করার সময় এই কল্পনা করা যে, আমি তো মৃত ভাইয়ের গোশত খাচ্ছি।

৭. নিজেকে হাশরের ময়দানে হিসাবের মুখোমুখি মনে করা।

কোন ধরনের গিবত করা বৈধ?[১৬৩]

একবার জনৈক ভাই কথা প্রসঙ্গে আমাকে বলেন, 'এই গিবতটি বৈধ।' আমি তাঁকে বলি, 'গিবত বৈধ হওয়ার জন্য বেশ কিছু শর্ত আছে। এগুলো মানা হলে গিবত বৈধ হবে, অন্যথায় অবৈধ বলে গণ্য হবে।'

কোনো হালাল শরয়ি উদ্দেশ্য যদি গিবত ছাড়া পূরণ করা সম্ভব না হয়, তবে সে ক্ষেত্রে গিবত করা হালাল বলে গণ্য হবে। নিম্নে হালাল গিবতের ছয়টি ক্ষেত্র দেখানো হলো :

---

১৬৩. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন, রিয়াজুস সালিহিন : ৪১৯ এবং আল-ইহইয়া : ১৬১/৩।

১. জুলুমের অভিযোগ করতে গিয়ে জালিমের গিবত করা। শাসক বা বিচারকের কাছে মাজলুম ব্যক্তি বিচার নিয়ে যেতে পারবে, এ ক্ষেত্রে গিবত করা বৈধ। এমন কোনো ব্যক্তির কাছেও অভিযোগ করতে পারবে, যার ইনসাফ কায়িম করার শক্তি আছে।

২. কোনো হারাম কর্মকাণ্ড বন্ধের জন্য কারও কাছে সাহায্য চেয়ে গিবত করা। যে ব্যক্তি অবৈধ কাজকর্ম থামিয়ে দেওয়ার শক্তি রাখে, তাকে গিয়ে বলতে পারবে, 'অমুক এই এই হারাম কাজে লিপ্ত আছে, আপনি তাকে বাধা দিন।' এই গিবত কেবল নাফরমানি বন্ধ করার নিয়তে হতে হবে। পার্থিব কোনো স্বার্থের জন্য হলে চলবে না।

৩. ফতওয়া চাইতে গিয়ে মুফতির কাছে গিবত করা। আমার পিতা বা ভাই আমাকে জুলুম করেছে, আমার স্ত্রী আমাকে এই এই বলেছে; এটি জায়িজ হবে কি না? এই সমস্যা থেকে মুক্তির উপায় কী? অমুক থেকে কীভাবে আমি আমার হক আদায় করতে পারি? অমুকের জুলুম থেকে কীভাবে আত্মরক্ষা করা যায়?—ফতওয়ার জন্য এই ধরনের গিবত করা বৈধ। তবে এ ক্ষেত্রে সাবধানতা হলো, নাম উল্লেখ না করে এভাবে বলা, এক ব্যক্তি এই এই কাজ করেছে, তার ব্যাপারে আপনি কী বলেন? কেননা, এতে নির্দিষ্ট কারও নাম নেওয়া হচ্ছে না আবার উদ্দেশ্যও পূর্ণ হচ্ছে। তবে নাম উল্লেখ করে প্রশ্ন করাও বৈধ।

৪. সাধারণ মুসলমানদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা এবং তাদের কল্যাণের স্বার্থে গিবত করা জরুরি। যেমনটি হাদিসের রাবিদের জারহ ও তাদিলের ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে। এ ছাড়াও কেউ বৈবাহিক বন্ধন স্থাপন করার জন্য পরামর্শ চাইতে এলে তাকে ছেলে বা মেয়ের আসল অবস্থা তুলে ধরা উচিত।

৫. যে ব্যক্তি তার পাপকর্ম গোপন করে না; বরং প্রকাশ্যে কবিরা গুনাহ করে বেড়ায়, তার স্বেচ্ছায় প্রকাশ করা গুনাহগুলোর কথা বলা যাবে। অবশ্য এমন দোষ-ত্রুটির আলোচনা করা যাবে না, যা সে প্রকাশ করে না।

৬. যদি কেউ এমন কোনো নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়, যা তার দোষ প্রকাশ করে, সে নাম বলে পরিচয় দিলে গুনাহ হবে না। যেমন : 'আমাশ'—

ক্ষীণদৃষ্টি, 'আরাজ'—খোঁড়া, 'আসাম'—বধির, 'আমা'—অন্ধ ইত্যাদি। কেউ এই ধরনের নামে পরিচিত হয়ে গেলে, এসব নামে তাদের উল্লেখ করলে গুনাহ হবে না। হাঁ, কেউ যদি এসব নাম বলে তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, তখন গুনাহ হবে। সবচেয়ে ভালো হয়, অন্য কোনো ভালো নামে পরিচয় দিতে পারলে।

প্রিয় ভাই!

তুমি যদি তিনটি কাজ করতে না পারো, তবে অপর তিনটি কাজ ছেড়ো না :

১. যদি নেক আমল করতে না পারো, অন্তত গুনাহে লিপ্ত হোয়ো না।

২. মানুষের কল্যাণ সাধন করতে যদি না-ই পারো, তাদের অনিষ্টের কারণ হোয়ো না।

৩. সাওম পালন করতে যদি সক্ষম না হও, অন্তত মানুষের গোশত খাওয়া থেকে বিরত থেকো।[১৬৪]

এক লোক হাসান ﷺ কে এসে বলল, 'অমুক ব্যক্তি আপনার গিবত করেছে।' তিনি তড়িঘড়ি করে তার কাছে এক রেকাবি খেজুর পাঠিয়ে দিলেন এবং বাহককে বলে পাঠালেন, 'শুনেছি তুমি আমাকে তোমার সাওয়াব হাদিয়া দিয়েছ, তাই আমিও সামান্য উপহার পাঠালাম। অল্প বলে কিছু মনে করো না, আসলে তোমার পরিপূর্ণ প্রতিদান দেওয়ার সাধ্য আমার নেই।'[১৬৫]

আবু উমামা আল-বাহিলি ﷺ বলেন, 'কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে তার আমলনামা দেওয়া হবে। সে দেখবে, সেখানে এমন অনেক নেক আমলের কথা লেখা আছে, যা আসলে সে করেনি। আল্লাহ তাআলাকে সে বলবে, "হে আমার রব, এই নেক আমলগুলো আমি কীভাবে পেলাম?" তিনি উত্তর দেবেন, "অনেক মানুষ তোমার গিবত করেছিল। তাদের সাওয়াবগুলো তোমার আমলনামায় যোগ হয়েছে। তাই এই আমলগুলোর কথা তুমি জানতে পারোনি।"'[১৬৬]

---

১৬৪. তামবিহুল গাফিলিন : ১৭৯
১৬৫. তামবিহুল গাফিলিন : ১৭৬
১৬৬. তামবিহুল গাফিলিন : ১৭৭

খালিদ আর-রাবায়ি ﷺ বলেন, 'একবার আমি এক মসজিদে ছিলাম। লোকেরা সেখানে কারও সমালোচনা করছিল। আমি নিষেধ করলাম তাদের। তারা থামল—প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলল। কিন্তু কথার সূত্র ধরে কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার গিবতে ফিরে এল। হঠাৎ বেখেয়ালে আমিও এমন দুয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করে ফেললাম, যা গিবতের পর্যায়ে পড়ে। সেদিন রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম, কুচকুচে কালো দীর্ঘদেহী বিরাটকায় এক লোক হাতে থালা নিয়ে আমার দিকে আসছে—থালায় এক টুকরো শুকরের মাংস রাখা। কাছে এসে আমাকে বলল, "খাও।" আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, "কী বলো এসব—আমি শুকরের গোশত খাব?! আল্লাহর কসম! কক্ষনো আমি এ কাজ করব না।" সে আমাকে বাজখাঁই গলায় ধমক দিয়ে বলল, "কী বললে? খাবে না মানে?—তুমি তো সেদিন এর চেয়ে নিকৃষ্ট জিনিসও খেয়েছ!" এবার সে ঝাপটে ধরে জোর করে মাংস খণ্ডটি আমার মুখে পুরে দিতে গেল। শুরু হলো ধস্তাধস্তি। চকিতে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আল্লাহর কসম, এরপর প্রায় ত্রিশ কি চল্লিশ দিন পর্যন্ত আমি মুখে কিছুই দিতে পারিনি। কিছু খেতে গেলেই সেই মাংস খণ্ডটার তিক্ত স্বাদ আর বিশ্রী দুর্গন্ধে পেটের নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসার উপক্রম হতো।'[১৬৭]

ইবরাহিম বিন আদহাম ﷺ বলেন, 'হে গিবতকারী, তুমি দুনিয়ার ব্যাপারে তোমার বন্ধুদের সঙ্গে কৃপণতা করেছ আর আখিরাতের প্রশ্নে তোমার শত্রুদের সঙ্গে বদান্যতার পরিচয় দিয়েছ। দুনিয়া নিয়ে কার্পণ্য করতে তুমি বাধ্য ছিলে না। আখিরাতের বিষয়ে উদারতার কারণেও তুমি নন্দিত হবে না।'[১৬৮]

خَلِّ جَنْبَيْكَ لِرَامٍ * وَامْضِ عَنْهُ بِسَلَامٍ
مُتْ بِدَاءِ الصَّمْتِ خَيْرٌ * لَكَ مِنْ دَاءِ الْكَلَامِ

'যারা তোমাকে কথা দিয়ে আঘাত করে, তাদের পথ ছেড়ে দাও—বাদানুবাদে লিপ্ত হয়ো না তাদের সাথে। নীরব থেকে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করা তোমার জন্য অনেক উত্তম, কথায় ফেঁসে গিয়ে মরার চেয়ে।'[১৬৯]

---

১৬৭. তামবিহুল গাফিলিন : ১৭৭
১৬৮. তামবিহুল গাফিলিন : ১১৭
১৬৯. তারিখু বাগদাদ : ১৯৩/১৪

আল্লাহর অনেক বান্দা এমন আছেন, যারা কথা বলেন ওজন করে। তাদের মুখেও ভিড় জমায় অনেক কথা, তাদের অন্তরেও ঝড় তোলে অনেক ব্যথা, কিন্তু আল্লাহর ভয়ে আখিরাতের অফুরন্ত পুরস্কারের প্রত্যাশায় তারা এসব উচ্চারণ করেন না। তাঁরা আখিরাতকে দুনিয়ার ওপর প্রাধান্য দেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরও তাদের দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তাওফিক দিন। তাদের সেই বরকতময় মৌনতা আমাদেরও দান করুন।

ইসা বিন মারইয়াম ﷺ একবার তাঁর সাথিদের বলেন, 'ধরো, তোমরা এক ব্যক্তির কাছে গেলে। সে তখন দাঁড়িয়ে কোনো কাজ করছিল। সহসা এক দমকা হাওয়ায় তার সতরের একটি অংশ অনাবৃত হয়ে পড়ল। এখন তোমরা কি তা ঢেকে দেবে?' সবাই বলল, 'হাঁ, আমরা ঢেকে দেবো।' তিনি বললেন, 'নাহ! তোমরা তা করবে না। বরং সবাই মিলে তার বাকি সতরটুকুও উন্মুক্ত করে দেবে।' তারা বলল, 'সুবহানাল্লাহ! আমরা কীভাবে তা করতে পারি?!' তিনি বললেন, 'যখন কোনো ব্যক্তি তোমাদের কাছে কারও দোষ বর্ণনা করে, তখন তোমরা কী করো? তোমরা কি একের পর এক তার অন্য দোষগুলোও বলতে শুরু করো না?'

আল্লাহ তাআলা মুসলিম ভাইদের দোষ-ক্রুটি বর্ণনার মতো জঘন্য অপকর্ম থেকে আমাদের হিফাজত করুন। আমরা যেন তাদের ইজ্জত হরণ না করি। তাদের সমালোচনায় যেন আমাদের জবান ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কলুষিত না হয়।

হে ভাই, মনে রেখো, আল্লাহ তাআলা জবানের সমালোচনা হারাম করেছেন—কারণ, অধিকাংশ গিবত এর মাধ্যমে হয়। তার মানে এই নয় যে, গিবত কেবল জবানের উচ্চারণে সীমাবদ্ধ। লিখে কারও দোষ বর্ণনা করলেও গিবত হয়। এমনকি ইঙ্গিতে, চোখের ইশারায়, চলনের ভঙ্গিতেও যদি কাউকে ছোট করা হয়, তাও গিবত। এককথায় যেভাবেই হোক, মুসলিম ভাইয়ের দোষ বর্ণনা করা হলে তা হারামের সীমানায় গিয়ে পড়বে।

আয়িশা ﷺ বলেন, 'একবার জনৈক মহিলা আমাদের বাড়িতে আসে। সে চলে গেলে আমি হাত দিয়ে ইশারা করে বলি, সে খাটো ছিল। তা দেখে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তুমি তো তার গিবত করে ফেললে, হে আয়িশা!"'

এখান থেকে বোঝা যায়, কেউ যদি কারও অস্বাভাবিক চলনভঙ্গি অনুকরণ করে দেখায়, তাও গিবত হবে। বরং এটা চরম পর্যায়ের গিবত হিসেবে গণ্য হবে। কেননা, মুখে বলার চেয়ে, অভিনয় করে দেখানোতেই অধিক স্পষ্টভাবে দোষটি ফুটে ওঠে। এমনিভাবে লিখেও কারও দোষ বর্ণনা করা হারাম। কারণ কলমও এক প্রকার জবান।[১৭০]

জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﵁ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ এর যুগে একবার খুবই দুর্গন্ধযুক্ত হাওয়া প্রবাহিত হয়। তখন তিনি বলেন, "মুনাফিকরা অধিক পরিমাণে মুমিনদের গিবত করছে। তাই এই দুর্গন্ধময় বাতাস বইতে শুরু করেছে।"'[১৭১]

জনৈক জ্ঞানীকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ এর যুগে গিবতের কারণে দুর্গন্ধযুক্ত বাতাস প্রবাহিত হতো। কিন্তু এখন পূর্বের চেয়েও গিবত অনেক বেশি হয়; তবুও দুর্গন্ধযুক্ত হাওয়া বয় না কেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'বর্তমান সময়ে যেহেতু গিবত ব্যাপক হয়ে গেছে, তাই দুর্গন্ধে দূষিত হয়ে আছে পুরো পরিবেশ। তাই আমাদের ঘ্রাণশক্তিও দুর্গন্ধে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ফলে আলাদাভাবে দুর্গন্ধ আমাদের নাকে ধরা পড়ে না। এর একটি দৃষ্টান্ত এভাবে দেওয়া যায়, "এক ব্যক্তি চর্মকারদের পাড়ায় গেল। শুকোতে দেওয়া চামড়ার দুর্গন্ধে ভুরভুর করছিল চারপাশ। তার বমি হওয়ার উপক্রম হলো। নাক চেপে ধরে বহু কষ্টে সে গিয়ে উঠল এক চর্মকারের বাড়িতে। আশ্চর্য হয়ে সে দেখল, পরিবারের লোকেরা ভর দুর্গন্ধের মাঝেও অনায়াসে খাবার খাচ্ছে—পানি পান করছে। তাদের অবস্থা দেখে মনে হয় না, তারা দুর্গন্ধটা অনুভব করতে পারছে। কারণ, তাদের নাক এই দুর্গন্ধে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। গিবতে ভরপুর আমাদের বর্তমান পরিবেশের অবস্থাটাও ঠিক এমনই।"'[১৭২]

আমরা আমাদের আত্মাকে যাবতীয় কলুষতা থেকে পবিত্র রাখার চেষ্টা করি। আমাদের অন্তর যেন ক্রমশ পূত-পবিত্র হয়ে ওঠে। সর্বোপরি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্যে যেন আমরা দেহমন উজাড় করে দিই।

---

১৭০. আল-ইহইয়া : ১৪৫/৩
১৭১. তামবিহুল গাফিলিন : ১৭৫
১৭২. তামবিহুল গাফিলিন : ১৭৫

ওয়াহাব আল-মাক্কি ﵀ বলেন, 'দুনিয়ার পূর্বাপর সকল ধন-সম্পদের মালিক হয়ে তার সবটুকু আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দেওয়ার চেয়ে গিবত পরিত্যাগ করতে পারাটা আমার কাছে অনেক বেশি আনন্দের। পৃথিবীর বুকে যত অর্থবিত্ত আছে সব হস্তগত করে আল্লাহর রাস্তায় দান করার চেয়ে নজরের হিফাজত করতে পারাটা আমার কাছে অধিক প্রিয়।' তারপর তিনি এই আয়াত দুটি তিলাওয়াত করেন :

﴿ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ﴾

'তোমরা একে অপরের পশ্চাতে গিবত করো না।'[১৭৩]

﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴾

'মুমিনদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে।'[১৭৪]

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, আজকাল গিবতই হয়ে গেছে মজলিসের মূল উপজীব্য। কিছু লোক এমন আছে, যারা মজলিসে বসে অনুপস্থিত একেক জন মানুষের প্রসঙ্গ তুলবে, তারপর সাজিয়ে গুছিয়ে তার দোষগুলো এমনভাবে উপস্থাপন করবে যেন সবার হাসি পায়। এভাবে তারা অবিরাম গিবত করে যায়। রসিকতার ছলে মুমিন ভাইয়ের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। কারও গোশত খায়, কারও হাড্ডির মগজ পর্যন্ত চুষে খায়। এই হারাম রিজিক দিয়ে তারা অন্তরকে পরিপূর্ণ করে। গিবতের মাধ্যমে তারা নিজেদের বাকপটু ও বিচক্ষণ হিসেবে তুলে ধরে এবং অপরের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা করে।

মজলিসে কেউ গিবত শুরু করলে অন্যদের করণীয় হলো, তাকে চুপ করিয়ে দেওয়া কিংবা মজলিস থেকে বের করে দেওয়া, যাতে সবাইকে গুনাহগার হতে না হয়। অনেক মজলিসে দেখা যায়, কারও অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করা হয়—তারপর সে সূত্র ধরে ওই ব্যক্তি সম্পর্কে শুরু হয় গিবতের ধারাবাহিক পরম্পরা। আল্লাহ আমাদের হিফাজত করুন।

---

১৭৩. সুরা আল-হুজুরাত : ১২
১৭৪. সুরা আন-নুর : ৩০

একবার কিছু লোককে আমি দেখলাম, মজলিসে বসে এমন এক লোকের গিবত করছে, যার সঙ্গে তারা আগের দিন রাতে খাবার খেয়েছে। কোথায় গেল হায়া! কোথায় গেল ইনসাফ!

বিশেষ করে মহিলাদের মজলিসগুলো তো গিবতের আড্ডা। কথায় তাদের কোনো বিরক্তি নেই। বরং চুপ থাকাটাই যেন তাদের কষ্টকর। আপনি যদি একটু খেয়াল করেন, তাহলে দেখবেন, তাদের অধিকাংশ কথাই কারও মর্যাদা ক্ষুণ্ন করছে।

ইয়াহইয়া বিন মুআজ ﷺ বলেন, 'তুমি যদি নেককার হতে চাও, তবে মুমিনরা যেন তিনটি আচরণ তোমার কাছ থেকে অবশ্যই পায় :

১. যদি তাদের উপকার করতে না পারো, অন্তত অনিষ্টের কারণ হোয়ো না।

২. তাদের যদি খুশি করতে না-ই পারো, পেরেশানিতে ফেলো না।

৩. যদি তাদের প্রশংসা করতে না পারো, অন্তত নিন্দা কোরো না।[১৭৫]

প্রিয় ভাই!

আনাস ﷺ বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ بها وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ : مَنْ هؤُلَاءِ يَا جِبرِيلُ؟ قَالَ : هؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ!

'আমাকে যখন মিরাজে নিয়ে যাওয়া হলো, সেখানে আমি এমন কিছু লোকের পাশ দিয়ে গেলাম, যাদের নখ ছিল তামার তৈরি। এই নখ দিয়ে আঁচড় কেটে তারা তাদের চেহারা ও বক্ষ ক্ষতবিক্ষত করছিল। এই অবস্থা দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "হে জিবরিল, ওরা কারা?" তিনি উত্তর দিলেন, "ওরা হলো সেই সব লোক, যারা মানুষের গোশত ভক্ষণ করত এবং তাদের ইজ্জত সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলত।"'[১৭৬]

---

১৭৫. তামবিহুল গাফিলিন : ১৭৮

১৭৬. সুনানু আবি দাউদ : ৪৮৭৮

আবু হুরাইরা ﷺ বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের ওপর ইমান আনে, সে যেন উত্তম কথা বলে অথবা চুপ থাকে।'[১৭৭]

এই হাদিস থেকে বোঝা গেল, যতক্ষণ না কোনো কল্যাণ চোখে পড়ে, কথা বলা উচিত নয়। এমনকি উদ্দিষ্ট কথায় উপকারের ব্যাপারে সন্দিহান হলেও, তা না বলাই সংগত।[১৭৮]

প্রিয় ভাই!

রবের নাফরমান এই জবানকে যদি আমরা লাগামহীনভাবে ছেড়ে দিই, তবে তা আমাদের মজলিসগুলোকে কলুষিত করবে, বিনষ্ট করবে আমাদের কষ্টার্জিত নেক আমলসমূহ। এত কিছুর পরও কি আমরা জবানের রাশ টেনে ধরব না?

একজন গিবতকারীকে থামিয়ে দেওয়া, তার বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করা এবং মুসলিম ভাইয়ের ইজ্জতের হিফাজত করা বিপুল সাওয়াবের কারণ। তোমার নিজের মর্যাদা রক্ষা করার জন্যও এটি জরুরি। কেননা, তুমি যদি আজকে তাকে বাধা না দাও, আগামীকাল তোমার অনুপস্থিতিতে সে অন্য কোনো মজলিসে তোমার সম্মানেরও বারোটা বাজাবে।

আবু দারদা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'যে ব্যক্তি মুসলিম ভাইয়ের ইজ্জতের হিফাজত করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাকে জাহান্নাম থেকে হিফাজত করবেন।'[১৭৯]

---

১৭৭. সহিহুল বুখারি : ৬০১৮, সহিহ মুসলিম : ৪৭

১৭৮. রিয়াজুস সালিহিন : ৪১৮

১৭৯. সুনানুত তিরমিজি : ১৯৩১। হাদিসের মান : হাসান।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ حَمَى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ يَغْتَابُهُ، بَعَثَ اللهُ تَعَالَى إِلَيْهِ مَلَكًا يَحْمِيْ لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِشَيْءٍ يُرِيْدُ سَبَّهُ حَبَسَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى جَسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ

'যে ব্যক্তি গিবতকারী মুনাফিকের হাত থেকে মুমিনের ইজ্জতের হিফাজত করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করে দেবেন, যে তার শরীরের মাংসকে জাহান্নামের আগুন থেকে হিফাজত করবে। আর যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের নিন্দা করার মানসে মিথ্যা অভিযোগ করে বেড়ায়, আল্লাহ তাআলা তাকে জাহান্নামের পুলের ওপর আটকে রাখবেন, যতক্ষণ না শাস্তি ভোগ করে সে গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে যায়।'

অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَا مِنِ امْرِئٍ يَخْذُلُ امْرَءًا مُسْلِمًا فِيْ مَوْضِعٍ تُنْتَهَكُ فِيْهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ فِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ مَوَاطِنَ يُحِبُّ فِيْهَا نُصْرَتَهُ، ومَا مِنْ امْرِئٍ يَنْصُرُ مُسْلِماً في مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ، وَيُنْتَهَك فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إلا نَصَرَهُ اللهُ في مَوَاطِنَ يُحِب فِيْهَا نُصْرَتَهُ

'যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমকে এমন স্থানে সাহায্য করে না, যেখানে তার মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয় এবং তার ইজ্জতের ওপর আঘাত করা হয়—আল্লাহ তাআলাও তাকে এমন স্থানে সাহায্য করবেন না, যেখানে সে সাহায্য চাইবে। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমকে এমন স্থানে সাহায্য করে, যেখানে তার মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয় এবং তার ইজ্জতের ওপর আঘাত করা হয়—আল্লাহ তাআলাও তাকে এমন স্থানে সাহায্য করবেন, যেখানে তার সাহায্যের প্রয়োজন হবে।'[১৮০]

১৮০. মুখতাসারু সুনানি আবি দাউদ : ৪৮৮৪

কাব আল-আহবার ﷺ বলেন, 'পূর্ববর্তী নবিদের কিতাবে আমি পড়েছি, যে ব্যক্তি গিবত থেকে তাওবা করে মৃত্যুবরণ করে, সে সবার শেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি তাওবা না করে মারা যায়, সে সবার আগে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।'[১৮১]

ইবনে সিরিন ﷺ এর কাছে কিছু লোক এসে বলল, 'আমরা আপনার গিবত করেছি, আপনি তা আমাদের জন্য হালাল করে দিন।'[১৮২] তিনি বললেন, 'যে জিনিস আল্লাহ হারাম করেছেন, তা আমি তোমাদের জন্য হালাল করতে পারি না।'[১৮৩]

এই কথা বলে তিনি তাওবা করার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ আমার কাছে তো মাফ চেয়েছ, এবার আল্লাহর কাছ থেকেও ক্ষমা চেয়ে নাও। কেননা, এতে আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘিত হয়েছে।[১৮৪]

আব্দুল্লাহ বিন মুবারক ﷺ বলেন, 'একবার আমি সুফইয়ান সাওরি ﷺ কে বলি, "হে আবু আব্দুল্লাহ, আবু হানিফাকে গিবত থেকে কে দূরে সরিয়ে রেখেছে? তার মুখে কখনো দুশমনের সমালোচনাও তো শোনা যায় না।" তিনি উত্তর দেন, "আবু হানিফা অনেক বিচক্ষণ মানুষ, তিনি নিজের নেক আমলগুলোকে বরবাদ করার মতো বোকামি করতে পারেন না।"'

ভাই আমার!

এটি মুসলিম ভাইয়ের ইজ্জতের প্রশ্ন। তুমি কি চাও লোকেরা মজলিসে তোমার সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলুক? তবে তুমি কেন ভাবছ, অন্যরা এই অপমান মেনে নেবে? আজ তুমি যে গিবতকারীকে প্রশ্রয় দিচ্ছ, আগামীকাল তোমার গিবত করতেও তার বাধবে না। পক্ষান্তরে তুমি যদি তাকে থামিয়ে দাও এবং মুসলিম ভাইয়ের ইজ্জতের হিফাজত করো, তবে আল্লাহ তাআলাও তোমার মর্যাদা রক্ষা করবেন। তুমি কিছুতেই তোমার মজলিসকে গিবত ও পরনিন্দায় কলুষিত হতে দেবে না।

---

১৮১. তামবিহুল গাফিলিন : ১৭৭
১৮২. হালাল করে দেওয়ার অর্থ হলো, তারা যা করে ফেলেছে, তা যেন তিনি মাফ করে দেন।
১৮৩. আস-সিয়ার : ৬২০/৪
১৮৪. তামবিহুল গাফিলিন : ১৭৭

গিবতের কাফফারা ও ক্ষতিপূরণ

অহেতুক কথাবার্তা কেড়ে নিয়েছে আমাদের ঘুম। প্রতিনিয়ত পদস্খলন ঘটছে জবানের। আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে পাপের পাহাড়। এখন অন্তরে বারবার উঁকি দিচ্ছে একটি বড় প্রশ্ন : এই গুনাহগুলোকে মুছে ফেলার উপায় কী? কীভাবে আমরা পবিত্র হতে পারি এই কলুষতার কলঙ্ক থেকে?

গিবতের কাফফারা কী হবে, এ নিয়ে উলামায়ে কিরামের মতানৈক্য রয়েছে। তবে গিবতকারীর জন্য তাওবা অপরিহার্য হওয়ার প্রশ্নে সবাই একমত।

উলামায়ে কিরাম বলেন, 'প্রত্যেক গুনাহ থেকে তাওবা করা ফরজ।'

গিবত থেকে তাওবা করার শর্ত চারটি :

১. গিবত সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা।

২. কৃতকর্মের ব্যাপারে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়া।

৩. জীবনে আর কখনো এই অপকর্মে লিপ্ত হবে না, এই মর্মে দৃঢ় অঙ্গীকার করা।

৪. যার গিবত করেছে তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া। যদি তাকে পাওয়া না যায় কিংবা এ ব্যাপারে তাকে জানালে ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে অথবা অন্য কোনো কারণে মাফ চাওয়া সম্ভব না হয়, তবে কায়মনোবাক্যে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

প্রিয় ভাই!

এই হলো তাওবার শর্ত। আল্লাহর আনুগত্যের ছায়ায় ফিরে আসার এই হলো উপায়। যার গিবত করা হয়েছে, তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার বিষয়টি যেহেতু অত্যন্ত জটিল; তাই আমাদের উচিত জবানের হিফাজত করা।

চলো, আমরা জবানকে কলঙ্কমুক্ত রাখার অঙ্গীকার করি। আমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম, যে কথা শুনলে মনে রাখে, প্রয়োজন অনুপাতে কথা বলে আর ভুল ধরে দিলে শুধরে ওঠে।

হে আল্লাহ!

আপনি আমাদের জবানের অনিষ্ট থেকে মুসলমানদের হিফাজত করুন এবং আমাদেরও তাদের জিহ্বার অকল্যাণ থেকে রক্ষা করুন।

দ্বিতীয় গুনাহ : চুগলখোরি

মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করা হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾

'শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদের আল্লাহর স্মরণ ও সালাতে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না?'[১৮৫]

আল্লাহ তাআলা আপন অনুগ্রহে মুসলমানদের পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। কুরআন মাজিদে এসেছে :

﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ﴾

'তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো, তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু। তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে।'[১৮৬]

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ . وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ﴾

'তিনি তোমাকে স্বীয় সাহায্য ও মুমিনদের দ্বারা শক্তিশালী করেছেন এবং তিনি তাদের পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন। পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করলেও তুমি

---

১৮৫. সুরা আল-মায়িদা : ৯১
১৮৬. সুরা আলি ইমরান : ১০৩

তাদের হৃদয়ে প্রীতি স্থাপন করতে পারতে না, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন।'[১৮৭]

যেসব কার্যকলাপের কারণে সম্প্রীতির পথ রুদ্ধ হয়, শিথিল হয়ে যায় ভ্রাতৃত্বের বন্ধন—এমন সবই হারামের আওতায় পড়বে। কেননা, মুমিনরা একে অপরের ভাই—পারস্পরিক সহযোগিতা, কল্যাণকামিতা ও সহমর্মিতার এক আসমানি বাঁধনে আবদ্ধ তারা।

শরিয়ার দৃষ্টিতে চুগলখোরি করে বেড়ানো সম্পূর্ণ হারাম। কেননা, এতে মুসলিম সমাজে পারস্পরিক শত্রুতা, বিদ্বেষ ও মতবিরোধের অনুপ্রবেশ ঘটে। ক্রমশ দুর্বল হয়ে আসে ঐক্য ও সম্প্রীতির মজবুত প্রাচীর।

চুগলখোরি : জবানের মারাত্মক ব্যাধিগুলোর অন্যতম। সাধারণ অর্থে একজনের কথা আরেক জনের কাছে পৌঁছে দিয়ে উভয়ের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করার প্রয়াসকে চুগলখোরি বলে। যেমন : এক ব্যক্তি একটি কথা বলল। দ্বিতীয় ব্যক্তি সেটি নিয়ে গিয়ে শুনিয়ে দিল তৃতীয় ব্যক্তিকে—'অমুক তোমার ব্যাপারে এই কথা বলেছে।' অথচ প্রথম ব্যক্তি ব্যাপক অর্থে কথাটি বলেছিল। তৃতীয় ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলেনি।

বরং চুগলখোরির সীমা হলো, মুসলিম ভাইয়ের এমন কোনো বিষয় মানুষকে বলে বেড়ানো, যা প্রকাশ পাওয়া তার পছন্দ নয়; চাই তা কোনো কথা হোক বা কোনো কাজ। এমনকি কোনো ভাইকে তুমি তার নিজের সম্পদ পুঁতে রাখতে দেখলে, তাও তুমি কাউকে বলতে পারবে না। এটাও চুগলখোরির অন্তর্ভুক্ত।[১৮৮]

চুগলখোরি স্বরূপ ও প্রকৃতি : কারও রহস্য ফাঁস করে দেওয়া কিংবা কারও ভেদের কথা মানুষকে বলে বেড়ানোই মূলত চুগলখোরি। এককথায় মানুষ অসংগত ও অসংলগ্ন মনে করে এমন যেকোনো বিষয় প্রকাশ করাই চুগলখোরির পর্যায়ে পড়ে। তাই আমাদের উচিত এই ধরনের কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকা। তবে কোনো বিষয় প্রকাশ করলে যদি মুসলিম

---

১৮৭. সুরা আল-আনফাল : ৬২-৬৩
১৮৮. মুখতাসারু মিনহাজিল কাসিদিন : ১৭৩

জনসাধারণের কল্যাণ সাধিত হয় কিংবা কোনো অনিষ্ট দূরীভূত হয়, তবে তা প্রচার করা বৈধ। যেমন : কাউকে অন্যের মাল আত্মসাৎ করতে দেখলে তা প্রকাশ করে দিতে হবে, যাতে মালিক ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

যা প্রকাশ করা হচ্ছে, তা যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি হয়, তবে একসঙ্গে দুটি অপরাধ হবে—গিবত ও চুগলখোরি।[১৮৯]

চুগলখোরির কারণ : তাকওয়ার ঘাটতি ও আল্লাহর বড়ত্বের চিন্তার অনুপস্থিতিই চুগলখোরির মূল নিয়ামক। কাউকে অপছন্দ হলে কিংবা কারও অমঙ্গল কামনা করেই সাধারণত চুগলখোরি করা হয়। অনেক সময় অন্যের কাছে নিজেকে প্রিয় করে তোলার জন্যও চুগলখোরি করতে দেখা যায়। আবার কেউ কেউ বেহুদা গল্পগুজব ও আড্ডাবাজি করতে গিয়ে এই অপরাধে লিপ্ত হয়। হিংসা, ক্রোধ ও বিদ্বেষ মানুষকে চুগলখোরির দিকে ধাবিত করে।

চুগলখোরি জঘন্য বদ-অভ্যাসগুলোর অন্যতম। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ﴾

‘পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়।’[১৯০]

তারপর বলেন :

﴿ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ ﴾

‘রূঢ় স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত।’[১৯১]

আব্দুল্লাহ বিন মুবারক ﷺ বলেন, ‘জানিম (زَنِيم) মানে হীন লোক—যে পেটে কথা রাখতে পারে না। এই শব্দ বলে, এমন লোকদের বোঝানো হয়েছে, যারা কোনো কথাই গোপন করে না; বরং মানুষকে বলে বেড়ায়।’[১৯২]

---

১৮৯. আল-ইহইয়া : ১৬৫/৩
১৯০. সুরা আল-কলাম : ১১
১৯১. সুরা আল-কলাম : ১৩
১৯২. মুকাশাফাতুল কুলুব : ৪৫৩

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ

'চুগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।'[১৯৩]

যে জান্নাতে প্রবেশ করবে না, জাহান্নামে যাওয়া ছাড়া তার কোনো উপায় থাকবে না। তাই কেউ জান্নাতে প্রবেশ না করা, জাহান্নামে যাওয়ারই নামান্তর।[১৯৪]

ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বর্ণনা করেন, একবার রাসুলুল্লাহ ﷺ দুটি নতুন কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলেন :

إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ

'এই দুই কবরবাসীর আজাব চলছে। তবে এই আজাব বড় কোনো গুনাহের কারণে নয়[১৯৫]। তাদের একজন পেশাবের ব্যাপারে সতর্ক থাকত না আর দ্বিতীয়জন মানুষের চুগলখোরি করে বেড়াত।'

এই বলে তিনি একটি কাঁচা খেজুরের ডালকে চিরে দুভাগ করে প্রত্যেক কবরে একটি করে পুঁতে দিলেন। সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনি এরূপ করলেন কেন?' তিনি বললেন :

لَعَلَّهُمَا أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَ

'আশা করি, যতদিন এই ডালদুটি শুকিয়ে না যায়, তাদের আজাব শিথিল করা হবে।'[১৯৬]

---

১৯৩. সহিহুল বুখারি : ৬০৫৬

১৯৪. তামবিহুল গাফিলিন : ৮৯

১৯৫. 'বড় কোনো গুনাহের কারণে নয়'—কথাটির অর্থ হলো : এই দুটি গুনাহ থেকে বিরত থাকা খুব কঠিন কিছু নয়। বস্তুত এই গুনাহ-দুটি কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। (ফাতহুল বারি)

১৯৬. সহিহুল বুখারি : ২১৬

(وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ) 'তবে এই আজাব বড় কোনো গুনাহের কারণে নয়'—এই কথাটির মতলব হলো : 'এই গুনাহ-দুটি তাদের দৃষ্টিতে বড় নয়; তবে আল্লাহর কাছে বড়।'[১৯৭]

আল্লাহ তাআলা আবু লাহাবের স্ত্রীর ব্যাপারে বলেন :

﴿ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴾

'লাকড়ি বহনকারী।'[১৯৮]

অধিকাংশ মুফাসসিরিনে কিরামের অভিমত হলো, এখানে লাকড়ি মানে চুগলখোরি। চুগলখোরিকে লাকড়ি বলার কারণ, লাকড়ি দিয়ে যেমন আগুন জ্বালানো হয়, তেমনই চুগলখোরিও মানুষের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষের আগুন প্রজ্বলিত করে।[১৯৯]

চুগলখোরি মানুষের মধ্যকার সম্প্রীতি বিনষ্ট করে, তাদের অন্তরে বিদ্বেষের জন্ম দেয় এবং স্বভাব-চরিত্র বিগড়ে ফেলে।

বকর বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বলতেন, 'তোমরা এমন কাজ করো, যাতে সফল হলে তোমরা সাওয়াব পাবে আর ব্যর্থ হলে গুনাহগার হবে না। অপরদিকে এমন কাজ থেকে বিরত থাকো, যাতে কামিয়াব হলে তোমরা কোনো নেকি পাবে না এবং ব্যর্থ হলে গুনাহগার হতে হবে।' তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'এমন কাজ কী আছে?' তিনি বললেন, 'মানুষের ব্যাপারে খারাপ ধারণা। কেননা, ধারণা সঠিক হলেও তোমাকে কোনো নেকি দেওয়া হবে না আর ভুল হলে তো পাপী হওয়া ছাড়া কোনো উপায়ই থাকবে না।'[২০০]

একবার উমাইয়া শাসক সুলাইমান বিন আব্দুল মালিক দরবারে বসা ছিলেন। ইমাম জুহরি ﷺও উপস্থিত ছিলেন সেই মজলিসে। এমন সময় এক ব্যক্তি দরবারে প্রবেশ করল। সুলাইমান তাকে বললেন, 'খবর পেয়েছি, তুমি

---

১৯৭. তামবিহুল গাফিলিন : ৮৯
১৯৮. সুরা আল-লাহাব : ৪
১৯৯. তামবিহুল গাফিলিন : ৮৯
২০০. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ২২৬/২

আমার নিন্দে করে বেড়াচ্ছ—আমার ব্যাপারে এই এই বলেছ।' লোকটি বলল, 'নাহ! আমি এমন কাজ করিনি।' সুলাইমান বললেন, 'যে লোক আমাকে খবর দিয়েছে, সে তো মিথ্যা বলার লোক নয়।' ইমাম জুহরি ﷺ বললেন, 'চুগলখোর কখনো সত্য কথা বলে না।' সুলাইমান বললেন, 'আপনি সত্য বলেছেন।' তারপর লোকটিকে বললেন, 'তুমি নিরাপদে চলে যাও।'[২০১]

চুগলখোরের অপকর্মের ফলাফল নিয়ে একটু ভাবুন এবং শাসকের কাছে তার অবস্থানটা দেখুন। সামান্য চুগলখোরি কখনো নিরপরাধ মানুষের মৃত্যু, কারাবরণ কিংবা কষ্টভোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শাসকের কাছে চুগলখোরির সর্বনিম্ন প্রতিক্রিয়া হলো, মানুষকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা। আর মানুষকে ভয় দেখানোও হারাম।

একবার খলিফাতুল মুসলিমিন উমর বিন আব্দুল আজিজ ﷺ এর দরবারে এক লোক এল। সে খলিফাকে অপর এক ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু বলল। তিনি তাকে বললেন, 'তুমি যদি চাও, আমরা বিষয়টি তদন্ত করে দেখব। তোমার কথা যদি মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তবে তুমি এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে :

﴿ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ﴾

"যদি কোনো পাপাচারি তোমাদের নিকট কোনো বার্তা নিয়ে আসে, তোমরা তা যাচাই করে দেখবে।"[২০২]

আর তোমার কথা যদি সঠিক সাব্যস্ত হয়, তবে তুমি এই আয়াতে অন্তর্ভুক্ত হবে :

﴿ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ﴾

"পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়।"[২০৩]

---

২০১. আল-ইহইয়া : ১৬৬/৩
২০২. সুরা আল-হুজুরাত : ৬
২০৩. সুরা আল-কলাম : ১১

অবশ্য তুমি চাইলে আমরা তোমাকে ক্ষমাও করে দিতে পারি।' লোকটি ভীত-কম্পিত কণ্ঠে বলল, 'ক্ষমা করে দিন, হে আমিরুল মুমিনিন। আমি আর কোনো দিন এই কাজ করব না।'[২০৪]

সালাফের যুগে বলা হতো, কবরের আজাব তিন ভাগে বিভক্ত—প্রথম ভাগ গিবতের কারণে, দ্বিতীয় ভাগ পেশাবের ব্যাপারে অসতর্কতার কারণে আর তৃতীয় ভাগ চুগলখোরির কারণে।[২০৫]

কেউ কি এমন আছে, যে কবরের সাজা ও জাহান্নামের আজাব সহ্য করার সামর্থ্য রাখে?

এক ব্যক্তি আমর বিন উবাইদ ﷺ কে এসে বলে, 'উসওয়ারি সব সময় আপনার নিন্দা করে বেড়ায়।' তিনি তাকে বলেন, 'হে অমুক, তুমি তার সাহচর্যের হক আদায় করলে না। তুমি তার কথা আমার কাছে কেন পৌঁছে দিলে! আর আমার হকও তুমি আদায় করলে না—আমাকে আমার ভাই সম্পর্কে এমন সংবাদ দিলে, যা আমি পছন্দ করি না। তবে আমি তোমার মাধ্যমে তাকে জানাচ্ছি, মৃত্যু একদিন পাকড়াও করবে আমাদের—সবাইকে আলিঙ্গন করতে হবে কবরের সাথে। কিয়ামত আমাদের সমবেত করবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের মাঝে ফয়সালা করবেন, তিনিই সর্বোত্তম বিচারক।'

مَثِّلْ لِقَلْبِكَ أَيُّهَا الْمَغْرُوْرُ * يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاءُ تَمُوْرُ
قَدْ كُوِّرَتْ شَمْسُ النَّهَارِ وَأُدْنِيَتْ * حَتَّى عَلَى رَأْسِ الْعِبَادِ تَسِيْرُ
وَإِذَا الْجِبَالُ تَقَلَّعَتْ بِأُصُوْلِهَا * فَرَأَيْتَهَا مِثْلَ السَّحَابِ تَسِيْرُ
وَإِذَا الْعِشَارُ تَعَطَّلَتْ عَنْ أَهْلِهَا * خَلَتِ الدِّيَارُ فَمَا بِهَا مَعْمُوْرُ
وَإِذَا الْجَنِيْنُ بِأُمِّهِ مُتَعَلِّقٌ * خَوْفَ الْحِسَابِ وَقَلْبُهُ مَذْعُوْرُ
هَذَا بِلَا ذَنْبٍ يَخَافُ لِهَوْلِهِ * كَيْفَ الْمُقِيْمُ عَلَى الذُّنُوْبِ دُهُوْرُ

---

২০৪. আল-ইহইয়া : ১৬৬/৩
২০৫. তামবিহুল গাফিলিন : ৮৯

'হে আত্মপ্রবঞ্চিত, একটু কল্পনা করো কিয়ামতের সেই ভয়াবহ দৃশ্যটি, যেদিন প্রবলভাবে আন্দোলিত হবে আসমান। নিষ্প্রভ হয়ে যাবে দিবসের গনগনে সূর্য, চক্কর দেবে মানুষের মাথার অতি নিকটে। সমূলে উৎপাটিত হবে বিশালকায় পর্বতমালা, ছেঁড়া মেঘমালার ন্যায় উড়ে বেড়াবে খোলা আকাশে। পূর্ণ-গর্ভা উষ্ট্রীর মতো মূল্যবান সম্পদও সেদিন উপেক্ষিত হবে। ঘন বসতিগুলো রূপ নেবে বিরান জনপদে। গর্ভস্থ সন্তানেরা জোঁকের মতো আটকে থাকবে মায়ের উদরে। হিসাবের ভয়ে তটস্থ অন্তরগুলো প্রকম্পিত হবে অজানা আতঙ্কে। নির্দোষ লোকেরাও ভীত-সন্ত্রস্ত হবে সেই দিবসের ভয়াবহতায়—যুগ যুগ ধরে যারা ডুবে আছে রবের নাফরমানিতে, তাদের পরিণতির ব্যাপারে তোমার কী ধারণা?'[২০৬]

জনৈক চুগলখোর সাহিব বিন আব্বাদ ﵀ কে এক এতিমের বিশাল ধনভান্ডার আত্মসাৎ করার প্ররোচনা দিয়ে ছোট্ট একটি চিরকুট পাঠায়। কাগজটির অপর পিঠে তিনি লেখেন, 'চুগলখোরি মারাত্মক অপরাধ; যদিও তার দেওয়া খবর সত্য হয়। কারও কল্যাণ কামনা করেও যদি তুমি এই অপকর্মে লিপ্ত হও, তবুও এতে তোমার লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি। আমি আল্লাহর পানাহ চাই—তিনি যেন এতিমের মাল থেকে আমাকে হিফাজত করেন। যদি তুমি বয়সের ভারে ন্যুব্জ না হতে, তবে তোমার এই অপকর্মের যথাযথ প্রতিদানের ব্যবস্থা আমি করতাম। হে অভিশপ্ত, এই নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকো। মনে রেখো, আল্লাহ তাআলা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন। আল্লাহ তাআলা এতিম ছেলেটির পিতার ওপর রহম করুন; ছেলেটির প্রতি অনুগ্রহ করুন, তার সম্পদ আরও বৃদ্ধি করে দিন। চুগলখোরের ওপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক।'[২০৭]

এই চুগলখোরি যদি দরোজা খোলা পেত, তবে এতিমের মাল আত্মসাতের দিকে তাকে ধাবিত করত। আল্লাহ তাআলা বলেন :

---

২০৬. উকূদুল লুলু : ৩৫২
২০৭. আল-ইহইয়া : ১৬৭/৩

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴾

'যারা এতিমের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা তো তাদের পেটে আগুন ভর্তি করে; তারা অচিরেই জাহান্নামের জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করবে।'[২০৮]

ভেবে দেখুন, এই চুগলখোরিতে প্ররোচিত হয়ে তিনি যদি এতিমের সম্পদে হাত দিতেন, তবে তার কী পরিণতি ঘটত—কোথায় হতো তার ঠিকানা? আল্লাহ তাকে হিফাজত করেছেন।

আকসাম বিন সাইফি ﷺ বলেন, 'তুচ্ছ ও হীন মানুষ চার প্রকার : ক. চুগলখোর। খ. মিথ্যুক। গ. ঋণগ্রস্ত। ও ঘ. এতিম।'[২০৯]

তাই চুগলখোরের উচিত আল্লাহর দরবারে তাওবা করা। অন্যথায় সে দুনিয়াতে লাঞ্ছিত হবে, কবরে আজাব ভোগ করবে আর আখিরাতে আগুনের খোরাক হবে। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। মৃত্যুর আগে আগে তাওবা করলে আল্লাহ কবুল করবেন।[২১০]

ইয়াহইয়া বিন আকসাম ﷺ বলেন, 'চুগলখোর জাদুকরের চেয়েও ভয়ংকর—জাদুকর এক মাসে যা করে, চুগলখোর তা এক ঘণ্টায় করে ফেলে।'[২১১]

একটি মাত্র শব্দের কারণে ভেঙে যায় স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন, বিনষ্ট হয় আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং শত্রুতে পরিণত হয় দীর্ঘদিনের বন্ধু। চুগলখোরকে বিশ্বাস করতে নেই। আজ সে আপনার কাছে এসে অন্যের নিন্দা করছে, আগামীকাল অন্যের কাছে গিয়ে আপনার দুর্নাম করবে।

ইমাম শাফিয়ি ﷺ বলেন, 'যে আপনার পক্ষে চুগলখোরি করে, সে আপনার বিপক্ষেও চুগলখোরি করে।'[২১২]

---

২০৮. সুরা আন-নিসা : ১০
২০৯. তামবিহুল গাফিলিন : ৮৯
২১০. তামবিহুল গাফিলিন : ৮৯
২১১. তামবিহুল গাফিলিন : ৮৯
২১২. আস-সিয়ার : ৯৯/১০

তাই আমাদের উচিত চুগলখোরদের ঘৃণা করা, তাদের ওপর আস্থা না রাখা এবং তাদের কথাকে মিথ্যা মনে করা। কেননা, যে আল্লাহকে ভয় করে না, তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। চুগলখোরি তার স্বভাবের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবস্থা দেখলে মনে হয়, এটাই যেন তার পেশা। সে মানুষের সম্প্রীতি দেখতে পারে না—বিভেদ দেখতে ভালোবাসে। তাই সবার অলক্ষ্যে সমাজে সে রোপণ করে অনৈক্যের বীজ। সামাজিক সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতা তার বিস্বাদ মনে হয়।

একবার আলি ﷺ এর দরবারে এক লোক এসে কারও ব্যাপারে চুগলখোরি করে। তিনি বলেন, 'হে অমুক, তোমার কথাটি আমরা যাচাই করে দেখব। তোমার কথা যদি সত্যি হয়, তবে আমরা তোমাকে ঘৃণা করব। আর যদি তুমি মিথ্যুক প্রমাণিত হও, তবে আমরা তোমাকে শাস্তি দেবো। আর যদি তুমি ক্ষমা চেয়ে নাও, তবে তোমাকে ক্ষমা করে দেবো।' সে বলে ওঠে, 'আমাকে ক্ষমা করে দিন, হে আমিরুল মুমিনিন।'[২১৩]

বলা হয়ে থাকে, চুগলখোরের কার্যকলাপ শয়তানের চেয়েও মারাত্মক। কেননা, শয়তান কাজ করে কল্পনা ও কুমন্ত্রণা দিয়ে। পক্ষান্তরে চুগলখোরের কাজকর্ম চলে সরাসরি ও প্রকাশ্যে।'[২১৪]

এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ বিন উমর ﷺ কে বলে, 'খবর পেয়েছি, অমুক আপনাকে এসে বলেছে, আমি নাকি আপনার নিন্দা করেছি?' উল্লেখ্য যে, তিনি তখন একটি অঞ্চলের শাসক ছিলেন। তিনি বলেন, 'হাঁ, বলেছে তো।' লোকটি বলে, 'সে আপনাকে কী বলেছে আমাকে খুলে বলুন, যাতে তার মিথ্যাটি আমি আপনাকে ধরিয়ে দিতে পারি।' তিনি বলেন, 'আমি নিজের মুখে নিজেকে গালি দিতে পারি না। আমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তার কথা বিশ্বাস করে আমি তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিনি।'[২১৫]

নির্দোষ মানুষের নামে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করা আসমানের চেয়েও ভারী অপরাধ। যে হতভাগা কোনো নিরপরাধ মানুষের বিরুদ্ধে শাসকের কাছে

---

২১৩. আল-ইহইয়া : ১৬৬/৩
২১৪. তামবিহুল গাফিলিন : ৮৯
২১৫. আল-ইহইয়া : ১৬৬/৩

মিথ্যা মামলা দায়ের করে, তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ। এতে অনেক সময় নির্দোষ লোকটি ফেঁসে যায় এবং মিথ্যা অপরাধে সাজা ভোগ করে।

মুসআব বিন জুবাইর ﵁ বলেন, 'আমরা মনে করি, পরনিন্দা করার চেয়ে শোনা অধিক মারাত্মক। কেননা, কারও নিন্দা করার অর্থ হলো, তার দোষগুলো প্রকাশ করা আর শোনা মানে তাকে পরনিন্দা করার অনুমতি দেওয়া। আর যে কাজটি করার অনুমতি দেয়, তার অপরাধই বেশি হয়, যে করে তার চেয়ে। সুতরাং তোমরা নিন্দুক থেকে দূরে থাকো। কথায় সত্যবাদী হলেও সে ঘৃণিত। কারণ সে অন্যের ইজ্জত নষ্ট করে। আর পরনিন্দারই অপর নাম চুগলখোরি। তবে পরনিন্দার ক্ষেত্রে নিন্দুক শ্রোতার প্রতিক্রিয়াকে ভয় পায়—শুধু এতটুকুই পার্থক্য।'[২১৬]

চুগলখোরির মূলে আছে আরও তিনটি জঘন্য অপরাধ—মিথ্যা, হিংসা ও কপটতা। এই পাপগুলো মানুষকে চরমভাবে লাঞ্ছিত করে।

জনৈক সালাফ বলেন, 'চুগলখোর যা শোনায়, তা যদি সত্যও হয়; আমি বলব, তোমাকে গালি দেওয়ার প্রশ্নে সে মূল নিন্দুকের চেয়েও বেশি স্পর্ধা দেখায়। কেননা, সে সরাসরি তোমার সামনে এসে কথাটি বলার সাহস করেনি।'[২১৭]

জনৈক জ্ঞানী লোকের কাছে তার এক আত্মীয় বেড়াতে এল। কথা প্রসঙ্গে সে তাকে বলল, 'আপনার অমুক বন্ধু আপনার নামে এই এই অপবাদ দিয়েছে।' তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'একে তো তুমি দেরিতে সাক্ষাৎ করতে এসেছ, আবার এসেই তিন-তিনটি অপরাধ করে ফেলেছ :

১. বন্ধুর প্রতি আমার মনে বিদ্বেষ সৃষ্টি করেছ।

২. আমার প্রশান্ত মনকে বিষণ্ন করে তুলেছ।

৩. নিজেই নিজের ব্যাপারে সুবিধাবাদী হওয়ার অপবাদ দিয়েছ।'[২১৮]

---

২১৬. আল-ইহইয়া : ১৬৮/৩
২১৭. আল-ইহইয়া : ১৬৮/৩
২১৮. আল-ইহইয়া : ১৬৮/৩

এই তিনটি ছাড়াও চুগলখোরির আরও খারাপ প্রতিক্রিয়া রয়েছে। এর পরিণাম যে কত ভয়াবহ হতে পারে, নিচের ঘটনাটি থেকে তার খানিকটা আন্দাজ করতে পারো।

হাম্মাদ বিন সালামা বর্ণনা করেন, 'এক ব্যক্তি একটি গোলাম বিক্রয় করে। কেনার সময় ক্রেতা জানতে চায়, তার কোনো দোষ আছে কি না। বিক্রেতা বলে, "নাহ, তেমন কোনো দোষ নেই; তবে তার চুগলখোরির অভ্যাস আছে।" ক্রেতা এটাকে সাধারণ ব্যাপার মনে করে গোলামটি কিনে বাড়ি নিয়ে আসে।

বেশ কিছুদিন মোটামোটি ভালোই কাটে। একদিন গোলাম মালিকের স্ত্রীর কাছে গিয়ে বলে, "আপনার স্বামী আপনাকে ভালোবাসেন না। তিনি তো ইদানীং একজন রক্ষিতা রাখার কথা ভাবছেন। আপনি কি চান, আপনার স্বামী আপনাকে আগের মতো ভালোবাসুক?" স্ত্রী বলে, "অবশ্যই চাই।" সে বলে, "আপনি একটি ক্ষুর সংগ্রহ করুন। আপনার স্বামী যখন ঘুমাবেন, চুপিচুপি তার কয়েকটি দাড়ি কেটে এনে আমাকে দেবেন।"

স্ত্রীকে এই বুদ্ধি দিয়ে সে এবার আসে তার মালিকের কাছে। তাকে বলে, "আপনার স্ত্রী তো গোপনে একজনের সঙ্গে পরকীয়ায় লিপ্ত। সে আপনাকে হত্যা করার পাঁয়তারা করছে। আপনি কি এই ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চান?" মালিক বলে, "কীভাবে নিশ্চিত হবো?" সে বলে, "আজ রাতে আপনি ঘুমের ভান করে বিছানায় পড়ে থাকবেন। তারপর দেখেন, আপনার স্ত্রী কী করে?"

গোলামের কথামতো সে বিছানায় ঘুমের ভান করে পড়ে থাকে। রাত গভীর হলে আবছা আলোতে সে দেখতে পায়, তার স্ত্রী তার দিকে পা টিপে টিপে এগিয়ে আসছে। হাতে একটি ক্ষুর। সে নিশ্চিত হয়ে গেল, স্ত্রী তাকে আজ নির্ঘাত হত্যা করে ফেলবে। লাফ দিয়ে উঠে সে এক ঝটকায় তার হাত থেকে ক্ষুরটি কেড়ে নেয়। প্রচণ্ড ক্রোধে সে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। হাতের ক্ষুরটি সে আমূল বসিয়ে দেয় স্ত্রীর বুকে। কিছুক্ষণ ছটফট করে নীরব হয়ে যায় তার দেহ।

এদিকে স্ত্রীর অভিভাবকরা খবর পেয়ে ছুটে আসে। অবস্থা দেখে তারা আক্রোশে স্বামীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আঘাতে আঘাতে তাকেও হত্যা করে ফেলে। এবার স্বামীর আত্মীয়-স্বজনরা ছুটে আসে। উভয় দলের মধ্যে বেধে যায় রক্তাক্ত লড়াই।'[২১৯]

মুসলিম ভাই আমার!

তোমাদের কারও কাছে যদি কেউ এসে চুগলখোরি করে বলে, অমুক তোমার ব্যাপারে এই এই বলেছে, তোমার বিরুদ্ধে এই কাজ করেছে, অমুক তোমার কাজটি পণ্ড করার ধান্দায় আছে, অমুক তোমার শত্রুদের সঙ্গে জোট বেঁধেছে; তখন তোমাদের করণীয় কী হবে?

এমতাবস্থায় তোমরা ছয়টি কাজ করবে :

১. তার কথায় মোটেও কান দেবে না। কারণ চুগলখোর ফাসিক, তার সাক্ষ্যের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই।

২. তাকে থামিয়ে দেবে। নসিহত করবে। চুগলখোরির কুফল তাকে বুঝিয়ে বলবে।

৩. আল্লাহর ওয়াস্তে এই লোকদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে। কেননা, আল্লাহ তাআলাও তাদের ঘৃণা করেন। আর তিনি যাদের ঘৃণা করেন, তাদের ঘৃণা করা অপরিহার্য।

৪. অনুপস্থিত অভিযুক্ত ভাইয়ের ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করবে না।

৫. চুগলখোরের কথাটি সত্য কি না, তা যাচাই করার চেষ্টা করবে না। সত্য বের করার জন্য অনুসন্ধানে নেমে পড়বে না।

৬. আত্মতুষ্টিতে ভুগবে না। চুগলখোরকে থামিয়ে দেওয়ার পর ঘটনাটি সবাইকে বলার ধান্দায় পড়বে না—অমুক আমাকে অমুকের ব্যাপারে এই এই বলেছে। এরূপ করলে তো তুমি নিজেই চুগলখোর ও গিবতকারীতে পরিণত হবে। যে অপরাধ তুমি থামিয়ে দিলে, নিজেই সেই অপরাধে লিপ্ত হয়ে গেলে।[২২০]

---

২১৯. তামবিহুল গাফিলিন : ৮৯

২২০. আল-ইহইয়া : ১৬৫/৩

গিবত ও চুগলখোরির চেয়েও বড় পাপ

পরস্পর শত্রু এমন দুই ব্যক্তির কাছে আসা-যাওয়া করা এবং উভয়ের মন জুগিয়ে কথা বলা গিবত ও চুগলখোরির চেয়েও বড় অপরাধ। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ

'দুনিয়াতে যারা দ্বিমুখী স্বভাবের হবে, কিয়ামতের দিন তাদের আগুনের দুটি জিহ্বা হবে।'[২২১]

অন্য হাদিসে এসেছে :

تَجِدُوْنَ مِنْ شَرِّ عِبَادِ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِيْ يَأْتِيْ هَؤُلَاءِ بِحَدِيثٍ وَهَؤُلَاءِ بِحَدِيثٍ

'কিয়ামতের দিন আল্লাহর সর্বাধিক নিকৃষ্ট বান্দাদের মধ্যে তুমি দ্বিমুখী স্বভাবের লোকদের দেখবে, যারা এক দলের কাছে গিয়ে এক কথা বলে, আবার অপর দলের কাছে গিয়ে আরেক কথা বলে।'

এই অর্থের হাদিস ইমাম বুখারি ও মুসলিম ﷺও বর্ণনা করেছেন। তবে এই শব্দগুলো ইবনে আবিদ দুনিয়া ﷺ এর।

এখন তুমি যদি জানতে চাও, একজন মানুষ আবার দ্বিমুখী স্বভাবের কীভাবে হয় এবং এর প্রকৃতি কেমন? তবে আমি বলব, কেউ যদি পরস্পর শত্রুতা রাখে এমন দুই ব্যক্তির কাছে আসা-যাওয়া করে, উভয়ের সঙ্গেই সুন্দর আচরণ করে এবং দুটি সম্পর্কের ব্যাপারেই আন্তরিক হয়, তবে সে মুনাফিকও হবে না, দ্বিমুখী স্বভাবেরও সাব্যস্ত হবে না। কেননা, পরস্পর শত্রুতা পোষণ করে এমন দুজন ব্যক্তির সঙ্গে একই সাথে একজন লোক বন্ধুত্ব করতে পারে। তবে সে বন্ধুত্ব হবে ঠুনকো—একেবারেই দুর্বল। এটি ভ্রাতৃত্বের পর্যায়ে পৌঁছতে পারবে না। কারণ, যদি প্রকৃত বন্ধুত্ব গড়ে

---

২২১. সুনানু আবি দাউদ : ৪৮৭৩

উঠত, তবে সে বন্ধুর দুশমনের প্রতি অবশ্যই বিদ্বেষ পোষণ করত। হাঁ, এখন সে যদি একজনের কথা আরেক জনকে গিয়ে লাগায়, তবে সে দ্বিমুখী স্বভাবের। আর এই স্বভাব চুগলখোরির চেয়েও মারাত্মক।[২২২]

যে ব্যক্তি পার্থিব স্বার্থ হাসিলের ধান্দায় কারও সামনে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়, আবার পেছনে তার নিন্দা করে বেড়ায়, সেও দ্বিমুখী স্বভাবের লোকদের তালিকায় পড়ে যায়।

হে ভাই!

মানুষে মানুষে অনৈক্য ও শত্রুতা সৃষ্টি করে শয়তানের সহযোগী হোয়ো না। সমাজের ঐক্য ও সম্প্রীতি বিনষ্ট করার পেছনে পোড়ো না। বরং কল্যাণকামী হও, বিবাদমান দুই শত্রুর মাঝে বন্ধুত্ব স্থাপনের প্রচেষ্টা চালাও। আল্লাহর কাছে তুমি এর ভরপুর প্রতিদান পাবে। সত্যবাদী হও। বাইরে তা-ই প্রকাশ করো, যা তুমি অন্তরে লালন করো। কারও সামনে চাটুকার আবার পেছনে নিন্দুক সেজো না।

২২২. আল-ইহইয়া : ১৬৮

তৃতীয় গুনাহ : মিথ্যা

মিথ্যা মারাত্মক পাপগুলোর অন্যতম। এটা নিকৃষ্টতম বদ-অভ্যাস। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾

'যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তার অনুসরণ কোরো না।'[২২৩]

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ، وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا. وَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذَّابًا

'সত্য মানুষকে পুণ্যের দিকে ধাবিত করে আর পুণ্য পরিচালিত করে জান্নাতের দিকে। মানুষ সত্যের ওপর অটল থেকে 'সিদ্দিক'-এর মর্যাদা লাভ করে। পক্ষান্তরে মিথ্যা ধাবিত করে পাপের দিকে আর পাপ মানুষকে নিয়ে যায় জাহান্নামের পথে। মিথ্যা বলতে বলতে মানুষ আল্লাহর কাছে মিথ্যুক সাব্যস্ত হয়ে যায়।'[২২৪]

অন্য হাদিসে এসেছে :

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

'চারটি স্বভাব যার থাকবে সে খাঁটি মুনাফিক। যার মধ্যে এর একটি স্বভাব থাকবে, সে একটি মুনাফিকি স্বভাবের অধিকারী

২২৩. সুরা আল-ইসরা : ৩৬
২২৪. সহিহুল বুখারি : ৬০৯৪

হবে—যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে। এই চারটি স্বভাব হলো : ১. কথা বললে মিথ্যা বলে, ২. প্রতিশ্রুতি দিলে বিশ্বাসঘাতকতা করে, ৩. অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করে, ৪. বিবাদে লিপ্ত হলে গালিগালাজ করে।'[২২৫]

আরেক হাদিসে এসেছে :

وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا

'বান্দা মিথ্যা বলতে বলতে একসময় মিথ্যায় পরিপূর্ণরূপে মনোনিবেশ করে, ফলে আল্লাহর কাছে সে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয়ে যায়।'[২২৬]

মিথ্যা সবার জন্য হারাম—সে মুসলমান হোক বা কাফির, নেককার হোক বা বদকার। কিন্তু মুমিনের ক্ষেত্রে পাপের মাত্রাটি কঠোরতর। মিথ্যা সর্বাংশেই হারাম।[২২৭]

প্রিয় ভাই!

মিথ্যাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করো। মিথ্যা তোমার জানা বিষয়গুলোকে গুলিয়ে ফেলবে। তোমার উপলব্ধিগুলো মানুষকে বিশুদ্ধভাবে বলতে তুমি ব্যর্থ হবে। কেননা, একজন মিথ্যাবাদী তার কল্পনায় অস্তিত্বহীন বস্তুকে অস্তিত্বশীল করে তোলে আর বিদ্যমান বস্তুকে বিলুপ্ত করে দেয়। হককে বাতিলরূপে আর বাতিলকে হকরূপে চিন্তা করে। কল্যাণকে অনিষ্ট হিসেবে দেখে আর অনিষ্টকে ভাবে কল্যাণ। ফলে তার বিবেচনাবোধ এলোমেলো হয়ে পড়ে। তার কাজকর্মেও পড়ে এর বিরূপ প্রভাব।

---

২২৫. সহিহুল বুখারি : ৩৪
২২৬. আল-মুজামুস সাগির, তাবারানি।
২২৭. আল-ফাতাওয়া : ২২৩/২৮

মিথ্যাবাদীর বিবেক স্বাভাবিক মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলে। তাই সে বস্তুর বিদ্যমান বাস্তবতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অস্তিত্বহীন ও বাতিল বস্তুর প্রতি ঝুঁকে পড়ে।[২২৮]

মিথ্যা পাপের মূল। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ

'মিথ্যা ধাবিত করে পাপের দিকে আর পাপ মানুষকে নিয়ে যায় জাহান্নামের পথে।'

মিথ্যা প্রথমে অন্তর থেকে জিহ্বায় সংক্রমিত হয়। ফলে তার কথাবার্তা দূষিত হয়। তারপর এর দূষণ ছড়িয়ে পড়ে অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। এতে করে কথাবার্তার মতো সকল কাজকর্মও দূষিত হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে মিথ্যার দূষণ ছড়িয়ে পড়ে তার কথায় ও কর্মে—বদলে যায় তার সার্বিক অবস্থা। অকল্যাণ তার ভাগ্যলিপি হয়ে দাঁড়ায়। ক্রমশ সে এগিয়ে যায় ধ্বংস ও বরবাদির দিকে। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আরও প্রবল হয়ে ওঠে মিথ্যার ব্যাধি। সত্যের ওষুধ দিয়ে যদি আল্লাহ তাআলা তার এই রোগ নিরাময় না করেন, সমূলে উচ্ছেদ না করেন মিথ্যার এই সংক্রমণ, তবে তার ধ্বংস অনিবার্য।[২২৯]

মালিক বিন দিনার ؒ বলেন, 'মানুষের অন্তরের দখল নেওয়ার জন্য সত্য ও মিথ্যা পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হয়। অবশেষে বিজয়ী পক্ষ পরাজিত পক্ষকে অন্তর থেকে তাড়িয়ে দেয়।'[২৩০]

হাসান ؒ বলেন, 'একদল লোক মুআবিয়া ؓ এর দরবারে কথা বলছিল। আহনাফ বিন কাইস ؒ নিশ্চুপ হয়ে বসে ছিলেন। মুআবিয়া ؓ বললেন, "তোমার কী হলো, হে আবু বাহর, কথা বলছ না কেন?" তিনি বললেন, "মিথ্যা বলতে গেলে আল্লাহর ভয় আর সত্য বলতে গেলে আপনার ভয়—কোন দিকে যাব, তা-ই ভাবছি।"'[২৩১]

---

২২৮. আল-ফাওয়ায়িদ : ১৭৮
২২৯. আল-ফাওয়ায়িদ : ১৭৮
২৩০. আল-ইহইয়া : ১৪৬/৩
২৩১. আল-ইহইয়া : ১২০/৩

উমর বিন আব্দুল আজিজ ﷺ বলেন, 'যখন থেকে আমি জানতে পেরেছি মিথ্যা স্বয়ং মিথ্যুকের জন্যও ক্ষতিকর, আমি আর কখনো মিথ্যে বলিনি।'[২৩২]

মিথ্যা শক্তি সরবরাহ করে সকল পাপের গোড়ায়, যেমনিভাবে পানি পুষ্টি যোগায় বৃক্ষের শিকড়ে।[২৩৩]

ইমাম শাফিয়ি ﷺ বলেন, 'আমি কোনো দিন আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ তো দূরের কথা, সত্য শপথও করিনি।'[২৩৪]

এক ব্যক্তি জাইনুল আবিদিন বিন হুসাইন ﷺ এর ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ দেয়। তিনি তাকে বলেন, 'তুমি যেরূপ বলেছ, আমি যদি সত্যিই তেমন হই, তবে আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই। আর যদি আমি তেমন না হই, তবে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন।' এমন কথা শুনে অবাক বিস্ময়ে লোকটি উঠে দাঁড়ায়—চুমু খায় তাঁর মাথায়। তারপর বলে, 'আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক আমার জীবন। আপনি তেমন নন, যেমনটি আমি বলেছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।' তিনি বলেন, 'আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন।'[২৩৫]

এক ব্যক্তি শাবি ﷺ এর ব্যাপারে একটি বাজে মন্তব্য করে। তিনি তাকে বলেন, 'তুমি সত্যবাদী হলে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন। আর তুমি মিথ্যুক হলে, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন।'[২৩৬]

অন্তরের যত নেক আমল আছে, সবগুলোর মূল হলো সত্যবাদিতা। পক্ষান্তরে অন্তরের যাবতীয় বদ আমল যেমন : রিয়া, গর্ব, অহংকার, আত্মতুষ্টি, দাম্ভিকতা, অহমিকা, ঔদ্ধত্য, ভীরুতা ইত্যাদি সবকিছুর শিকড় হলো মিথ্যা। প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য যত পুণ্যকর্ম আছে সবগুলোর উৎস সত্যবাদিতা আর যাবতীয় পাপকর্মের উৎপত্তিস্থল হলো মিথ্যা। আল্লাহ তাআলা মিথ্যাবাদীকে তার পাপের প্রতিদান দেবেন, বঞ্চিত করবেন

---

২৩২. আস-সিয়ার : ১২১/৫
২৩৩. কিতাবুস সামত : ২৫০
২৩৪. আস-সিয়ার : ৩৬/১০
২৩৫. শাজারাতুজ জাহাব : ১০৫/১
২৩৬. ওয়াফিয়াতুল আইয়ান : ১৪/৩

তাঁর রহমত ও কল্যাণ থেকে। আর সত্যবাদীকে তার পুণ্যের পুরস্কার দেবেন—দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দিয়ে ভরে দেবেন তার জীবনকে। সুতরাং দুনিয়া ও আখিরাতে সাফল্য লাভে সত্যের বিকল্প নেই। আর উভয় জাহানে ব্যর্থতা ও বরবাদির মূল নিয়ামক হলো এই মিথ্যা।[২৩৭]

لَا يَكْذِبُ الْمَرْءُ إِلَّا مِنْ مَهَانَتِهِ * أَوْ عَادَةِ السُّوْءِ أَوْ مِنْ قِلَّةِ الْأَدَبِ

'মানুষ মিথ্যে বলে তার হীনতা ও বদ-অভ্যাসের কারণে কিংবা শিষ্টাচারের অভাবে।'

কিছু লোক মিথ্যার ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করে। তারা মিথ্যাকে মনে করে কৌশল ও চালাকি। অথচ মিথ্যা তো মিথ্যাই, যে কারণেই বলা হোক না কেন।

আব্দুল্লাহ বিন আমির ﷺ বর্ণনা করেন, একদিন রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের বাড়িতে তাশরিফ আনলেন। তখন আমি অনেক ছোট। আমি খেলার জন্য দৌড়ে চলে যাচ্ছিলাম। আম্মু বললেন, 'আব্দুল্লাহ, এসো এসো... তোমাকে এটি দেবো।' রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তুমি তাকে কী দিতে চাইছ?' আম্মু বললেন, 'খেজুর।' তিনি বললেন, 'তুমি যদি তাকে কিছু না দিতে, তবে তোমার নামে মিথ্যার গুনাহ লেখা হতো।'[২৩৮]

আবু আব্দুর রহমান আল-খুরাইবি ﷺ বলেন, 'আমি জিন্দেগিতে কেবল একবারই মিথ্যা বলেছি—আব্বু আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তুমি কি উস্তাজের সামনে ইবারত পড়েছিলে?" আমি বলেছিলাম, "হাঁ।" অথচ আমি পড়িনি।'[২৩৯]

তালহা বিন মুসাররিফ ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখলেন, দ্বিতীয় আরেক জনকে কোনো বিষয়ে কৈফিয়ত দিচ্ছে। তিনি বললেন, 'এত বেশি অজুহাত দেখাতে যেয়ো না। আমার ভয় হয়, আবার মিথ্যা বলে না বসো।'[২৪০]

---

২৩৭. আল-ফাওয়ায়িদ : ১৭৮
২৩৮. সুনানু আবি দাউদ : ৪৯৯১
২৩৯. তাজকিরাতুল হুফ্ফাজ : ৩৩৮/১
২৪০. আল-ইহইয়া : ১৪৬/৩

আলি বিন আবু তালিব ﷺ বলেন, 'আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো মিথ্যা বলা। আর বান্দার জন্য সবচেয়ে বড় লজ্জা ও অনুতাপ হলো, কিয়ামতের দিনের লজ্জা ও অনুতাপ।'[২৪১]

لَعَمْرُكَ مَا لِلْمَرْءِ كَالرَّبِّ حَافِظٌ * وَلَا مِثْلُ عَقْلِ الْمَرْءِ لِلْمَرْءِ وَاعِظُ
لِسَانَكَ لَا يُلْقِيْكَ فِيْ الْغَيِّ لَفْظُهُ * فَإِنَّكَ مَأْخُوْذٌ بِمَا أَنْتَ لَافِظُ

'আল্লাহর শপথ, মানুষের সর্বোত্তম হিফাজতকারী আল্লাহ তাআলাই। বিবেকের চেয়ে উত্তম কোনো উপদেশদাতা নেই। জবানকে সংযত রাখো—তার উচ্চারিত কোনো কথা যেন তোমাকে গোমরাহির দিকে ঠেলে না দেয়। কেননা, তোমার মুখনিঃসৃত প্রতিটি শব্দের ব্যাপারে তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে।'[২৪২]

প্রিয় ভাই!

চলো, আমরা আমাদের মহান পূর্বপুরুষদের পবিত্র জীবনের দিকে তাকাই—তাঁরা কথায় কেমন সত্যবাদী ছিলেন! অঙ্গীকার রক্ষায় কতটুকু নিবেদিত ছিলেন!

আব্দুল্লাহ বিন আমর ﷺ মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আছেন। সহসা তার মনে পড়ে যায়, এক ব্যক্তির সঙ্গে তিনি একটি ওয়াদা করেছিলেন। তিনি পরিবারের লোকদের বলেন, 'কুরাইশের এক যুবক আমার মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল। আমি তাকে অনেকটা কথা দিয়ে ফেলেছিলাম। আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহর সঙ্গে এক-তৃতীয়াংশ[২৪৩] মুনাফিকি নিয়ে সাক্ষাৎ করব না। তোমরা সাক্ষী থেকো—আমি তার সঙ্গে আমার মেয়েকে বিয়ে দিয়েছি।'[২৪৪]

---

২৪১. আল-ইহইয়া : ১৪৬/৩

২৪২. আস-সামত : ৩০৫

২৪৩. তিনি এই হাদিসের দিকে ইঙ্গিত করেছেন : آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ মুনাফিকের আলামত তিনটি : ক. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। খ. ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে। এবং গ. তার কাছে আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে। (সহিহুল বুখারি : ৩৩, সহিহু মুসলিম : ৫৯)

২৪৪. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৬৫৯/১

أَدَّبْتُ نَفْسِيْ فَمَا وَجَدْتُ لَهَا * مِنْ بَعْدِ تَقْوَى الْإِلَهِ مِنْ أَدَبِ
فِيْ كُلِّ حَالَاتِهَا وَإِنْ قَصُرَتْ * أَفْضَلَ مِنْ صَمْتِهَا عَنِ الْكَذِبِ
وَغِيْبَةِ النَّاسِ إِنَّ غِيْبَتَهُمْ * حَرَّمَهَا ذُوْ الْجَلَالِ فِيْ الْكُتُبِ
إِنْ كَانَ مِنْ فِضَّةٍ كَلَامُكِ يَا * نَفْسُ فَإِنَّ السُّكُوْتَ مِنْ ذَهَبِ

'আমি অন্তর পরিশুদ্ধ করার দিকে মনোযোগী হলাম। দেখলাম, তাকওয়ার পর যে বস্তুটি আত্মিক পরিশুদ্ধির জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী, তা হলো মৌনতা। মিথ্যা ও গিবতের কলুষতা থেকে অন্তরকে পবিত্র রাখতে এর বিকল্প নেই; যদিও কুপ্রবৃত্তি এটিকে ভীষণ অপছন্দ করে। আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র কিতাবে গিবতকে হারাম করেছেন। হে আমার অন্তর, তোমার কথা যদি রৌপ্যের মতো দামিও হয়, তবুও মনে রেখো, মৌনতা হলো স্বর্ণতুল্য।'[২৪৫]

একবার রাবি বিন খুসাইম ﷺ এর বোন তার অসুস্থ ছেলেকে দেখতে আসে। তার ওপর ঝুঁকে আদর করে বলে, 'কী অবস্থা তোমার, হে আমার ছেলে?' এ কথা শুনে রাবি ﷺ বলেন, 'তুমি কি তাকে দুধ পান করিয়েছ?' সে বলে, 'না।' তিনি বলেন, 'ভাইপো বলে ডাকলেই তো পারতে। তখন সত্য বলা হতো।'[২৪৬]

উমর বিন আব্দুল আজিজ ﷺ বলেন, 'বালেগ হওয়ার পর থেকে আমি কখনো মিথ্যা বলিনি।'[২৪৭]

খালিদ বিন সাবিহ ﷺ কে একবার প্রশ্ন করা হয়, 'মাত্র একবার মিথ্যা বলার কারণে কি কাউকে মিথ্যাবাদী বলা যাবে?' তিনি উত্তর দেন, 'হ্যাঁ।'[২৪৮]

সালাফ সত্যের ওপর অটল থাকতে আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। জবানের স্খলনগুলো তারা গুনে গুনে রাখতেন। আহনাফ বিন কাইস ﷺ বলতেন,

---

২৪৫. কিতাবুস সামত : ৩১২
২৪৬. কিতাবুস সামত : ২৫৫
২৪৭. কিতাবুস সামত : ২৪১
২৪৮. আল-ইহইয়া : ১৪৬/৩

'ইসলাম গ্রহণের পর আমি একবার ছাড়া আর কখনো মিথ্যা বলিনি। একদা উমর ﷺ আমাকে কাপড় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কত দিয়ে কিনেছ এটি?" আমি দুই-তৃতীয়াংশ মূল্য কমিয়ে বলেছিলাম।'[২৪৯]

চলুন এবার ইমামে আজম আবু হানিফা ﷺ এর জীবন থেকে কিছু জানি।

ইমাম আবু হানিফা ﷺ ঠিক করে নিয়েছিলেন কখনো নিজের বক্তব্যকে জোরদার করার জন্য আল্লাহর নামে কসম খাবেন না। যদি খান তবে এক দিরহাম দান করা তার জন্য আবশ্যক। তখন থেকে যখনই তিনি আল্লাহর নামে শপথ করতেন, এক দিরহাম করে সাদাকা করতেন। তারপর তিনি ঠিক করেন, প্রতিবার আল্লাহর নামে শপথের জন্য তিনি এক দিনার করে দান করবেন। এরপর থেকে আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করলেই তিনি এক দিনার করে দান করতে শুরু করেন।

যখনই তিনি পরিবারের জন্য কিছু খরচ করতেন, হিসেব করে সমপরিমাণ তিনি দানও করে দিতেন। যখনই তিনি নতুন কোনো জামা পরিধান করতেন, আলিম ও শাইখদেরও সমমূল্যের জামা উপহার দিতেন। তিনি যে পরিমাণ খাবার খেতেন, সে পরিমাণ খাবার কোনো মিসকিনকেও খাওয়াতেন।[২৫০]

প্রিয় ভাই!

আমরা কি পারি না মহান পূর্বসূরিদের জীবন থেকে কিছু আলো গ্রহণ করতে! এক পা এক পা করে তাঁদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলতে! আমরা যদি কল্যাণের দিকে পা বাড়াই, আল্লাহর সাহায্য অবশ্যই আমরা পাব। তবে কেন আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকব?

আবু বুরদাহ বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, 'রিবয়ি বিন খিরাশ ﷺ সম্পর্কে এ কথা প্রসিদ্ধ ছিল যে, তিনি কখনো মিথ্যা বলেন না। তার দুই ছেলেকে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দেশান্তরের দণ্ড দিয়েছিল। তারা হাজ্জাজের নির্দেশ অমান্য করে মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই খুরাসান থেকে

---

২৪৯. কিতাবুস সামত : ২৫৩
২৫০. তারিখু বাগদাদ : ৩৫৮/৩

দেশে ফিরে আসে। এদিকে গুপ্তচর গিয়ে হাজ্জাজকে খবর দেয়, "হে আমির, রিবয়ি সম্পর্কে লোকদের ধারণা, তিনি নাকি কখনো মিথ্যা বলেন না। তার দণ্ডপ্রাপ্ত দুই ছেলে ফিরে এসেছে—তারা অপরাধী।" হাজ্জাজ রিবয়ি ﵀ কে নিয়ে আসার নির্দেশ দেয়। তিনি দরবারে প্রবেশ করলে হাজ্জাজ বলে ওঠে, "হে শাইখ!" তিনি জিজ্ঞেস করেন, "তুমি কী চাও?" সে বলে, "তোমার দুই ছেলের কী অবস্থা?" তিনি উত্তর দেন, "আল্লাহ তাআলাই সাহায্যকারী। তাদের আমি বাড়িতে রেখে এসেছি।" তাঁর সত্যবাদিতায় হাজ্জাজ আশ্চর্য হয়। সে বলে, "আল্লাহর কসম, আমি আপনার কোনো ক্ষতি করব না। আপনার ছেলেরা আপনার কাছেই থাক।"'[২৫১]

وَمَا شَيْءٌ إِذَا فَكَّرْتَ فِيْهِ * بِأَذْهَبَ لِلْمُرُوْءَةِ وَالْجَمَالِ

مِنَ الْكَذِبِ الَّذِيْ لَا خَيْرَ فِيْهِ * وَأَبْعَدَ بِالْبَهَاءِ مِنَ الرِّجَالِ

'গভীরভাবে চিন্তা করলে তুমি বুঝতে পারবে, মিথ্যার চেয়ে হীন ও অশোভন কাজ দ্বিতীয়টি নেই। কল্যাণের ছিটেফোঁটাও তুমি পাবে না মিথ্যার মাঝে। এটি মানুষের স্বাভাবিক সৌন্দর্যবোধেরও পরিপন্থী।'[২৫২]

সালাফ থেকে বর্ণিত আছে, দ্ব্যর্থবোধক কথায়[২৫৩] মিথ্যা বলার অবকাশ আছে। তবে একান্ত বাধ্য না হলে তারা এমন কথা বলারও অনুমতি দিতেন না। যদি কোনো বাধ্যবাধকতা না থাকে, তবে ইশারায় বা স্পষ্ট ভাষায় কোনোভাবেই মিথ্যা বলার সুযোগ নেই। তবে, দ্ব্যর্থবোধক কথা বলা মিথ্যার চেয়ে অপেক্ষাকৃত হালকা।

---

২৫১. কিতাবুস সামত : ২২৯

২৫২. আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ দ্বীন : ২৫৩

২৫৩. দ্ব্যর্থবোধক কথার মতলব হলো, এমন কথা যার দুটি অর্থ হতে পারে। যেমন : রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন আবু বকর ﵁ নিয়ে গোপনে মদিনায় হিজরত করছিলেন, পথিমধ্যে তারা জনৈক মুশরিকের মুখোমুখি হন। সে রাসুলুল্লাহ ﷺ কে চিনত না। আবু বকর ﵁-কে সে জিজ্ঞেস করল, 'এই লোকটি কে?' রাসুলুল্লাহ ﷺ পরিচয় বললে ঝামেলা হবে বিধায় তিনি দ্ব্যর্থবোধক কথায় তার উত্তর দিলেন, هذا الرجل يهديني السبيل 'তিনি আমার পথপ্রদর্শক।' ঘটনাটি বিস্তারিত জানতে দেখুন—সহিহুল বুখারি : ৩৯১১। (অনুবাদক)

ইবরাহিম নাখয়ি ﵀ এর সঙ্গে বাড়িতে কেউ দেখা করতে এলে, তিনি সাক্ষাৎ করতে না চাইলে চাকরকে হুকুম করতেন, তাকে বোলো, 'মসজিদে দেখা করুন।' আবার এ কথা বলে বসো না, 'তিনি বাড়িতে নেই।' মিথ্যা থেকে বাঁচতে তিনি এমনটি করতেন।

শাবি ﵀ এর সঙ্গে বাড়িতে কেউ মুলাকাত করতে এলে তিনি দেখা করতে না চাইলে দাসীকে বলতেন, 'একটি বৃত্ত এঁকে তাতে আঙুল রেখে বোলো—তিনি এখানে নেই।'

তবে একান্ত প্রয়োজন না হলে এসব করা যাবে না। কেননা, এতে যদিও মিথ্যা বলা হয় না, কিন্তু মিথ্যা বোঝানো হয়। তাই এটাকে পুরোপুরি ঠিক বলা যায় না।[২৫৪]

عَوِّدْ لِسَانَكَ قَوْلَ الْخَيْرِ تَحْظَ بِهِ * إِنَّ اللِّسَانَ لِمَا عَوَّدْتَ مُعْتَادُ

'তোমার জবানকে উত্তম কথায় অভ্যস্ত করো, যাতে লাভ করতে পারো প্রভূত কল্যাণ। তুমি জিহ্বাকে যেরকম অনুশীলন করাবে, সে তেমনই হবে।'

২৫৪. আল-ইহইয়া : ১৪৯/৩

চতুর্থ গুনাহ : ঠাট্টা-বিদ্রুপ

মানুষের কথাবার্তায় ও মজলিসের আড্ডায় ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে বলেন :

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ﴾

'হে মুমিনগণ, কোনো পুরুষ যেন অপর কোনো পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা, যাকে উপহাস করা হয়, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোনো নারী অপর কোনো নারীকেও যেন উপহাস না করে; কেননা, যাকে উপহাস করা হয়, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে।'[২৫৫]

আরবি (السخرية) শব্দের অর্থ : কাউকে ছোট করা, তাচ্ছিল্য করা, কারও দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতা প্রকাশ করে দেওয়া। তা কথার মাধ্যমে যেমন হতে পারে, তেমনই হতে পারে কাজের মাধ্যমেও—এমনকি হতে পারে ইশারা-ইঙ্গিতেও।[২৫৬]

ঠাট্টা-বিদ্রুপের সবচেয়ে মারাত্মক প্রকার হলো, দ্বীন ও দ্বীনদারদের নিয়ে ঠাট্টা করা। উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে, আল্লাহ, রাসুলুল্লাহ ﷺ কিংবা ইসলাম নিয়ে বিদ্রুপ করা প্রকাশ্য কুফরি—যা তাকে দ্বীন থেকে বের করে দেয়। অর্থাৎ সে মুরতাদ হয়ে যায়।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ؒ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা, আল্লাহর কোনো নিদর্শন কিংবা রাসুলুল্লাহ ﷺ কে নিয়ে ঠাট্টা করলে, ইমানের দাবি করা সত্ত্বেও তাকে কাফির সাব্যস্ত করা হবে।'[২৫৭]

ঠাট্টা-বিদ্রুপ আবার বিভিন্নভাবে হতে পারে। কেউ ঠাট্টা করে হিজাব নিয়ে, কেউ শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠা নিয়ে। যারা 'আমল বিল মারুফ নাহি আনিল

---

২৫৫. সুরা আল-হুজুরাত : ১১
২৫৬. আল-ইহইয়া : ১৪০/৩
২৫৭. আল-ফাতাওয়া : ২৭৩/৭

মুনকার’ বা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা প্রদান করেন, তারাই বেশির ভাগ বিদ্রুপের শিকার হয়ে থাকেন। কখনো মানুষ সুন্নাত নিয়ে ঠাট্টা করে—কেউ দাড়ি দেখে, কেউ লম্বা জুব্বা দেখে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ . لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾

‘আর তুমি তাদের প্রশ্ন করলে তারা নিশ্চয় বলবে, “আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও ক্রীড়া-কৌতুক করছিলাম।” বলো, “তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর নিদর্শন ও তাঁর রাসুলকে বিদ্রুপ করছিলে?” তোমরা দোষ স্খালনের চেষ্টা করো না। তোমরা তো ইমান আনার পর কুফরি করেছ। তোমাদের মধ্যে কোনো দলকে ক্ষমা করলেও অন্য দলকে শাস্তি দেবো—কারণ তারা অপরাধী।’[২৫৮]

এই আয়াতদুটির শানে নুজুল হলো, একবার জনৈক মুনাফিক বলল, ‘কুরআনের এই কারিদের মতো পেটুক, মিথ্যুক ও যুদ্ধভীরু লোক আমি দেখিনি।’ এক সাহাবি তার এই কথা রাসুলুল্লাহ ﷺ কে জানালেন। মুনাফিক লোকটি কৈফিয়ত দিতে দ্রুত রাসুলুল্লাহ ﷺ এর কাছে গেল। তিনি তখন উটে চড়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। সে বলল, ‘হে আল্লাহর রাসুল, আমরা তো কেবল আলাপ-আলোচনা ও হাস্য-কৌতুক করছিলাম।’ রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন— ﴿ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ . لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾ ‘তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর নিদর্শন ও তাঁর রাসুলকে বিদ্রুপ করছিলে?’ দোষ স্খালনের চেষ্টা করো না। তোমরা তো ইমান আনার পর কুফরি করেছ। তোমাদের মধ্যে কোনো দলকে ক্ষমা করলেও অন্য দলকে শাস্তি দেবো—

---

২৫৮. সুরা আত-তাওবা : ৬৫-৬৬

কারণ তারা অপরাধী।' লোকটি ধাবমান উটের জিনের রশি ধরে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে দৌড়ে যাচ্ছিল আর তার পা পাথরে পাথরে ঠোকর খাচ্ছিল। রাসুলুল্লাহ ﷺ তার দিকে ভ্রুক্ষেপও করলেন না।[২৫৯]

এ কথা তো সর্বজনবিদিত যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বাধিক দয়ালু আর ওজর-আপত্তি গ্রহণ করার ব্যাপারে সবার চেয়ে অগ্রগামী। এত কিছুর পরও তিনি বিদ্রুপকারীর কোনো ওজর কবুল করলেন না—কর্ণপাতও করলেন না তার কথার দিকে।[২৬০]

আমার ভাই, খুব সম্ভব তুমি বিষয়টি খেয়াল করেছ, আল্লাহ তাআলা বিদ্রুপ করার পূর্বে তাদের ইমানের স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, (قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ) 'তোমরা তো ইমান আনার পর কুফরি করেছ।'

আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের প্রকৃত অবস্থা মুমিনদের সামনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন :

﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾

> 'যারা কুফরি করে তাদের জন্য পার্থিব জীবন সুশোভিত করা হয়েছে, তারা মুমিনদের ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে থাকে। আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, কিয়ামতের দিন তারা তাদের ঊর্ধ্বে থাকবে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিজিক দান করেন।'[২৬১]

কিছু লোক এমন আছে, তাদের যখন বলা হয়, আপনার কথা তো দ্বীন নিয়ে ঠাট্টার পর্যায়ে চলে যাচ্ছে; তখন তারা বলে, 'আরে, আমাদের উদ্দেশ্য তো দ্বীন নয়। বিশেষভাবে ওই লোকটিও আমাদের লক্ষ্য নয়। আমরা তো এমনি হাস্য-রসিকতা করছি।' অথচ তাদের খবরও নেই—হাস্য-পরিহাস তাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে!

---

২৫৯. তাফসিরু ইবনি কাসির : ১১১/৪
২৬০. আল-ইসতিহজাউ বিদ-দ্বীনি ওয়া আহলিহি : ১১
২৬১. সুরা আল-বাকারা : ২১২

তারা দুনিয়াতে লাঞ্ছিত হবে আর আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। পৃথিবীতে দুর্ভাগ্য কখনো তাদের পিছু ছাড়বে না। জাহান্নামের আজাব থেকে তারা কখনো মুক্তি পাবে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ . إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ . فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ . إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾

'আল্লাহ বলবেন, "তোরা হীন অবস্থায় এইখানে থাক্ এবং আমার সঙ্গে কোনো কথা বলিস না। আমার বান্দাগণের মধ্যে একদল ছিল যারা বলত, "হে আমাদের রব, আমরা ইমান এনেছি, তুমি আমাদের ক্ষমা করো, দয়া করো। তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।" কিন্তু তাদের নিয়ে তোমরা এত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে যে, তা তোমাদের আমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল। তোমরা তাদের নিয়ে কেবল হাস্য-পরিহাসই করতে। আজ আমি তাদেরকে তাদের সবরের কারণে এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম যে, তারাই হলো সফলকাম।"[২৬২]

অন্য আয়াতে তিনি বলেন :

﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾

'যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের পীড়া দেয়, এমন কোনো অপরাধের জন্য যা তারা করেনি; তারা অপবাদের ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।'[২৬৩]

---

২৬২. সুরা আল-মুমিনুন : ১০৮-১১১
২৬৩. সুরা আল-আহজাব : ৫৮

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لاَ يُرِيدُ بِهَا بَأْسًا إِلاَّ لِيُضْحِكَ بِهَا الْقَوْمَ، فَإِنَّهُ لَيَقَعُ مِنْهَا أَبْعَدَ مِنَ السَّمَاءِ

'অনেক সময় মানুষ এমন কিছু কথা বলে ফেলে, যার উদ্দেশ্য কেবল মানুষকে হাসানো—অথচ কথাগুলো তাকে আসমানের চেয়েও অধিক দূরত্বে ছুঁড়ে দেয়।'[২৬৪]

আবু দারদা ﷺ একবার জনৈক বাচাল নারীকে দেখে বলেন, 'মহিলাটি বোবা হলেই তার জন্য ভালো হতো।'[২৬৫]

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ বলেন, 'একটি কুকুরকেও যদি আমি বিদ্রুপ করি, তো আমার এই ভয় হয় যে, আমি নিজে কুকুর হয়ে যাই। আমি কর্মহীন লোকদের দেখতে অপছন্দ করি, যারা না কোনো দুনিয়ার কাজ করে, না আখিরাতের।'[২৬৬]

মালিক বিন দিনার ﷺ বলেন, 'মানুষ খিয়ানতকারী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে খিয়ানতকারীদের তত্ত্বাবধায়ক হবে। আর মানুষ নিকৃষ্ট হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে নিজে নেককার হবে না, কিন্তু নেককারদের সমালোচনা করবে।'[২৬৭]

আলি বিন হুসাইন ﷺ বলতেন, 'যে ব্যক্তি না জেনে কারও প্রশংসা করে, সে না জেনে তার নিন্দাও করতে পারে।'[২৬৮]

প্রিয় ভাই!

রাসুলুল্লাহ ﷺ একবার সাহাবিদের জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা জানো, নিঃস্ব কে?' তাঁরা উত্তর দেন, 'আমরা তো নিঃস্ব বলি, যার টাকা-পয়সা ও সহায়-সম্পদ নেই তাকে। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

---

২৬৪. মুসনাদু আহমাদ : ১১,৩৩১
২৬৫. কিতাবুস সামত : ৮৯
২৬৬. আস-সিয়ার : ৪৯৬/১
২৬৭. সিফাতুস সাফওয়াহ : ২৮৬/৩
২৬৮. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ : ১২১/৯

إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ القِيامَةِ بِصلاةٍ وصِيامٍ وزَكَاةٍ، ويَأْتِي وقَدْ شَتَمَ هَذَا، وقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مالَ هَذَا، وسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وهَذَا مِنْ حَسناتِهِ ، فإنْ فَنِيَتْ حَسَناتُه قَبْلَ أنْ يُقضى مَا عَلَيهِ، أُخِذَ مِنْ خَطَاياهُم فَطُرِحَتْ عَلَيهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ

'আমার উম্মতের মধ্যে নিঃস্ব হলো সেই ব্যক্তি যে কিয়ামতের দিন সালাত, সাওম, জাকাত ইত্যাদি নিয়ে আসবে। কিন্তু দুনিয়াতে সে কাউকে গালি দিয়েছিল, কারও নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল, কারও সম্পদ আত্মসাৎ করেছিল, কারও রক্ত প্রবাহিত করেছিল, কাউকে প্রহার করেছিল—ফলে এসব অন্যায়ের পরিবর্তে তার নেকিগুলো জুলুম অনুপাতে ওই মজলুমদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হবে। দিতে দিতে যদি তার নেকি শেষ হয়ে যায়, তবে ওদের গুনাহগুলো তার ঘাড়ে চাপিয়ে হলেও তার জুলুমের শোধ নেওয়া হবে। তারপর তাকে জাহান্নামে ছুঁড়ে ফেলা হবে।'[২৬৯]

যে ব্যক্তি আল্লার কিতাব, রাসুলের সুন্নাত এবং তাঁর নেককার বান্দাদের নিয়ে ঠাট্টা করে, তাদের ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহয় আরও অনেক শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে।

ইবনু খাল্লিকান ﷺ বর্ণনা করেন, 'বসরা নগরীতে এক লোক ছিল। তাকে আবু সালামা নামে ডাকা হতো। সে ছিল বেহায়া, পরিহাসপ্রিয় ও বেপরোয়া গোছের। একবার তার সামনে মিসওয়াকের ফজিলত নিয়ে কথা হয়। আলোচনার মাঝখানে সে বলে ওঠে, "আল্লাহর কসম, আমি কখনো মিসওয়াক করব না—করলেও মলদ্বারে করব।" এই বলে বেহায়া লোকটা একটি মিসওয়াক নিয়ে তার গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করিয়ে আবার বের করে আনে। এরপর থেকে তার অবিরাম পেটের পীড়া শুরু হয়। মলদ্বারেও দেখা দেয় প্রচণ্ড ব্যথা। দীর্ঘ নয় মাস এই কষ্ট ভোগার পর সে গুহ্যদ্বার দিয়ে বড়

---

২৬৯. সহিহ মুসলিম : ২৫৮১

ইঁদুরের মতো একটি প্রাণী প্রসব করে, যার মাথার দিকটা অনেকটা মাছের মতো; চারটি দাঁত মুখের বাইরে থেকে দৃশ্যমান; লেজটি বেশ লম্বা; চারটি পায়ের প্রতিটিতে চারটি করে আঙুল; নিতম্ব খরগোশের মতো। লোকটার পেট থেকে মাটিতে পড়েই প্রাণিটি তিনটি চিৎকার দেয়। তখন লোকটার মেয়ে একটি পাথরের আঘাতে গুঁড়িয়ে দেয় অদ্ভুত প্রাণিটির মাথা। প্রসবের পর সে মাত্র দুদিন বেঁচে থাকে। তৃতীয় দিন সে মারা যায়।

মৃত্যুর পূর্বে সে বারবার বলত, "এই প্রাণিটি আমাকে হত্যা করেছে—কেটেকুটে শেষে করেছে আমার নাড়িভুঁড়ি।" ইবনে কাসির ﷺ বলেন, "এই ঘটনাটি ওই এলাকার অসংখ্য মানুষ ও খতিবরা দেখেছেন। অনেক মানুষ প্রাণিটিকে জীবিত অবস্থায় দেখেছে; অনেকে দেখেছে তার মৃতদেহ।"'[২৭০]

এটি তো অতীতের একটি মাত্র ঘটনা। এরূপ হাজারো ঘটনা ছড়িয়ে আছে ইতিহাসের পাতায় পাতায়।

চলুন আমরা বর্তমান যুগে ফিরে আসি। আল্লামা আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির ﷺ আমাদের একটি ঘটনা শুনিয়েছেন। তিনি বলেন :

'শাইখ তাহা হুসাইন তখন (الجامعة المصرية) পুরাতন মিসর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। (বর্তমান কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়)। উচ্চতর শিক্ষার জন্য তাকে সরকারি খরচে ইউরোপ পাঠানোর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। সুলতান হুসাইন ﷺ আপন স্নেহ ও আনুকূল্য প্রদান করে তাকে সম্মানিত করার মনস্থ করেন। তিনি নিজ বাসভবনে তাকে আমন্ত্রণ জানান—ধন্য করেন মহামূল্যবান উপহার দিয়ে।

ওয়াকফ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত মসজিদগুলোর খতিবদের মধ্যে জনৈক খতিব খুব শক্তিমান বক্তা ছিলেন। তার অলংকারপূর্ণ উচ্চ মার্গের বাকশৈলী শ্রোতাদের মাতিয়ে রাখত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তার নাম শাইখ মুহাম্মাদ আল-মাহদি। তিনি হলেন 'মসজিদে ইজবান'-এর খতিব। সুলতান হুসাইন ﷺ নিয়মিত জুমার সালাত আদায় করতেন।

---

২৭০. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ : ২৬৩/১৩। বুস্তানুল আরিফিন : ৫১

এক জুমাবার তিনি 'আবিদিন আল-আমির' ভবনের পাশে অবস্থিত 'মসজিদে মাবদুলি'তে সালাত আদায় করেন। ওয়াকফ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সেই জুমাবারের জন্য চারুবাক খতিব সাহেবকে ওই মসজিদে খুতবা দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়। খতিব সাহেব মনে মনে সুলতানের প্রশংসা করার সিদ্ধান্ত নেন। বিশেষভাবে শাইখ তাহা হুসাইনকে সম্মানিত করার বিষয়টিকে তিনি খুব গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেন। অবশ্য এটি যথার্থই ছিল। কিন্তু সেদিন তার বাগ্মিতা তাকে চরমভাবে প্রতারিত করে। উঁচু মানের সাহিত্যপূর্ণ প্রশংসা করতে গিয়ে তিনি সীমা লঙ্ঘন করে বসেন। এমন এক মারাত্মক ভুল করে ফেলেন, যা কখনোই শোধরানো সম্ভব নয়।

খুতবায় তিনি বলে ফেলেন : (جاءه الأعمى فما عبس في وجهه وما تولى) 'তার কাছে এলো এক অন্ধ—কিন্তু তিনি ভ্রূকুঞ্চিতও করেননি, মুখও ফিরিয়ে নেননি।' সেদিন মসজিদে আমার পিতা শাইখ মুহাম্মাদ শাকির ﷺও ছিলেন। সালাত শেষে মুসল্লিদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা করেন, 'আপনাদের কারও সালাত আদায় হয়নি। সবাই পুনরায় জোহরের সালাত আদায় করে নিন।' সবাই জোহরের সালাত আদায় করে নেয়। তারপর তিনি ঘোষণা করেন, 'খতিব সাহেব রাসুলুল্লাহ ﷺ কে ইঙ্গিতে মন্দ বলে কুফরি করেছেন; যদিও তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেননি।'

একবার রাসুলুল্লাহ ﷺ কুরাইশের বড় বড় সর্দারদের ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। এমন সময় অন্ধ সাহাবি আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম ﷺ এসে তাঁকে প্রশ্ন করে বিব্রত করলেন। ফলে তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করলেন এবং বিরক্তিতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আল্লাহ তাআলা রাসুলুল্লাহ ﷺ কে এই প্রসঙ্গে সাবধান করে সুরা আবাসা নাজিল করেন। এই বোকা মূর্খ খতিব সুলতানের চাটুকারিতা করতে গিয়ে ইঙ্গিতে তার আচরণকে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর চেয়েও উত্তম বলে ফেলেছে। অবশ্য সুলতান তার এই চাটুকারিতার মুখাপেক্ষী নন। আল্লাহ তাআলা আমাদের ক্ষমা করুন। খতিবের এই অপকর্মে কোনো মুসলমান সন্তুষ্ট হতে পারে না। এমনকি স্বয়ং সুলতানও সেদিন তার এই বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেন।

আখিরাতে সে তার প্রতিদান তো বুঝে পাবেই—কিন্তু আল্লাহ তাআলা এই বেয়াদবকে দুনিয়াতেও ছেড়ে দেননি। আল্লাহর কসম, কয়েক বছর পর তাকে আমি নিজের চোখে দেখেছি চরম লাঞ্ছিত ও অপদস্থ অবস্থায়। সে কায়রোর এক মসজিদের দরোজায় মুসল্লিদের জুতা পাহারা দিচ্ছিল। অথচ এক সময় গর্বে অহংকারে তার মাটিতে পা পড়ত না। বড় বড় আমির-উমারার সঙ্গে ছিল তার ওঠা-বসা। আমি তাকে চিনতাম—সেও আমাকে চিনত। আমাকে দেখে সে লজ্জায় কুঁকড়ে যায়। তার প্রতি করুণা হওয়ার কোনো কারণ নেই আবার তার পরিণামে খুশি হওয়ারও কোনো সুযোগ নেই। মহৎ লোকেরা অন্যের কষ্টে আনন্দিত হন না। তবে এই ঘটনা থেকে আমরা শিখতে পারি অনেক কিছু।'[২৭১]

২৭১. কালিমাতুল হক : ১৭৩
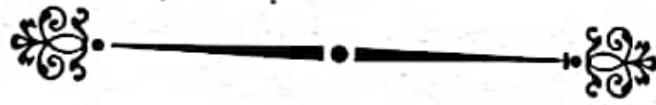
কেমন ছিলেন তিনি?

রাসুলুল্লাহ ﷺ ছিলেন অনুপম বাকশৈলীর অধিকারী। তাঁর মনোমুগ্ধকর বাচনভঙ্গি মানুষকে কাছে টানত। ভাষার বিশুদ্ধতার বিচারে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন এক অনন্য উচ্চতায়। তাঁর মধুর আচরণ, উৎকৃষ্ট শব্দচয়ন এবং লৌকিকতা বিবর্জিত অর্থপূর্ণ সাবলীল উচ্চারণ শ্রোতার মনে অনুভবের ঝংকার তুলত। তাঁকে দান করা হয়েছিল 'জাওয়ামিউল কালিম' বা সর্বমর্মী বচন। তাই তাঁর কথায় লুকিয়ে থাকত গভীর জ্ঞান ও বিরল প্রজ্ঞা।[২৭২]

মানুষের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাধিক ন্যায়পরায়ণ, অনুপম চরিত্রবান, পরম সত্যবাদী ও নিঃস্বার্থ আমানতদার। দুশমনরাও অকপটে তাঁর অপূর্ব গুণাবলির কথা স্বীকার করত। নবুওয়াত লাভের পূর্বে তাঁকে ডাকা হতো 'আল-আমিন' বা 'পরম বিশ্বস্ত' নামে। জটিল মতবিরোধগুলোর ফয়সালার জন্য মানুষ তারই শরণাপন্ন হতো।

সুনানে তিরমিজিতে এসেছে, আলি ﷺ বর্ণনা করেন, 'একবার আবু জাহেল রাসুলুল্লাহ ﷺ কে বলে, 'আমরা তোমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করি না, তবে তুমি যা নিয়ে এসেছে, সেগুলো আমরা অস্বীকার করি। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাজিল করেন :

﴿فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾

'কিন্তু তারা তো তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না; বরং জালিমেরা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে।'[২৭৩]

বাদশাহ হিরাক্লিয়াস আবু সুফইয়ানকে[২৭৪] জিজ্ঞেস করেছিল, 'তোমরা কি নবুওয়াত দাবি করার পূর্বে তাকে মিথ্যাবাদী মনে করতে?' আবু সুফইয়ান উত্তর দিল, 'না।'[২৭৫]

---

২৭২. আর-রাহিকুল মাখতুম, মুবারকপুরি : ৪৬৫
২৭৩. সুরা আল-আনআম : ৩৩
২৭৪. আবু-সুফইয়ান ﷺ তখনও মুসলমান হননি।
২৭৫. আর-রাহিকুল মাখতুম : ৪৬১

আবুল বুহতারি বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ কোনো মুমিনকে তিরস্কার করেননি—করলেও তা কেবল তার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত বা রহমতস্বরূপ। তিনি কোনো স্ত্রী বা দাসীকে কখনো অভিশাপ দেননি। একবার যুদ্ধে তাঁকে বলা হলো, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনি ওদের অভিশাপ দিন।' তিনি বললেন, 'আমি রহমতরূপে প্রেরিত হয়েছি, অভিশাপকারী হিসেবে নয়।'[২৭৬]

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর কথা ছিল পরিমিত, সহজবোধ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ। অহেতুক কোনো কথা তিনি বলতেন না। তাঁর বক্তব্য ছিল মালায় গাঁথা ফুলের মতো বিন্যস্ত।

আয়িশা ﷺ বলেন, 'তিনি একটানা দ্রুত কথা বলতেন না, যেভাবে তোমরা বলে থাকো। তিনি বলতেন ধীরে ধীরে—তাও আবার পরিমিত। তোমাদের মতো অবিন্যস্তভাবে এলোমেলো কথা তিনি বলতেন না।'[২৭৭]

তাঁর কথা ছিল পরিমিত, তবে ব্যাপক অর্থবোধক। কথা বেশি দীর্ঘও করতেন না, আবার অতিরিক্ত সংক্ষিপ্তও করতেন না। তাঁর মুখনিঃসৃত এক-একটি শব্দ যেন পরবর্তী শব্দকে অনুসরণ করে সুশৃঙ্খলভাবে উচ্চারিত হতো। কথার মাঝে মাঝে তিনি অল্প বিরতি দিতেন, যাতে শ্রোতারা সহজে তাঁর কথা হৃদয়ংগম করতে পারে।[২৭৮]

আনাস ﷺ বলেন, 'আমি এমন কোনো রেশমি কাপড় স্পর্শ করিনি, যা রাসুলুল্লাহ ﷺ এর হাতের তালুর চেয়ে কোমল ও মসৃণ। রাসুলুল্লাহ ﷺ এর শরীরের সুঘ্রাণের চেয়ে অধিক সুগন্ধময় কোনো বস্তু আমি শুঁকিনি। আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ এর দশ বছর খিদমত করেছি—আমার কোনো আচরণের জবাবে তাঁর মুখ থেকে 'উফ' শব্দটিও কখনো বের হয়নি। আমার করা কোনো কাজের ব্যাপারে তিনি এ কথা বলেননি যে, "এটি কেন করলে?" আর কোনো কাজ না করার কারণে তিনি বলেননি, "কেন এটি করোনি?"'

---

২৭৬. আল-ইহইয়া : ৩৯৪/২
২৭৭. আল-ইহইয়া : ৩৯৭/২
২৭৮. আল-ইহইয়া : ৩৯৭/২

আয়িশা ﷺ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রকৃতিগতভাবেই অশালীন ছিলেন না—অশ্লীল কোনো কথা বা কাজেও তিনি কখনো লিপ্ত হতেন না। তিনি বাজারে হট্টগোল করে বেড়াতেন না। তিনি অন্যায়ের বদলে অন্যায় করতেন না; বরং উদার মনে ক্ষমা করে দিতেন।

তিনি সব সময় হাসতেন মুচকি হাসি। কখনো রেগে গেলে চেহারা ফিরিয়ে নিতেন আর খুশি হলে দৃষ্টি অবনত করতেন।'[২৭৯]

ওঠা-বসায় সব সময় তাঁর মুখে জিকির জারি থাকত। চলুন, হিন্দ বিন আবু হালা ﷺ এর মুখে শোনা যাক রাসুলুল্লাহ ﷺ এর আরও কিছু গুণাবলি :

'রাসুলুল্লাহ ﷺ দীর্ঘ সময় ধরে গভীর ভাবনায় নিমগ্ন থাকতেন। চিন্তা করতেন সব সময়—তাঁর কেন যেন স্বস্তি ছিল না। অহেতুক কোনো কথা উচ্চারিত হতো না তাঁর মুখে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি নিশ্চুপ হয়ে থাকতেন। কেবল প্রয়োজনীয় কথাই তিনি বলতেন। সাহাবিদের খুব ভালোবাসতেন—সব সময় কাছে কাছে রাখতেন।[২৮০]

তাঁর সহজ সরল চাল-চলন ও অমায়িক ব্যবহার আপন করে নিয়েছিল সবাইকে। তিনি অধিষ্ঠিত হলেন তাঁদের পিতার মর্যাদায়। মজলিসে তাঁরা সবাই তাঁর পাশাপাশি বসতেন। সহিষ্ণুতা, শালীনতাবোধ, ধৈর্য ও বিশ্বস্ততায় ভরপুর থাকত তাঁদের মুবারক মাহফিল। সেখানে উঁচু হতো না কারও কণ্ঠস্বর। ছোটরা বড়দের নিবেদন করত শ্রদ্ধা আর বড়রা ছোটদের বিলিয়ে দিত স্নেহের কোমল স্পর্শ। ধনীরা এগিয়ে আসত অভাবীদের সাহায্যে। মুসাফিরদের আপন করে নেওয়া হতো দ্বিধাহীন চিত্তে।

তিনি সব সময় থাকতেন হাস্যোজ্জ্বল চেহারায়। তাঁর মেজাজ ছিল খুবই কোমল আর আচরণ অমায়িক। তিনি রূঢ় ব্যবহার করতেন না। কখনো চিৎকার-চেঁচামেচি করতেও কেউ দেখেনি তাঁকে। অশালীন কথা ও কাজ থেকে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ পবিত্র। কাউকে তিরস্কার করতেন না; আবার কারও তোষামোদেও তিনি ছিলেন না। অহেতুক কোনো কথা বা কাজ ছিল

---

২৭৯. মুখতাসারুশ শামায়িলিল মুহাম্মাদিয়্যাহ : ২১
২৮০. আর-রাহিকুল মাখতুম, মুবারকপুরি : ৪৬৭

তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। তিনটি কাজ থেকে নিজেকে সব সময় দূরে রাখতেন : লৌকিকতা, বাড়াবাড়ি ও অহেতুক কাজ। মানুষের সাথে তিনটি কাজ কখনো করতেন না : ক. কারও নিন্দা করতেন না এবং কাউকে লজ্জা দিতেন না। খ. কারও দোষ খুঁজে বেড়াতেন না। গ. কল্যাণকর না হলে কারও সঙ্গে কথা বলতেন না। তাঁর কথা শ্রোতারা এত নীরবে এত গভীর মনোযোগে শুনত—যেন তাদের মাথায় কোনো পাখি বসে আছে আর কথা বললেই তা উড়াল দেবে।[২৮১]

আল্লাহ তাআলা তাঁর গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যসমূহকে পরিপূর্ণতা দিয়েছিলেন। তাঁকে শিক্ষা দিলেন অনুপম শিষ্টাচার। আল্লাহ তাআলা নিজেই তাঁর প্রশংসা করে বলেন :

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾

'নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।'[২৮২]

প্রিয়নবির পাক কদমে উৎসর্গিত হোক আমাদের জীবন। হে আল্লাহ, তাঁকে দেখার সুযোগ আমরা পাইনি—সময়ের অলঙ্ঘ্য প্রাচীর দাঁড়িয়ে গেছে আমাদের মাঝখানে। আমরা যেন জান্নাতে তাঁর মুলাকাত লাভে ধন্য হতে পারি। হে দয়াময়, তাঁর শাফাআত থেকে আমাদের বঞ্চিত কোরো না।

---

২৮১. আর-রাহিকুল মাখতুম : ৪৬৮ (সংক্ষেপিত)

২৮২. সুরা আল-কলাম : ৪

তথ্যসূত্র

১. আল-ইসতিহজা বিদ দ্বীনি ওয়া আহলিহি—ড. মুহাম্মাদ বিন সাইদ আল-কাহতানি; দারুল ওয়াতান, ১৪১২ হিজরি।

২. আল-আজকারুন নববিয়্যাহ—ইমাম মুহিউদ্দিন ইয়াহইয়া বিন শরফ আন-নববি, দারুল মালাহ লিত তাবাআহ, ১৩৯১ হিজরি।

৩. ইহইয়াউ উলুমিদ দ্বীন—আবু হামিদ আল-গাজালি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৬ হিজরি।

৪. আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ দ্বীন—মাওয়ারদি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ।

৫. ইরশাদুল ইবাদ লিল ইসতিদাদি লিয়াওমিল মাআদ—আব্দুল আজিজ আস-সালমান, ১ম সংস্করণ, ১৪০৬ হিজরি।

৬. আমরাজুন নুফুস—ইবরাহিম মুহাম্মাদ আল-জামাল, দারুল কিতাবিল আরাবি, ২য় সংস্করণ, ১৪০৮ হিজরি।

৭. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ—হাফিজ ইবনে কাসির, মাতবাআতুল মুতাওয়াসসিত।

৮. বুসতানুল আরিফিন—ইমাম আবু ইয়াহইয়া জাকারিয়া বিন শরফ আন-নববি।

৯. তারিখু বাগদাদ—খতিবে বাগদাদি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ।

১০. তাজকিরাতুল হুফফাজ, জাহাবি, দারু ইহইয়াইত তুরাস।

১১. আত-তাজকিরাহ ফিল ইসতিদাদ লিল ইয়াওমিল আখির—আলি সালিহ, ২য় সংস্করণ, ১৪০৭ হিজরি।

১২. তারতিবুল মাদারিক ওয়া তাকরিবুল মাসালিক লি মারিফাতি আলামি মাজহাবিল ইমাম মালিক—কাজি ইয়াজ, মাকতাবাতুল হায়াহ।

১৩. তাফসিরু ইবনি কাসির—ইমাম আবুল ফিদা ইসমাইল বিন কাসির, দারুল ফিররি লিত তাবাআহ ওয়ান নাশর, ১৪০১ হিজরি।

১৪. তামবিহুল গাফিলিন—আল-ফকিহ নাসর আস-সমরকন্দি, দারুশ শারুক, ১৪১০ হিজরি।

১৫. জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম—ইবনে রজব হাম্বলি, ৫ম সংস্করণ, ১৪০০ হিজরি।

১৬. আল-জাওয়াবিল কাফি লিমান সাআলা আনিদ দাওয়াইশ শাফি—ইবনু কাইয়িমিল জাওজিয়্যাহ, দারুল কিতাবিল আরাবি, ১ম সংস্করণ, ১৪০৭ হিজরি।

১৭. আল-হাসানুল বাসারি, ইবনুল জাওজি।

১৮. হাসাইদুল আলসুন—হুসাইন আওয়াইশাহ, দারু আম্মার, ২য় সংস্করণ, ১৪০৯ হিজরি।

১৯. হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া—হাফিজ আবু নুআইম, দারুল কিতাবিল আরাবি।

২০. দিওয়ানু আবুল আতাহিয়্যাহ—দারু সাদির বৈরুত, ১৪০০ হিজরি।

২১. আর-রাহিকুল মাখতুম—মুবারকপুরি, দারুল ইলম বৈরুত, ২য় সংস্করণ, ১৪০৮ হিজরি।

২২. রিয়াজুস সালিহিন মিন কালামি সাইয়িদিল মুরসালিন—ইমাম নববি, দারুল জিল বৈরুত।

২৩. কিতাবুজ জুহদ—আবু বকর আহমাদ বিন আমর বিন আবু আসিম, আদ-দারুস সালাফিয়াহ, ২য় সংস্করণ, ১৪০৮ হিজরি।

২৪. সিয়ারু আলামিন নুবালা—ইমাম জাহাবি।

২৫. শাজারাতুজ জাহাব ফি আখবারি মান জাহাব, ইবনে মাআদ হাম্বলি, দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবি।

২৬. শারহুস সুদুর বিশারহি হালিল মাওতা ওয়াল কুবুর—হাফিজ জালালুদ্দিন আস-সুয়ুতি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ।

২৭. সিফাতুস সাফওয়াহ—ইবনুল জাওজি, দারুল মারিফাহ, ১৪০৫ হিজরি।

২৮. কিতাবুস সামত ওয়া আদাবিল লিসান—ইবনে আবিদ দুনিয়া, দারুল কিতাবিল আরাবি, ১ম সংস্করণ, ১৪১০ হিজরি।

২৯. সাইদুল খাতির—ইবনুল জাওজি, দারুল কিতাবিল আরাবি, ২য় সংস্করণ, ১৪০৭ হিজরি।

৩০. তাবাকাতুল হানাবিলাহ—কাজি আবু ইয়ালা, মাতবাআতুস সুন্নাতিল মুহাম্মাদিয়া ও দারুল মারিফাহ বৈরুত।

৩১. তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাতিল কুবরা—তাজুদ্দীন আস-সুবকি, দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যাহ।

৩২. উকুদুল লুলু ওয়াল মারজান ফি ওয়াজাইফি শাহরি রামাজান—ইবরাহিম বিন আবিদ।

৩৩. মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনি তাইমিয়া—সংকলনে আব্দুর রহমান বিন কাসিম এবং তার ছেলে মুহাম্মাদ, ১ম সংস্করণ, ১৩৯৮ হিজরি।

৩৪. ফাতহুল কাদির—ইমাম শাওকানি, দারুল মারিফাহ।

৩৫. আল-ফাওয়ায়িদ—ইবনুল কাইয়িম, দারুন নাফাইস।

৩৬. কালিমাতুল হক—আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, ১ম সংস্করণ, দারুল কুতুবিস সালাফিয়াহ, ১৪০৬ হিজরি।

৩৭. মুখতাসারুশ শামায়িলিল মুহাম্মাদিয়াহ—আলবানি, আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, আম্মান, জর্দান; ১ম সংস্করণ, ১৪০৫ হিজরি।

৩৮. মুখতাসারু মিনহাজিল কাসিদিনি—ইমাম আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-মাকদিসি, আল-মাকতাবাতুল ইসলামি, ৭ম সংস্করণ, ১৪০৬ হিজরি।

৩৯. মিনহাজুল কাসিদিন—ইবনুল জাওজি।

৪০. মুকাশাফাতুল কুলুব—আবু হামিদ গাজালি, দারু ইহইয়াইল উলুম, ১ম সংস্করণ, ১৪০৩ হিজরি।

৪১. কিতাবুল ওয়ার—ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ।

৪২. ওয়াফিয়াতুল আইয়ান ওয়া আনবাউ আবনাইজ জামান—ইবনু খাল্লিকান, দারু সাদির বৈরুত, ১৩৯৭ হিজরি।

লেখক পরিচিতি

ড. শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম। আরববিশ্বের খ্যাতনামা লেখক, গবেষক ও দায়ি। জন্মগ্রহণ করেছেন সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের উত্তরে অবস্থিত 'বীর' নগরীতে—বিখ্যাত আসিম বংশের কাসিম গোত্রে। তাঁর দাদা শাইখ আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ বিন কাসিম আল-আসিমি আন-নাজদি রহ. ছিলেন হাম্বলি মাজহাবের প্রখ্যাত ফকিহ। তাঁর পিতা শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান রহ.ও ছিলেন আরবের যশস্বী আলিম ও বহু গ্রন্থপ্রণেতা। শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম জন্ম সূত্রেই পেয়েছিলেন প্রখর মেধা, তীক্ষ্ণ প্রতিভা আর ইলম অর্জনের অদম্য স্পৃহা। পরিবারের ইলমি পরিবেশে নিখুঁত তত্ত্বাবধানে বেড়ে উঠেছেন খ্যাতনামা এই লেখক। আনুষ্ঠানিক পড়াশোনা শেষ করে আত্মনিয়োগ করেন লেখালেখিতে—গড়ে তোলেন 'দারুল কাসিম লিন নাশরি ওয়াত তাওজি' নামের এক প্রকাশনা সংস্থা। প্রচারবিমুখ এই শাইখ একে একে উম্মাহকে উপহার দেন সত্তরটিরও অধিক অমূল্য গ্রন্থ। আত্মশুদ্ধিবিষয়ক বাইশটি মূল্যবান বইয়ের সম্মিলনে পাঁচ ভলিউমে প্রকাশিত তাঁর 'আইনা নাহনু মিন হা-উলায়ি' নামের সিরিজটি পড়ে উপকৃত হয়েছে লাখো মানুষ। বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে এই সিরিজের অনেকগুলো বই। 'আজ-জামানুল কাদিম' নামে তিন খণ্ডে প্রকাশিত তার বিখ্যাত গল্প-সংকলনটিও আরববিশ্বে বেশ জনপ্রিয়। সাধারণ মানুষের জন্য তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় ছয় খণ্ডে রচনা করেছেন রিয়াজুস সালিহিনের চমৎকার একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ। এ ছাড়াও তাঁর কুরআন শরিফের শেষ দশ পারার তাফসিরটিও বেশ সমাদৃত হয়েছে। আমরা আল্লাহর দরবারে শাইখের দীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা করি।

জবান আলাপচারিতার উন্মুক্ত ময়দান—এর কল্যাণের পরিধি যেমন বিস্তৃত, তেমনই অনিষ্টের পরিসরও পরিব্যাপ্ত। যে ব্যক্তি জবানের লাগাম ছেড়ে দেয়, শয়তান তাকে হাঁকিয়ে নিয়ে যায় বাচালতার বিস্তীর্ণ প্রান্তরে। ধীরে ধীরে তাকে ঠেলে দেয় ধ্বংসের অতল গহ্বরে। আখিরাতে দোজখই হয় তার ঠিকানা।

বাচালতা সব সময় বিপদজনক আর মৌনতা নিরাপদ। জবানের অসংলগ্ন কথার কারণে মানুষকে অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়। জিহ্বার অনিষ্ট থেকে কেবল সেই নিরাপদ থাকে, যে তাকে শরিয়ার লাগাম পরিয়ে দেয়। তখন দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য কল্যাণকর হয় শুধু এমন কথাই তার মুখ দিয়ে বের হয়...